Contents

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Web: www.at-tahreek.com

৯ম বর্ষ ১২তম সংখ্যা

সেপ্টেম্বর ২০০৬

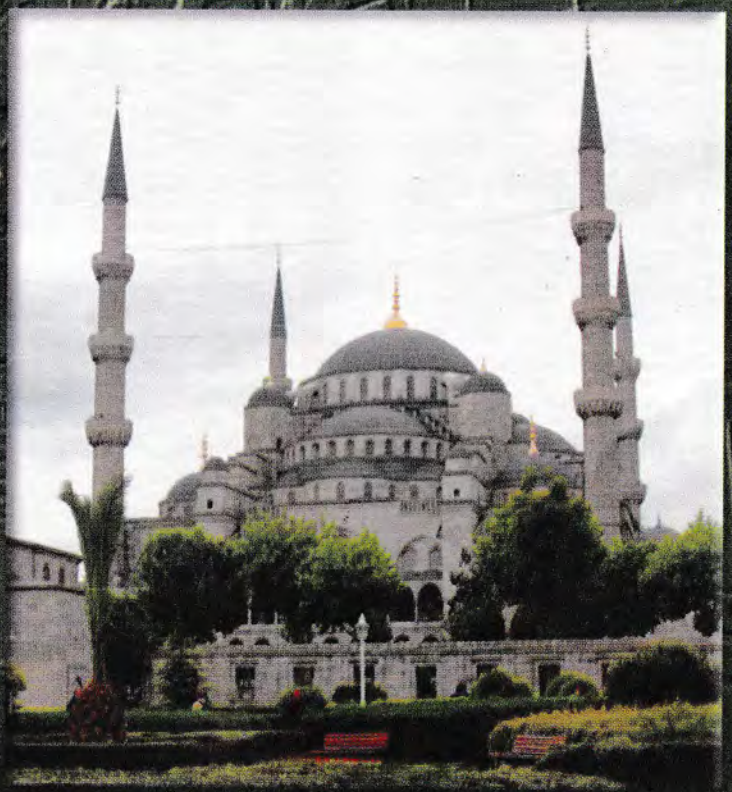

প্রকাশক ঃ
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী।
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (অনুঃ) ০৭২১-৭৬০৫২৫, ফোনঃ (অনুঃ) ৭৬১৩৭৮, ৭৬১৭৪১
মুদ্রণে ঃ দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী, ফোনঃ ৭৭৪৬১২।

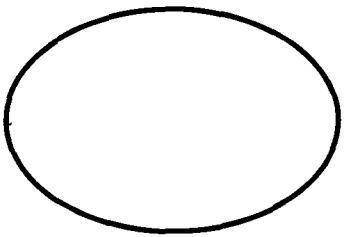

مجلة "التحريك" الشهرية علمية وأدبية و دينية
جلد : ٩ عدد : ١٢ ، شعبان و رمظن ١٤٢٧ هـ/ستمبر ٢٠٠٦ م
رئيس مجلس الإدارة: د. محمد أسد الله الغالب
تصدرها حديث فاؤنديشن بنغلاديش

প্রচ্ছদ পরিচিতিঃ ব্লু মসজিদ, তুরস্ক।

Monthly **AT-TAHREEK,** which is running from September 1997 from Rajshahi is an extra-ordinary Islamic research Journal of Bangladesh, is directed to Salafi Path, based on pure Tawheed and Sahih Sunnah. Which is enriched with valuable writings of renowned columnists and writers of home and abroad, aiming at establishing a pure islamic society in Bangladesh. Some of regular columns of the Journal are: 1. Dars-i- Quran 2. Dars-i- Hadeeth 3. ResearchArticles. 4. Lives of Sahaba & Pioneers of Islam 5. Economics 6. Wonder of Science 7. Health, Medicine 8. News : Home & Abroad & Muslim world. 9. Pages for Women 10. Children 11. Poetry 12. Fatawa and 13. Valuable Editorial etc.

Monthly **AT-TAHREEK**
Chief **Editor : Dr. Muhammad Asadullah Al- Ghalib.**
Editor : Dr. Muhammad Sakhawat Hossain.
Published by : Hadeeth Foundation Bangladesh.
Kajla, Rajshahi, Bangladesh.
Yearly subscription at home Regd. Post. Tk. 200/00 & Tk. 100/00 for six months.
Mailing Address : Editor, Monthly AT-TAHREEK
Nawdapara Madrasah (Airport Road), P.O. Sapura, Rajshahi.
Ph & Fax : (0721) 760525, Ph : (0721) 761378, 761741. Mobile: 0175 002380
E-mail: tahreek@librabd.net

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

মাসিক

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

৯ম বর্ষঃ	১২তম সংখ্যা
শাবান-রামাযান	১৪২৭ হিঃ
ভাদ্র-আশ্বিন	১৪১৩ বাং
সেপ্টেম্বর	২০০৬ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
সম্পাদক
ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন
সহকারী সম্পাদক
মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম
সার্কুলেশন ম্যানেজার
আবুল কালাম মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান
বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
শামসুল আলম

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

সার্বিক যোগাযোগঃ
সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া মাদরাসা (বিমানবন্দর রোড)
পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইলঃ ০১৭১৫০০২৩৮০।
ফোনঃ (০৭২১) ৮৬১৩৬৫, ফ্যাক্সঃ (০৭২১) ৭৬০৫২৫।
সহকারী সম্পাদক মোবাইলঃ ০১৭১৬০৩৪৬২৫
সার্কুলেশন ম্যানেজার মোবাইলঃ ০১৭১১৯৪৪৯১১
ই-মেইলঃ tahreek@librabd.net
Web: www. at-tahreek.com
কেন্দ্রীয় 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৭৬১৭৪১
কেন্দ্রীয় 'আন্দোলন' অফিস ফোনঃ ৭৬০৫২৫ (অনুঃ)
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' ঢাকা অফিস ফোনঃ ৯৫৬৮২৮৯

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা (রেজিঃ ডাকে) ২০০/= টাকা এবং ষান্মাসিক ১০০/= টাকা।

● হাদিয়াঃ—১৪ টাকা মাত্র ●

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- সম্পাদকীয় ০২
- দরসে হাদীছ *-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব* ০৩
- প্রবন্ধঃ
  - ছিয়ামের ফাযায়েল ও মাসায়েল ০৬
    - আত-তাহরীক ডেস্ক
  - ছিয়াম সাধনাঃ আত্মশুদ্ধি কামনা ০৭
    - মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ
  - প্রসঙ্গঃ বাউল সাধনা *(পূর্ব প্রকাশিতের পর)* ১০
    -গোলাম রহমান
  - লেবানন পুড়ছে, বুশ হাসছে ১১
    -মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান
- মনীষী চরিতঃ ১৪
  - নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালী (রহঃ)
    (শেষ কিস্তি) -নূরুল ইসলাম
- ক্ষেত-খামারঃ ১৮
  (১) বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে হাঁস পালন
  (২) থাই কৈ চাষ লাভজনক
- কবিতাঃ ২০
  (১) কারামুক্তি দিবস
  (২) গযল-এ ছিয়াম।
- সোনামণিদের পাতাঃ ২১
- স্বদেশ-বিদেশ ২২
- মুসলিম জাহান ২৫
- বিজ্ঞান ও বিস্ময় ২৬
- সংগঠন সংবাদ ২৭
- প্রশ্নোত্তর ৩০
- বর্ষসূচী ৩৭

মাহে রামাযানঃ সর্বাধিক নেকী অর্জনের এক অনন্য মাস

রহমত, বরকত ও মাগফেরাতের ডালি নিয়ে রামাযান সমাগত। মুমিন জীবনের অন্যতম মহিমান্বিত মাস রামাযান। সর্বাধিক নেকী অর্জনের অনন্য মাস; আত্মত্যাগ-আত্মশুদ্ধি, পারস্পরিক সহানুভূতি ও সহমর্মিতার ব্যতিক্রমধর্মী মাস; কাম-ক্রোধ ও যাবতীয় লোভ-মোহ বশীভূত করার, সর্বোচ্চ কৃচ্ছ্রসাধনের এবং যুলম-নির্যাতন ও দুর্নীতিমুক্ত জীবন গঠনের গুরুত্বপূর্ণ মাস এই রামাযান।

'রামাযান' আরবী 'রাময' (رمض) মূলধাতু থেকে নিষ্পন্ন। যার অর্থ জ্বালিয়ে দেওয়া। একটানা একমাস ছিয়াম সাধনার ফলে মুমিনের জৈব প্রবৃত্তিকে ক্ষুৎ-পিপাসার আগুনে জ্বালিয়ে দুর্বল করা হয় বলে এ মাসটিকে 'রামাযান' বলা হয়। এ মাসে সকল নেক আমলের ছওয়াব বহুগুণে বৃদ্ধি করা হয়। আল্লাহ বলেন, ছিয়াম একমাত্র আমারই জন্য, আর আমিই তার প্রতিদান দিব' *(বুখারী, মুসলিম)*। এর কোন সীমা-পরিসীমা নেই। আল্লাহ খুশী হয়ে তার প্রিয় বান্দাকে অপরিসীম নেকী দান করবেন। এ মাসেই রয়েছে হাযার মাসের চেয়ে অধিক ফযীলতপূর্ণ 'লাইলাতুল ক্বদর'। রয়েছে তারাবীহ ছালাতের মাধ্যমে বিগত সকল পাপ মোচনের সুবর্ণ সুযোগ। কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে পরকালে কুরআনের সুপারিশ লাভের নিশ্চয়তা। রয়েছে 'ছাদাক্বাতুল ফিতর' সহ সর্বাধিক দান-খয়রাতের মাধ্যমে অঢেল নেকী অর্জনের অবারিত সুযোগ। এ মাসের শেষ দশকে ই'তেকাফের মাধ্যমে সার্বক্ষণিক ইবাদতে মশগূল থাকার সুন্দরতম ব্যবস্থা এবং সর্বোপরি রয়েছে ঈদুল ফিতর-এর ছালাতের মাধ্যমে সম্পূর্ণ নিষ্পাপ হয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তনের মহা সুযোগ।

রামাযান তাক্বওয়া হাছিল ও পাপ মোচনের অন্যতম মাস। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর ছিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। যাতে তোমরা তাক্বওয়াশীল হ'তে পার' *(বাক্বারাহ ১৮৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ছওয়াবের আশায় রামাযানের ছিয়াম পালন করে তার বিগত সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয় *(বুখারী, মুসলিম)*। একদা জুম'আর খুৎবা প্রদানের জন্য মিম্বরে উঠার সময় প্রথম সিঁড়িতে পা রেখে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আমীন! দ্বিতীয় সিঁড়িতে পা রেখে বললেন, আমীন! এবং তৃতীয় সিঁড়িতে পা রেখেও বললেন, আমীন! পরক্ষণে ছাহাবীগণ এরূপ আমীন বলার কারণ জানতে চাইলে তিনি বললেন, আমি যখন মিম্বরে উঠছিলাম তখন জিবরীল (আঃ) তিনটি বাক্য বলছিলেন। আর আমি আমীন বলছিলাম। এর মধ্যে একটি ছিল 'ধ্বংস হউক ঐ ব্যক্তি, যে রামাযান মাস পেল অথচ তার গুনাহ সমূহ মাফ করাতে পারল না' *(হাকেম)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, ছিয়াম যাবতীয় অন্যায়-অপকর্মের বিরুদ্ধে ঢাল স্বরূপ *(বুখারী, মুসলিম)*।

রামাযান প্রশিক্ষণের মাস। মাসব্যাপী এই আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ বান্দাকে পূর্ণাঙ্গ মুমিনে পরিণত করে। যাবতীয় অন্যায় ও পাপাচার হ'তে মুক্ত থেকে মানবকল্যাণে নিবেদিত হওয়ার আহ্বান জানায়। এ মাসে প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে পাপক্লিষ্ট ব্যক্তি সারা জীবনের জন্য পাপ-পঙ্কিলতামুক্ত জীবন পরিচালনায় ব্রতী হওয়ার সুযোগ লাভ করেন। সূদখোর ও ঘুষখোর ব্যক্তি ইসলাম নিষিদ্ধ এই জঘন্য হারাম বদঅভ্যাস চিরতরে পরিত্যাগ করে নিজেকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করার সুযোগ লাভে ধন্য হন এবং ইসলাম নির্দেশিত পথে অর্থনীতির সুষম বন্টনের মাধ্যমে সমাজে পুঁজিবাদের দেয়াল ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিতে পারেন। দুর্নীতিবাজ ব্যক্তি ও প্রশাসন সমাজে সুনীতি ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হ'তে পারেন। অত্যাচারী শাসক তওবা করে ফিরে আসতে পারেন ন্যায়পরায়ণ শাসকদের কাতারে। রামাযান তাই প্রশিক্ষণ দেয় ত্যাগের, ভোগের নয়; ইনসাফ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার, যুলুম-নির্যাতনের নয়; বাজার সচল রাখার, মজুদদারীর নয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য, রামাযান উপলক্ষেই আমাদের দ্রব্যমূল্য সর্বাধিক চড়া থাকে। যা জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতার সীমা ছাড়িয়ে যায়। প্রশাসনের ছত্রছায়ায় একশ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী পূর্ব থেকেই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রস্তুতি নিতে থাকে। অধিক মুনাফাখোর এ সমস্ত ব্যবসায়ীদের জন্যই দুর্ভোগ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন 'যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও অন্যায় কাজ ছাড়তে পারল না, তার খানাপিনা পরিত্যাগ করায় আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই' *(বুখারী, মুসলিম)*। অর্থাৎ এ জাতীয় প্রতারকের ছিয়াম আল্লাহর নিকটে গ্রহণযোগ্য নয়। অতএব হে ব্যবসায়ী! রামাযানকে তুমি তোমার ব্যবসার হাতিয়ারে পরিণত করো না। বরং রামাযানের বরকত হাছিলের স্বার্থে অন্য সময়ের চাইতে কিছু কম লাভ করো। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির মাধ্যমে ক্রেতার উপরে যুলুম করে যে অতিরিক্ত উপার্জন তুমি করবে, ঐ হারাম উপার্জনই ক্বিয়ামতের দিন তোমার জাহান্নামের কারণ হবে।

দেশের দুর্নীতিবাজ নেতৃবৃন্দের উদ্দেশ্যে তাই আমাদের বক্তব্যঃ মাগফেরাতের উন্মুক্ত সোপান নিয়ে আগত এই রামাযান মাসে ফিরে আসুন সত্যের পথে। বন্ধ করুন জাতির সাথে সকল ধরনের প্রতারণা। দুর্নীতিতে পঞ্চম বারের মত লজ্জাজনক চ্যাম্পিয়ান এ দেশের প্রতিটি নাগরিক চায় দুর্নীতিমুক্ত একটি সুন্দর শান্তিপূর্ণ দেশ। চায় সুশাসন ও ন্যায়বিচার। কিন্তু দুঃখজনক হ'লেও সত্য যে, এদেশের ইতিহাস দুর্নীতিমুক্ত নয়। সুশাসন ও ন্যায়বিচার এখানে মুখ থুবড়ে পড়েছে। ক্ষমতাসীনদের অঙ্গুলি নির্দেশে চলে এদেশের বিচার বিভাগ। বিনা বিচারে বছরের পর বছর কারাবন্দী থাকে অগণিত অসহায় নিরপরাধ নাগরিক। দেশের হকপন্থী খ্যাতিমান আলেমগণের উপরে চলে অন্যায় নির্যাতনের ষ্টীম রোলার। মিথ্যা অপবাদে হয়রানির শিকার হয় শান্তিপূর্ণ তাওহীদী জনতা। যুলুম-নির্যাতনে জর্জরিত এই জাতি তাই মুক্তি চায়, চায় নিষ্কৃতি। চায় ইনছাফ ও ন্যায়বিচারপূর্ণ একটি শান্তিপূর্ণ সমাজ। আর এরই উপযুক্ত সময় হচ্ছে মাহে রামাযান। দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার এবং সুশাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়দৃঢ় অঙ্গীকার করতে হবে এ মাসেই। আত্মশুদ্ধির মাসব্যাপী প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই তা বাস্তবায়ন সম্ভব।

অতএব হে মুসলিম ভাই! আসুন সর্বাধিক নেকী অর্জনের এই অনন্য মাসকে অলসতা ও বিলাসিতায় না কাটিয়ে সর্বোচ্চ প্রস্তুতি গ্রহণ করি! আমাদের যৌবনকে বার্ধক্য আসার পূর্বে, সুস্থতাকে অসুস্থতার পূর্বে, জীবনকে মৃত্যু আসার পূর্বে কাজে লাগাই। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি তো সেই, যে দীর্ঘ জীবন পেয়েছে ও তাকে নেক কাজে ব্যয় করেছে। রামাযান আমাদেরকে সেই পবিত্র জীবন গড়ায় উদ্বুদ্ধ করে। ঐ শুনুন রামাযান উপলক্ষে মহান আল্লাহর ঘোষণা 'হে কল্যাণের অভিযাত্রী! এগিয়ে চলো। হে অকল্যাণের অভিসারী! বিরত হও!!

বর্ষশেষের নিবেদনঃ

আল্লাহ তা'আলার অশেষ রহমতে অনেক প্রতিকূলতার মাঝেও আমাদের প্রাণপ্রিয় মাসিক 'আত-তাহরীক' তার নবম বর্ষ শেষ করল। ফালিল্লা-হিল হাম্দ। বর্ষশেষ ও নতুন বছরের আগমনের এই সন্ধিক্ষণে এবং পবিত্র মাহে রামাযান উপলক্ষে আমরা আমাদের সকল গ্রাহক-এজেন্ট, পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই প্রাণঢালা অভিনন্দন। সেই সাথে অধিক নেকী অর্জনের এই পবিত্রতম মাসে দ্বীনে হক্ব প্রচারের এই ধারাকে অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে সকলের আন্তরিক সহযোগিতা প্রত্যাশা করছি। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন- আমীন!!

দরসে হাদীছ

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال قال رجل يا رسول الله! أَىُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ؟ قال: اَنْ تَدْعُو لِلّهِ ندًّا وَهُوَ خَلَقَكَ قَال: ثُمَّ أَىٌّ؟ قَالَ: أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قَالَ: ثُمَّ أَىٌّ؟ قَالَ: أَنْ تُزَانِىْ حَلِيْلَةَ جَارِكَ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى تَصْدِيْقَهَا: وَالَّذِيْنَ لاَيَدْعُوْنَ مَعَ اللهِ إِلَـهًا آخَرُ وَلاَ يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُوْنَ-

অনুবাদঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আল্লাহ্র নিকটে কোন্ গোনাহটি সবচেয়ে বড়? তিনি বললেন, আল্লাহ্র কোন সমকক্ষ সাব্যস্ত করা, অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। লোকটি বলল, তারপর কোন্টি? তিনি বললেন, তোমার সন্তানকে হত্যা করা এই ভয়ে যে, সে তোমার সাথে খাবে (অর্থাৎ দারিদ্র্যের ভয়ে সন্তান হত্যা করো না)। সে বলল, তারপর কোন্টি? তিনি বললেন, প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে তোমার ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া'। রাসূলের একথারই সত্যায়ন করে আল্লাহপাক (নেককার লোকদের প্রশংসায়) আয়াত নাযিল করেন, 'এবং যারা আল্লাহ্র সাথে অন্য কোন উপাস্যকে আহ্বান করে না এবং যারা নাহক্বভাবে মানুষ হত্যা করে না, যাকে আল্লাহ হারাম করেছেন এবং যারা ব্যভিচার করে না' *(ফুরক্বান ৬৮)*।[১]

হাদীছটি বুখারীতে এসেছে 'তাফসীর' অধ্যায়ে সূরা বাক্বারাহ ও ফুরক্বানের তাফসীরে এবং 'শিষ্টাচার' 'পারস্পরিক লড়াই' ও 'তাওহীদ' অধ্যায়ে। মুসলিমে এসেছে 'ঈমান' অধ্যায়ে, তিরমিযীতে এসেছে সূরা ফুরক্বানের তাফসীরে এবং নাসাঈতে এসেছে 'পারস্পরিক লড়াই' অধ্যায়ে। উল্লেখ্য যে, হিন্দুস্তানে মুদ্রিত অনেক মিশকাত গ্রন্থে অত্র হাদীছের শেষে 'মুত্তাফাক্ব আলাইহ' কথাটি নেই। এমনকি মিরক্বাতের সাথে মুদ্রিত মিশকাতেও নেই। তবে 'মিরক্বাতে' আছে। কেননা ছাহেবে মিরক্বাতের নিকটে মূল মিশকাতের শুদ্ধিকৃত, বারবার পঠিত, শ্রুত ও বিশ্বস্ত পাণ্ডুলিপির একাধিক কপি ছিল। তিনি সেখান থেকেই বিশুদ্ধ করে স্বীয় 'মিরক্বাতে' উল্লেখ করেছেন। বিখ্যাত গবেষক পণ্ডিত আবুবকর যুহায়ের শাভেশ স্বীয় 'মুক্বাদ্দামায়' যে পাণ্ডুলিপি কপি সমূহের কথা উল্লেখ করেছেন, সেখানেও 'মুত্তাফাক্ব আলাইহ' শব্দটি বর্ণিত হয়েছে।

রাবীর পরিচয়ঃ আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ বিন গাফেল বিন হাবীব আল-হুযালী। কুনিয়াত- আবু আব্দুর রহমান। তিনি প্রাথমিক যুগে ইসলাম গ্রহণকারী ৬ষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর 'দারুল আরক্বামে' প্রবেশের পূর্বে এবং ওমর (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের সামান্য কিছুদিন আগে তিনি ইসলাম কবুল করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে স্বীয় নিকটবর্তীদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। তিনি রাসূলের জুতা, মিসওয়াক, দোয়াত-কালি ও ওযূর পানি এগিয়ে দিতেন ও তত্ত্বাবধান করতেন বিধায় ছাহাবায়ে কেরামের মধ্যে তিনি صاحب النعلين والسواك والسواد والطهور নামে পরিচিত ছিলেন। রাসূলের চেহারা ও চাল-চলনের সাথে তাঁর অনেক মিল ছিল। তবে তিনি ছিলেন হালকা-পাতলা গড়নের, বেঁটে ও দীর্ঘ পদাধিকারী ব্যক্তি। রাসূল (ছাঃ) তাঁর জন্য জান্নাতের সুসংবাদ শুনিয়েছিলেন। তিনি জ্যেষ্ঠ ফক্বীহ ছাহাবীগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি হাবশা ও মদীনা উভয় হিজরতের অধিকারী ছিলেন। তিনি বদরের যুদ্ধ সহ সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং পরবর্তীতে সিরিয়া বিজয়ে অংশগ্রহণ করেন। তিনি কূফার বিচারপতি ও খাজাঞ্চি নিযুক্ত হন। ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে এবং ওছমান (রাঃ)-এর খেলাফতের প্রথম দিকে তিনি উক্ত পদে বহাল ছিলেন। অতঃপর তিনি মদীনায় চলে আসেন ও সেখানে ৩২ হিজরী সনে ষাটোর্ধ্ব বয়সে মৃত্যুবরণ করেন এবং বাক্বী' গোরস্থানে সমাহিত হন।

তিনি কুরআনের ৭০টি সূরা সরাসরি রাসূলের মুখ থেকে শ্রবণ করেন ও মুখস্ত করেন। তাঁর তেলাওয়াত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খুবই পসন্দ করতেন। তিনি অধিক হাদীছ বর্ণনাকারী ছাহাবীগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁর বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা ৮৪৮টি। তন্মধ্যে মুত্তাফাক্ব আলাইহ ৬৪টি, স্বতন্ত্রভাবে বুখারী ২১টি এবং মুসলিম ৩৫টি বর্ণনা করেছেন। চার খলীফা সহ বহু ছাহাবী ও তাবেঈ তাঁর থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। ছাহেবে মিরক্বাত মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (রহঃ) বলেন, وهو عندنا أفقه الصحابة بعد الخلفاء الأربعة 'তিনি আমাদের নিকটে চার খলীফার পরে সর্বাধিক ফক্বীহ ছাহাবী হিসাবে গণ্য'।[২]

হাদীছের সারমর্মঃ আল্লাহ্র শরীক সাব্যস্ত করা, প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে যেনা করা ও অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা করা সবচেয়ে বড় কবীরা গোনাহ।

১. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৯।*

২. *মিরক্বাত, ১/১২০ পৃঃ।*

হাদীছের ব্যাখ্যাঃ অত্র হাদীছে সবচেয়ে বড় তিনটি কবীরা গোনাহের উল্লেখ রয়েছে। সেকারণ ছাহেবে মাছাবীহ এ হাদীছটিকে অত্র অধ্যায়ে প্রথমে এনেছেন। দ্বিতীয় বিষয় হ'ল, অত্র হাদীছের সমর্থনে ও সত্যায়নে সরাসরি আয়াত নাযিল হয়েছে। এতে এ তিনটি গোনাহের ভয়াবহতা ও নিকৃষ্টতা আরও বেশী নিশ্চয়তা পেয়েছে। তবে কুরআনে এ তিনটি গোনাহের কথা 'মুৎলাক' বা শর্তহীনভাবে উল্লিখিত হয়েছে। পক্ষান্তরে হাদীছে مقيد বা শর্তসহ বর্ণিত হয়েছে। এর দ্বারা হাদীছে এ তিনটি কাজের নিকৃষ্টতার ভয়াবহতা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এখানে শর্ত মূল কথা নয়। বরং কাজটিই মূল কথা, যা সবচেয়ে বড় গোনাহ ও মহাপাপ।

(أَىُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ؟) 'কোন পাপ আল্লাহ্র নিকটে সবচেয়ে বড়?' ইচ্ছাকৃত অপরাধকে الذنب বা পাপ বলা হয়। ছাহেবে মিরক্বাত বলেন, শারঈ দৃষ্টিকোণ থেকে ইচ্ছাকৃত অপরাধ চার ধরনের হয়ে থাকে। ১- এমন অপরাধ, যা তওবা ব্যতীত মাফ হয় না। যেমন কুফরী। ২- যা ক্ষমা প্রার্থনা দ্বারা বা সৎ কর্মসমূহের দ্বারা মাফ হয়। যেমন ছগীরা গোনাহ সমূহ। ৩- যা তওবা দ্বারা অথবা তওবা ছাড়াই মাফ হয় আল্লাহ্র ইচ্ছা হ'লে। যেমন, আল্লাহ্র হক-এর অন্তর্ভুক্ত কবীরা গোনাহ সমূহ। ৪- হক্কুল ইবাদভুক্ত ঐসব কবীরা গোনাহ, যা বান্দা কর্তৃক ফিরিয়ে দেওয়া আবশ্যক হয়। চাই সেটা দুনিয়াতে হৌক মাফ করিয়ে নেয়ার মাধ্যমে, ক্ষতিপূরণ দেওয়ার মাধ্যমে, মাল ফিরিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে বা তার পরিবর্তে অন্য কিছুর মাধ্যমে। অথবা আখেরাতে হৌক যালেমের নেকী মযলূমকে দেওয়ার মাধ্যমে, মযলূমের পাপ সমূহ যালেমের উপরে চাপানোর মাধ্যমে অথবা আল্লাহ তার উপরে সন্তুষ্ট হয়ে যাওয়ার মাধ্যমে'।[৩]

হাদীছে عند الله বা 'আল্লাহ্র নিকটে' শর্ত যোগ করার কারণ হ'ল এই যে, পাপী তার পাপকে সঠিক মনে করে। সাপে কাটা বা জন্ডিসের রোগীর জিহ্বায় যেমন তিতা বস্তু সুমিষ্ট মনে হয়, তেমনি পাপে নিমজ্জিত মানুষ পাপ-পুণ্যের পার্থক্য ভুলে যায়। তাই পাপ-পুণ্যের সঠিক নির্ধারণ কেবল মহান স্রষ্টা আল্লাহ্র নিকটেই হ'তে পারে। স্বার্থদুষ্ট মানুষ কখনো নিঃস্বার্থ ও নিরপেক্ষভাবে যথার্থরূপে বড় ও ছোট পাপ নির্ধারণ করতে পারে না। সেকারণেই এখান عند الله বা 'আল্লাহ্র নিকটে' শর্ত যোগ করা হয়েছে। যদিও সেটা বান্দার স্বার্থেই হয়ে থাকে।

৩. *মিরক্বাত ১/১২১ পৃঃ।*

(أَنْ تَدْعُوَ لِلّٰهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ) 'তুমি আল্লাহ্র জন্য সমকক্ষ সাব্যস্ত করবে, অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন'। تدعو -এর পরিবর্তে কুরআনে تجعلوا শব্দ এসেছে। যেমন فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون 'অতএব তোমরা জেনেশুনে আল্লাহ্র সাথে কাউকে সমকক্ষ সাব্যস্ত করো না' *(বাক্বারাহ ২২)*। نِدٌّ অর্থ শরীক, সমকক্ষ বা সমতুল্য, বহুবচনে انداد। এখানে আল্লাহ্র সত্তা বা গুণাবলীতে অন্য কিছুকে আল্লাহ্র সমকক্ষ সাব্যস্ত করা বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ্র বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য وهو خلقك 'অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন' বাক্য যোগ করা হয়েছে। এর দ্বারা বান্দার অনুভূতিতে আঘাত করে তার বিবেককে জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে। কেননা বান্দা যাদেরকে শরীক করে, তাদের কারুরই সৃষ্টি করার ক্ষমতা নেই। বান্দা নিজেও সেকথা ভালভাবে জানে। আর এটাই তাওহীদের তথা আল্লাহ্র একত্ববাদের সবচেয়ে বড় দলীল। যিনি সৃষ্টি করেন, তিনিই সৃষ্টিকে বেশী ভালবাসেন এবং সৃষ্টির কল্যাণ-অকল্যাণের পথ প্রদর্শন করেন ও বিধান প্রেরণ করেন। যাদেরকে শরীক করা হয়, তাদের সত্যিকার অর্থে কোন ক্ষমতা নেই। অতএব তাদেরকে আল্লাহ্র সমকক্ষ সাব্যস্ত করা বোকামি ছাড়া কিছু নয়। উল্লেখ্য যে, শিরক ছোট ও বড় দু'প্রকারের। ছোট শিরক হ'ল 'রিয়া' বা লোক দেখানো ইবাদত করা। আর শাহ ইসমাঈল (রহঃ)-এর ব্যাখ্যা মতে বড় শিরক হ'ল পাঁচ প্রকারঃ জ্ঞানগত শিরক, ইবাদতে শিরক, ব্যবহারগত শিরক, অভ্যাসগত শিরক ও ভালোবাসায় শিরক। অত্র হাদীছে উভয় শিরকের কথা বলা হয়েছে।

(أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ) 'তুমি তোমার সন্তানকে হত্যা কর এই ভয়ে যে, সে তোমার সাথে খাবে'। অর্থাৎ দারিদ্র্যের ভয়ে সন্তান হত্যা করা। অথচ সন্তান হ'ল মানুষের সর্বাধিক প্রিয় বস্তু। পিতা-মাতা নিজে না খেয়ে সন্তানকে খাওয়ায়। দুনিয়ার এই সর্বাধিক প্রিয় বস্তুকে সর্বাধিক নিকৃষ্ট কর্ম হত্যার মাধ্যমে নিঃশেষ করে দেওয়া নিসন্দেহে জঘন্যতম পাপ। অথচ দারিদ্র্যের ভয় মূলতঃ কোন ভয়ই নয়। এটা স্রেফ বস্তুবাদী প্রচারণা মাত্র। পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিষময় ফল হিসাবে সমাজে গাছতলা ও পাঁচতলার পর্বতসম অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি হয়। সাধারণ মানুষের সংখ্যা বেশী হ'লে তারা পুঁজিপতিদের আতংকের কারণ হবে। কারণ তারাই এসব কপট প্রচারণা চালায় তাদের নিয়ন্ত্রিত প্রচারমাধ্যমের দ্বারা এবং তা বাস্তবায়ন করে তাদের নিয়ন্ত্রিত শাসক কর্তৃপক্ষের

মাধ্যমে। অথচ সন্তান সবসময়ই সম্পদ। তা কখনোই জঞ্জাল নয়। জাহেলী আরবে কোন কোন পিতা এরূপ করত বিধায় এ বিষয়ে কুরআনে *(ইসরা ৩১)* ও হাদীছে কঠোর নিষেধাজ্ঞা এসেছে। বাক্যে خشية ان يطعم معك 'মাফ'উল লাহু' হয়েছে বিধায় 'মানছূব' হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, আরবরা তাদের ভূমিষ্ঠ সন্তানকে হত্যা করত বলে এখানে 'হত্যা' শব্দ আনা হয়েছে। নইলে এখানে মূল বিষয় হ'ল 'দারিদ্র্যভীতি'। উক্ত কারণে জন্মনিয়ন্ত্রণ ও জন্মনিরোধ, চাই সেটা গর্ভস্থ সন্তানে রূহ সঞ্চারের আগে হৌক বা পরে হৌক- সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ।

(أَنْ تُزَانِيَ حَلِيْلَةَ جَارِكَ) 'প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে তুমি ব্যভিচারে লিপ্ত হবে'। সাধারণভাবে ব্যভিচার মহাপাপ। তারপর তা যদি প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে হয় তবে তা হবে আরও বড় মহাপাপ। কেননা প্রতিবেশী পরস্পরের উপরে নির্ভরশীল হয় এবং একে অপরের প্রতি আস্থাশীল থাকে। এই আস্থা ও নির্ভরশীলতার সুযোগ নিয়ে এরূপ অপকর্মে লিপ্ত হওয়া প্রতিবেশীর দাম্পত্য জীবনে আগুন ধরিয়ে দেবার শামিল। প্রায় সময়ই এর ফলে হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে ও সংসার ধ্বংস হয়ে যায়।

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, تزنى بحليلة جارها অর্থ 'মহিলার সন্তুষ্টিতে তার সাথে তুমি ব্যভিচারে লিপ্ত হবে'। কেননা প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে সহজে সদ্ভাব স্থাপিত হয়। সেকারণ ইসলামী পর্দা সর্বাবস্থায় ফরয এবং নিকটাত্মীয় ও প্রতিবেশীদের ক্ষেত্রে তা কড়াকড়িভাবে প্রযোজ্য।

অতএব উপরোক্ত তিনটি কবীরা গোনাহ হ'তে দূরে থাকতে হবে এবং উক্ত গুনাহে প্ররোচিত করে এরূপ পরিবেশ যাতে সৃষ্টি না হয়, সেদিকে সকল পর্যায়ের দায়িত্বশীলগণকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে।

(فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى تَصْدِيْقَهَا) 'উক্ত বিষয়ের সত্যায়নে আল্লাহ আয়াত নাযিল করেন'। একথার মধ্যে এ বিষয়ে দলীল রয়েছে যে, কুরআনের মাধ্যমে সুন্নাহ্র নিশ্চয়তা প্রমাণ ও সত্যায়ন করা জায়েয। ত্বীবী এ কথা বলেন। মোল্লা আলী ক্বারী বলেন, এ বিষয়ে কোন বিরুদ্ধ মত আছে বলে আমার জানা নেই। বায়'আতে রিযওয়ানের পরে এবং হোদায়বিয়া সন্ধির পরে অনুরূপভাবে আয়াত সমূহ নাযিল হয়েছিল।[৪]

৪. *মিরক্বাত ১/১২২।*

শবে মে'রাজ

গত ২২/৮/২০০৬ তারিখ সকাল ৭-টার বাংলাদেশ বেতার ঢাকার জাতীয় সংবাদে এবং আগে পিছে কয়েকটি সংবাদে বলা হ'ল যে, মি'রাজ রজনীতে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায, রামাযানের এক মাস ফরয রোযা এবং আরও অনেকগুলি দিক-নির্দেশনা নিয়ে আসেন। গত ১৮/৮/২০০৬ তারিখে দৈনিক ইনকিলাব-এর 'ইসলামী জীবন'-এর পাতায় 'তুহফাতুল মি'রাজ' প্রবন্ধে লেখা হয়েছে, 'পাঁচ ওয়াক্ত নামায সহ তিনি শরীয়তের ১৯টি আহকাম নিয়ে আসেন, যা সূরা বনী ইসরাঈলের ২২-৩৭ এবং ৭৮ আয়াতে বিবৃত হয়েছে'। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে আগামী বছর শবে-মে'রাজের অনুষ্ঠানে হয়ত এঁরা ২৩ বছরের পুরা ইসলামই শবে-মে'রাজে নাযিল হয়েছিল বলে দাবী করবেন। প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় আলেমদের এইসব বিভ্রান্তিমূলক প্রচারণায় সাধারণ মানুষ প্রতারিত হচ্ছে। অথচ এ বিষয়ে ছহীহ হাদীছের বক্তব্য এই যে, ঐ রাতে উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করা হয়। অন্য কিছু নয়। প্রশ্ন জাগে এদেশের কত শতাংশ মুসলমান নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত ফরয ছালাত আদায় করে? এজন্য সরকারের পক্ষ থেকে কোনরূপ তাকীদ আছে কি? রামাযানের ছিয়াম ফরয হয়েছে ২য় হিজরীতে মদীনায়। মে'রাজ সংঘটিত হয়েছে হিজরতের স্বল্পকাল পূর্বে মক্কায়।

(২) মে'রাজ দৈহিকভাবেই হয়েছিল, আত্মিকভাবে নয়। কেননা স্বপ্নে মে'রাজ হ'লে এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু থাকত না এবং কাফেররাও একে অবিশ্বাস করত না।

(৩) মে'রাজ কোন তারিখে হয়েছিল, এ বিষয়ে হাদীছে নির্দিষ্টভাবে কিছু বলা হয়নি। বিদ্বানগণ এ ব্যাপারে ৬ প্রকার মতভেদ করেছেনঃ (১) নবুঅত পাবার প্রথম বছরেই মে'রাজ হয়েছিল (২) পাঁচ বছর পরে হয়েছিল (৩) দশম বর্ষের ২৭ শে রজব তারিখে (৪) দ্বাদশ বর্ষের রামাযান মাসে (৫) ত্রয়োদশ বর্ষের মুহাররম মাসে এবং (৬) ত্রয়োদশ বর্ষের রবীউল আউয়াল মাসে হয়েছিল। প্রথম তিনটি মত অগ্রহণযোগ্য। কেননা এ বিষয়ে সকলে একমত যে, মা খাদীজার মৃত্যু হয়েছিল পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয হওয়ার পূর্বে। এ বিষয়েও সকলে একমত যে, তাঁর মৃত্যু হয়েছিল নবুঅতের দশম বর্ষের রামাযান মাসে, যা রজব মাসের দু'মাস পরে। বাকী তিনটির মধ্যে কোন তারিখ উল্লেখ নেই। কেবল মাসের উল্লেখ আছে। তাও কোনটির উপরে একমত হননি কেউ। এমতাবস্থায় নিশ্চিতভাবে কেবল এটুকুই বলা যায় যে, মে'রাজের অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মাক্কী জীবনের শেষ প্রান্তে এবং হিজরতের স্বল্পকাল পূর্বে। উল্লেখ্য যে, তাঁর হিজরত শুরু হয়েছিল চতুর্দশ বর্ষের ২৭ শে ছফর থেকে।

(৪) এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার তারিখকে উম্মতের নিকট গোপন রাখার তাৎপর্য এটাই হ'তে পারে যে, অমুসলিমদের মত মুসলিম উম্মাহ যেন তাদের দ্বীনকে অনুষ্ঠান সর্বস্ব করে না ফেলে।

(৫) এই রাত উপলক্ষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম বাড়তি ইবাদত বা অনুষ্ঠানাদি করেননি। অতএব আমরা যদি করি তবে তা নিঃসন্দেহে বিদ'আত হবে এবং যা হবে স্পষ্ট পথভ্রষ্টতা। উম্মতে মুহাম্মাদী সাবধান হৌন!- [স.স]

ছিয়ামের ফাযায়েল ও মাসায়েল

আত-তাহরীক ডেস্ক

ফাযায়েলঃ

(ক) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ছওয়াবের আশায় রামাযানের ছিয়াম পালন করে, তার বিগত সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়'।[১]

(খ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরও বলেন, 'আদম সন্তানের প্রত্যেক নেক আমলের দশগুণ হ'তে সাতশত গুন ছওয়াব প্রদান করা হয়। আল্লাহ বলেন, কিন্তু ছওম ব্যতীত, কেননা ছওম কেবল আমার জন্যই (রাখা হয়) এবং আমিই তার পুরস্কার প্রদান করব। সে তার যৌনাকাঙ্খা ও পানাহার কেবল আমার জন্যই পরিত্যাগ করে। ছিয়াম পালনকারীর জন্য দু'টি আনন্দের মুহূর্ত রয়েছে। একটি ইফতারকালে, অন্যটি তার প্রভুর সাথে দীদারকালে। তার মুখের গন্ধ আল্লাহ্র নিকটে মিশকে আম্বরের খোশবুর চেয়েও সুগন্ধিময়। ছিয়াম (অন্যায় অপকর্মের বিরুদ্ধে) ঢাল স্বরূপ। অতএব যখন তোমরা ছিয়াম পালন করবে, তখন মন্দ কথা বলবে না ও বাজে বকবে না। যদি কেউ গালি দেয় বা লড়াই করতে আসে তখন বলবে, আমি ছায়েম'।[২]

মাসায়েলঃ

১. ছিয়ামের নিয়তঃ নিয়ত অর্থ- মনন করা বা সংকল্প করা। অতএব মনে মনে ছিয়ামের সংকল্প করাই যথেষ্ট। হজ্জের তালবিয়া ব্যতীত ছালাত, ছিয়াম বা অন্য কোন ইবাদতের শুরুতে আরবীতে বা বাংলায় নিয়ত পড়ার কোন দলীল কুরআন ও হাদীছে নেই।

২. ইফতারকালে দো'আঃ 'বিসমিল্লাহ' বলে শুরু ও 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে শেষ করবে।[৩]

৩. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'খাদ্য বা পানির পাত্র হাতে থাকাবস্থায় তোমাদের কেউ ফজরের আযান শুনলে সে যেন প্রয়োজন পূর্ণ করা ব্যতীত পাত্র রেখে না দেয়'।[৪]

৪. তিনি আরো বলেন, 'দ্বীন চিরদিন বিজয়ী থাকবে, যতদিন লোকেরা ইফতার তাড়াতাড়ি করবে। কেননা ইহুদী-নাছারাগণ ইফতার দেরীতে করে'।[৫] 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ লোকদের মধ্যে ইফতার সর্বাধিক জলদী ও সাহারী সর্বাধিক দেরীতে করতেন'।[৬]

৫. সাহারীর আযানঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় তাহাজ্জুদ ও সাহারীর আযান বেলাল (রাঃ) দিতেন এবং ফজরের আযান অন্ধ ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনু উম্মে মাকতূম (রাঃ) দিতেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'বেলাল রাত্রে আযান দিলে তোমরা খানাপিনা কর, যতক্ষণ না ইবনু উম্মে মাকতূম ফজরের আযান দেয়'।[৭] বুখারীর ভাষ্যকার ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, 'বর্তমান কালে সাহারীর সময় লোক জাগানোর নামে আযান ব্যতীত (সাইরেণ বাজানো, ঢাক-ঢোল পিটানো ইত্যাদি) যা কিছু করা হয় সবই বিদ'আত'।[৮]

৬. ছালাতুত তারাবীহঃ ছালাতুত তারাবীহ বা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রাতের ছালাত বিতর সহ ১১ রাক'আত ছিল। রাতের ছালাত বলতে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ দু'টোকেই বুঝানো হয়। উল্লেখ্য যে, রামাযান মাসে তারাবীহ পড়লে আর তাহাজ্জুদ পড়তে হয় না।

(১) একদা উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল রামাযান মাসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাত কেমন ছিল? তিনি বললেন, রামাযান ও রামাযান ছাড়া অন্য মাসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রাতের ছালাত ১১ রাক'আতের বেশী ছিল না।[৯]

(২) সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রাঃ) বলেন, ওমর (রাঃ) ওবাই বিন কা'ব ও তামীম দারী নামক দু'জন ছাহাবীকে রামাযান মাসে ১১ রাক'আত তারাবীহ্র ছালাত জামা'আতের সাথে পড়াবার নির্দেশ দিয়েছিলেন।[১০] তবে উক্ত বর্ণনার শেষদিকে ইয়াযীদ বিন রুমান প্রমুখাৎ ওমর ফারূক (রাঃ) -এর যামানায় লোকেরা ২০ রাক'আত তারাবীহ পড়তেন' বলে যে বাড়তি অংশ বলা হয়ে থাকে, তার সূত্র ছহীহ নয়।[১১]

(৩) জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রামাযান মাসে আমাদেরকে ৮ রাক'আত তারাবীহ ও বিতর ছালাত পড়ান।[১২] তিনি প্রতি দু'রাক'আত অন্তর সালাম ফিরিয়ে আট রাক'আত তারাবীহ শেষে কখনও এক, কখনও তিন, কখনও পাঁচ রাক'আত বিতর এক সালামে পড়তেন। কিন্তু মাঝে বসতেন না।[১৩]

(৪) জামা'আতের সাথে রাতের ছালাত (তারাবীহ) আদায় করা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত এবং দৈনিক নিয়মিত জামা'আতে আদায় করা 'ইজমায়ে ছাহাবা' হিসাবে প্রমাণিত।[১৪] অতএব তা বিদ'আত হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

---

১. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত (আলবানী) হা/১৯৮৫।
২. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৫৯।
৩. বুখারী, মিশকাত হা/৪১৯৯; মুসলিম, ঐ, হা/৪২০০।
৪. আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৯৮৮।
৫. আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৯৯৫।
৬. নায়লুল আওত্বার (কায়রোঃ ১৯৭৮) ৫/২৯৩ পৃঃ।
৭. বুখারী, মুসলিম, নায়ল ২/১২০ পৃঃ।
৮. নায়ল ২/১১৯ পৃঃ।
৯. বুখারী ১/১৫৪ পৃঃ; মুসলিম ১/২৫৪ পৃঃ; আবুদাঊদ ১/১৮১ পৃঃ; নাসাঈ ১/১৯১ পৃঃ; তিরমিযী ১/৯৯ পৃঃ; ইবনু মাজাহ ১/৯৬-৯৭ পৃঃ; মুওয়াত্ত্বা মালেক ১/৭৪ পৃঃ।
১০. মুওয়াত্ত্বা, মিশকাত হা/১৩০২।
১১. দ্রঃ ঐ, হাশিয়া, তাহক্বীক্ব-আলবানী।
১২. আবু ইয়ালা, ত্বাবারানী, আওসাত্ব, সনদ হাসান, মির'আত ২/২৩০ পৃঃ।
১৩. মুসলিম ১/২৫৪ পৃঃ, ঐ (বৈরুত ছাপা) হা/৭৩৬-৩৭-৩৮।
১৪. মিশকাত হা/১৩০২।

৭. লায়লাতুল ক্বদরের দো'আঃ 'আল্লা-হুম্মা ইন্নাকা 'আফুব্বুন তুহিববুল 'আফওয়া ফা'ফু 'আন্নী'। অর্থঃ 'হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাশীল, তুমি ক্ষমা পসন্দ কর। অতএব আমাকে তুমি ক্ষমা কর'।[১৫]

৮. ফিৎরাঃ (ক) ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় উম্মতের ক্রীতদাস ও স্বাধীন, পুরুষ ও নারী, ছোট ও বড় সকলের উপর মাথা পিছু এক ছা' খেজুর, যব ইত্যাদি (অন্য বর্ণনায়) খাদ্যবস্তু ফিৎরার যাকাত হিসাবে ফরয করেছেন এবং তা ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বেই আমাদেরকে আদায়ের নির্দেশ দান করেছেন'।[১৬] এক ছা' বর্তমানের হিসাবে আড়াই কেজি চাউলের সমান অথবা প্রমাণ সাইজ হাতের পূর্ণ চার অঞ্জলী চাউল।

৯. ঈদের তাকবীরঃ ছালাতুল ঈদায়নে প্রথম রাক'আতে সাত, দ্বিতীয় রাক'আতে পাঁচ মোট অতিরিক্ত ১২ তাকবীর দেওয়ার সুন্নাত।[১৭] ছহীহ বা যঈফ সনদে ৬ (ছয়) তাকবীরের পক্ষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে কোন হাদীছ নেই।[১৮]

১০. ছিয়াম ভঙ্গের কারণ সমূহঃ (ক) ছিয়াম অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে খানাপিনা করলে ও যৌনসম্ভোগ করলে ছিয়াম ভঙ্গ হয় এবং তার কাফফারা স্বরূপ একটানা দু'মাস ছিয়াম পালন অথবা ৬০ (ষাট) জন মিসকীন খাওয়াতে হয়।[১৯] (খ) ছিয়াম অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করলে ক্বাযা আদায় করতে হবে। তবে অনিচ্ছাকৃত বমি হ'লে, ভুলক্রমে কিছু খেলে বা পান করলে, স্বপ্নদোষ বা সহবাসজনিত নাপাকী অবস্থায় সকাল হয়ে গেলে, চোখে সুর্মা লাগালে বা মিসওয়াক করলে ছিয়াম ভঙ্গ হয় না।[২০] (গ) অতি বৃদ্ধ যারা ছিয়াম পালনে অক্ষম, তারা ছিয়ামের ফিদইয়া হিসাবে দৈনিক একজন করে মিসকীন খাওয়াবেন। ছাহাবী আনাস (রাঃ) গোস্ত-রুটি বানিয়ে একদিনে ৩০ (ত্রিশ) জন মিসকীন খাইয়েছিলেন।[২১] ইবনু আব্বাস (রাঃ) গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারিণী মহিলাদেরকে ছিয়ামের ফিদইয়া আদায় করতে বলতেন।[২২] (ঘ) মৃত ব্যক্তির ছিয়ামের ক্বাযা তার উত্তরাধিকারীগণ আদায় করবেন অথবা তার বিনিময়ে ফিদইয়া দিবেন।[২৩]

১৫. আহমাদ, ইবনু মাজাহ, তিরমিযী, মিশকাত হা/২০৯১।
১৬. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮১৫, ১৮১৬।
১৭. আহমাদ, আবুদাউদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৪৪১।
১৮. আলোচনা দ্রষ্টব্যঃ নায়লুল আওত্বার ৪/২৫৩-৫৬ পৃঃ।
১৯. নিসা ৯২, মুজাদালাহ ৪।
২০. নায়ল ৫/২৭১-৭৫, ২৮৩, ১/১৬২ পৃঃ।
২১. তাফসীরে ইবনে কাছীর ১/২২১।
২২. নায়ল ৫/৩০৮-১১ পৃঃ।
২৩. নায়ল ৫/৩১৫-১৭ পৃঃ।

ছিয়াম সাধনাঃ আত্মশুদ্ধি কামনা

*মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ**

'রামাযান' মূলতঃ আরবী বারো মাসের একটি মাস। এ মাসটি অত্যন্ত মহিমান্বিত। এ মাসে ছিয়াম সাধনার মাধ্যমে বান্দা লাভ করতে পারে আত্মশুদ্ধি। যেমন আল্লাহ বলেন, 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের উপর ছিয়াম ফরয করা হ'ল, যেমনিভাবে ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর, যেন তোমরা মুত্তাক্বী হ'তে পার' *(বাক্বারাহ ১৮৩)*। মানুষ নিজেকে আপন সৃষ্টিকর্তার প্রতি বিনয়ের সাথে পেশ করার এবং আল্লাহভীতি প্রদর্শনের গৌরবোজ্জ্বল এ মাসের মহিমা সত্যিই চমৎকার।

রামাযান এমন একটি মাস যে মাসে মুসলমানদের সবচেয়ে বড় সম্পদ মহাগ্রন্থ আল-কুরআন নাযিল করা হয়েছে। পৃথিবীর মানুষকে সঠিক পথে পরিচালনার মহৎ উদ্দেশ্যে নাযিলকৃত এই কুরআন সম্পর্কে আল্লাহপাক নিজেই বলেন, 'রামাযান এমন একটি মাস, যে মাসে কুরআন নাযিল করা হয়েছে। যে কুরআন মানুষের জন্য হেদায়াত, হেদায়াতের নিদর্শন এবং সত্য-মিথ্যার পার্থক্য সৃষ্টিকারী' *(বাক্বারাহ ১৮৫)*। একজন মুসলমান রামাযানের এই অবারিত সুযোগকে সাধনা হিসাবে কাজে লাগিয়ে জীবনকে স্বার্থক করতে পারেন। সফল করতে পারেন জীবনের উদ্দেশ্যকে। রামাযানের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে, বান্দা যেন আল্লাহ্র কাছে নিজেকে সমর্পণ ও নিবেদন করতে পারে। এই মাস প্রতিবছর এ উদ্দেশ্যেই আগমন করে।

আত্মশুদ্ধি অর্জনের নিমিত্তে আগ্রহীদের জেনে নেয়া দরকার যে, মনোদৈহিক পবিত্রতা অর্জন করে আল্লাহ্র প্রিয় বান্দা হওয়ার জন্য ছিয়াম একটি কার্যকর ব্যবস্থার নাম। এতে কি পরিমাণ মুনাফা রয়েছে, তার বর্ণনায় মহানবী (ছাঃ) বলেন, 'ছিয়াম একমাত্র আল্লাহ্র জন্য এবং ছিয়াম পালনকারীদের পুরস্কার আল্লাহ নিজ হাতেই প্রদান করবেন'।[১]

অন্য একটি হাদীছে রয়েছে, اَلصِّيَامُ جُنَّةٌ অর্থাৎ 'ছিয়াম হ'ল ঢাল স্বরূপ'।[২] সত্যিই জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার জন্য ঢাল হিসাবে ব্যবহৃত হবে ছিয়াম। জাহান্নাম থেকে বাঁচার ক্ষেত্রে দুনিয়া ও আখিরাতে ছিয়ামের রয়েছে এক কার্যকর ভূমিকা। ছিয়ামের গুরুত্ব ও তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করলে বিষয়টি আরো পরিচ্ছন্ন হবে।

* *বুড়িচং, কুমিল্লা।*
১. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৫৯ 'ছাওম' অধ্যায়।*
২. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৫৯।*

ছিয়ামের মাধ্যমে মানুষ তাক্বওয়া বা পরহেযগারিতা অর্জন করতে সক্ষম হয়। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য তাঁরই হুকুমে স্বীয় কু-প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়। ছিয়াম মানুষের মধ্যে আল্লাহভীতি জাগ্রত ও সতেজ করে তোলে। ছিয়াম ফরয করার আসল লক্ষ্যই হচ্ছে মানুষের মধ্যে তাক্বওয়ার গুণ সৃষ্টি করা। ইবাদতের অনুভূতি সৃষ্টি করে ছিয়াম মানুষের চেতনায় আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব স্বীকারের অঙ্গীকারকে সুদৃঢ় করে। মানুষ আপন স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচারিতাকে আল্লাহ্‌র কাছে সমর্পণ করে ছিয়াম পালনের মাধ্যমে আল্লাহকে সর্বোচ্চ হুকুমদাতা স্বীকার করে নিয়ে দিনের বেলায় পানাহার ও ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি হ'তে বিরত থাকে।

ছিয়াম মানুষের মধ্যে ইবাদতের অনুভূতি সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্‌র হুকুমের আনুগত্য করারও শিক্ষা দেয়। আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব এবং প্রভুত্ব স্বীকার করে তাঁর নির্দেশ মোতাবেক আমল করা অত্যন্ত যরূরী। ছিয়ামের মাধ্যমে মহান আল্লাহ্‌র হুকুমের বাস্তব আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। আল্লাহ্‌র আনুগত্য সবধরনের আনুগত্যের উপরে বিজয়ী হয়। সারা মাসব্যাপী এমন অবস্থায় মানুষ চলে, যেন তার মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্যও আল্লাহ্‌র অনুমতি গ্রহণ করতে হয়। মাসব্যাপী দীর্ঘ প্রশিক্ষণ ও অনুশীলন দ্বারা ছায়েমের অন্তরে আল্লাহ্‌র বিধানের আনুগত্য ও অনুসারী হওয়ার অনুভূতি পাথরে খোদাইয়ের মত খোদিত হয়ে যায়।

ছিয়ামের ছওয়াব ও প্রতিদানের কোন সীমা-পরিসীমা নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'মানুষের প্রতিটি সৎ আমলের নেকী দশ থেকে সাত'শ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। আল্লাহ বলেন, কিন্তু ছিয়াম ব্যতীত। কেননা এটি আমার জন্য। আর আমি এর প্রতিদান দেব।[৩]

মহান আল্লাহ রামাযান মাসে পবিত্র কুরআন নাযিল করেছেন। আর এ মাসেই ফরয করেছেন ছিয়াম। উদ্দেশ্য কুরআনে দেয়া বিধানকে মাসব্যাপী ছিয়াম সাধনার মাধ্যমে ছায়েমগণ পরিপূর্ণ অনুশীলন করবে। ছিয়াম একটি ব্যক্তিগত ও নীরব ইবাদত। কিন্তু ছিয়ামের জন্য একটি নির্দিষ্ট মাস বরাদ্দ করায় ব্যক্তিগত কাজের পরিবর্তে সামাজিক কাজের রূপ দিয়ে ছিয়ামের উপকারিতা ও ফায়দাকে সীমাহীন করে দেয়া হয়েছে।

ছিয়াম সংযম শিক্ষার একটি শ্রেষ্ঠ উপায়। ছিয়াম রাখার মাধ্যমে মানুষ নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সব ধরনের পানাহার, প্রবৃত্তির তৃপ্তি, ঝগড়া-বিবাদ, ফেতনা-ফাসাদ হ'তে বিরত থাকে। এমনকি যদি কেউ তাকে মারতেও আসে, তবে সে শুধু এতটুকুই বলবে যে, 'আমি ছায়েম'।[৪]

৩. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৫৯ 'ছাওম' অধ্যায়।*
৪. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৫৯।*

সংযম শিক্ষার এমন উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা আর কোন ইবাদতে নেই। ছিয়ামের মাধ্যমে মানুষ আত্মসংযমের যে মহান শিক্ষা লাভ করে সমাজ জীবনে তার গুরুত্ব অপরিসীম।

মানুষের নৈতিক চরিত্র গঠনে ছিয়াম বিশেষভাবে সাহায্য করে। ছিয়ামের মাধ্যমে মানুষের মনে আল্লাহভীতি বা তাক্বওয়া সৃষ্টি হয়। যা মানুষকে আত্মসংযমী ও আত্মশুদ্ধিতে উদ্বুদ্ধ করে। তাক্বওয়া হচ্ছে নৈতিক চরিত্রের জীবনীশক্তি। ছিয়ামের মাধ্যমে সমাজ ও ব্যক্তি এক মহান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হ'তে পারে। এজন্য আল্লাহ মানব জাতির উপরই ছিয়াম ফরয করেছেন। ব্যক্তি চরিত্র পরিবর্তন ও আলোকিত মানব সম্পদ সৃষ্টিতে ছিয়ামের ভূমিকা অনন্য। স্বেচ্ছাচারিতা ও যাবতীয় পাপাচার থেকে বিরত রাখতে রামাযান মাস পালন করে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা।

রামাযান মাস যেন মঙ্গল, কল্যাণ, পবিত্রতা এবং তাক্বওয়ার মৌসুম। এর আল্লাহভীতি এবং কল্যাণপ্রীতির ভাবধারা গোটা সমাজকে আচ্ছন্ন করে তোলে। এ সময় গুনাহর কাজ করতে মানুষ লজ্জা পায়। প্রতিটি লোক গুনাহ ও পাপকার্য হ'তে বিরত থাকতে পরস্পরকে সাহায্য করে। মহানবী (ছাঃ) বলেন, 'যখন রামাযান মাস আসে তখন জান্নাতের দরজা সমূহ খুলে দেয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজা সমূহ বন্ধ করে দেয়া হয় আর শয়তানদেরকে শৃঙ্খলিত করা হয়'।[৫]

মাহে রামাযান মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের অনুভূতি জাগ্রত করে। ছিয়াম রাখার মধ্য দিয়ে মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্ক, বন্ধুত্ব, একাত্মতা ও ভ্রাতৃত্বের গভীর বন্ধন সুদৃঢ় হয়।

সমস্ত লোক মিলে এক আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য ছিয়াম রাখার মাধ্যমে নিজেদের কলুষমুক্ত ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে। ছিয়াম নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সকল মানুষকে একই সমতলে নিয়ে আসে। কয়েক ঘণ্টার জন্য ধনী ও ভোগবিলাসী ব্যক্তিকেও এমন অবস্থায় নিয়ে আসে, যে অবস্থা একজন ভুখা-নাংগা মানুষের উপর আপতিত হয়ে থাকে। ফলে সে গরীব লোকটির দুঃখ-দুর্দশা হাড়ে হাড়ে অনুভব করতে পারে। এভাবে ছিয়াম মানুষের মধ্যে সমবেদনা ও সহানুভূতির মনোভাব সৃষ্টি করে।

রামাযান শেষে ফিৎরা দান ইসলামের অন্যতম নির্দেশ। আর্থিক দানের ফলে ছিয়ামের ত্রুটি-বিচ্যুতি মাফ হয়ে যায়। ধনী ও স্বচ্ছল ব্যক্তিরা দরিদ্র ব্যক্তিদেরকে ফিৎরার অর্থ দান করে। এছাড়া ছিয়ামের মাসে দান-খয়রাতে অধিক ছওয়াব বিধায় এ মাসেই দানশীল ব্যক্তিরা বেশী বেশী দান করেন। এসব দান অসহায় গরীবদের জীবনে কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য বয়ে আনে আর ধনীর সম্পদকে করে পবিত্র।

৫. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৫৬।*

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ছওয়াবের আশায় রামাযান মাসে ছিয়াম পালন করে, তার পূর্বেকার সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়'।[৬] তিনি আরো বলেন, 'যে ব্যক্তি রামাযান পেলো, অথচ তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করিয়ে নিতে পারল না, তার মত হতভাগা আর কেউ নেই'।[৭]

মানুষকে আলোকিত করতে হ'লে রামাযানের শিক্ষাকে কাজে লাগাতে হবে। রামাযানের ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশে মানুষের মনও নরম থাকে। অধিক ছওয়াবের উদ্দেশ্যে মানুষ ইবাদত-বন্দেগীতে মশগূল থাকে। অন্যান্য সময়ের চেয়ে তখন ছালাত আদায়কারীর সংখ্যা, কুরআন তেলাওয়াতকারীর সংখ্যা বেড়ে যায়। মুসলিম জনপদের পুরো পরিবেশের মধ্যেই যেন একটা রহমতের ছাপ লক্ষ্য করা যায়। অতএব আমাদের সকলকে আসন্ন রামাযান মাসের ছিয়াম পালনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে এবং নিম্নোক্ত করণীয়গুলি পালনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হ'তে হবে।

রামাযান মাসে আমাদের করণীয়ঃ

১. যথাযথভাবে ছিয়াম পালন করতে হবে এবং মিথ্যা কথা ও কাজ সর্বোতভাবে পরিহার করতে হবে।

২. হিংসা, গীবত ও পরচর্চার হিংস্র ছোবল থেকে আত্মরক্ষার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

৩. ছালাত সমূহ জামা'আতের সাথে আদায়ের জন্য প্রাণপন চেষ্টা করতে হবে।

৪. কুরআন তেলাওয়াত এবং অর্থ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা আয়ত্ত করতে হবে। কুরআন প্রচার ও বিস্তারের উদ্দেশ্যে মানুষের কাছে আলোচনা উপস্থাপন করতে হবে।

৫. নিজের যাবতীয় পাপাচারের কথা স্মরণ করে আল্লাহ্র নিকটে বার বার ক্ষমা চাইতে হবে।

৬. বেশী বেশী দান-খয়রাত, ছাদাক্বা করতে হবে।

৭. সিনেমা, গান, নাটক ও অশ্লীল পত্র-পত্রিকা ও সাহিত্য থেকে বিরত থেকে ঈমান রক্ষায় সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে।

৮. বেশী বেশী কুরআন-হাদীছ ভিত্তিক ধর্মীয় বই অধ্যয়ন করতে হবে।

৯. জান্নাতে 'রাইয়ান' দরজা দিয়ে প্রবেশ করার অনুমতি লাভ এবং আকুতি মিনতির মাধ্যমে আল্লাহ্র রেযামন্দী হাছিলের সর্বোত্তম চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

১০. দিনের পুরোটা অংশ পবিত্র থাকার চেষ্টা করতে হবে। কামভাব, কামদৃষ্টি, কু-কর্ম ও কু-রুচির পরিচায়ক এমন সব কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে।

১১. আত্মশুদ্ধির মহান উদ্দেশ্যে নিবেদিত বান্দার বাকী এগার মাসের জন্য ট্রেনিং সেশন হ'ল এই রামাযান। সুতরাং আমলে-আখলাকে ছাহাবীদের আদর্শ ধারণ করার প্রচেষ্টা করতে হবে।

১২. ঈদ সমাগত হ'লে ছোট-বড়, ধনী-গরীব, স্বাধীন-দাস, নারী-পুরুষ সকলের জন্য এক 'ছা' করে ফিৎরা আদায় অপরিহার্য।

১৩. ধনী-গরীবের বৈষম্য রোধে এবং ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করে নেওয়ার জন্য প্রত্যেককেই তার পক্ষ থেকে সদিচ্ছা প্রদর্শন করতে হবে।

১৪. পর্দার বিধান পালন, দাঁড়ি রাখা, অল্পে তুষ্ট থাকা ও হালালে অভ্যস্থ হওয়ার সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে।

১৫. আত্মশুদ্ধির জন্য নীরবে-নিভৃতে চিন্তা করতে হবে। আশাব্যঞ্জক কাজের জন্য আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় এবং ক্রমান্বয়ে ভাল কাজ করার তাওফীক্ব কামনা করতে হবে।

১৬. একা কেউ ভাল হ'তে চাইলেও সমাজ তাকে খারাপ হ'তে বাধ্য করে অথবা খারাপ বলেই স্বীকৃতি দেয়। সুতরাং ব্যক্তিগত জীবনে সৎ ও ভাল মানুষ হওয়ার পাশাপাশি নিজের সমাজটাকে আল্লাহ্র অহি-র আলোকে ঢেলে সাজানোর সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে।

১৭. মারামারি, আমানতে খেয়ানত, ওয়াদা ভঙ্গ, ঝগড়া, গালাগালি, প্রতারণা, গন্ডগোল থেকে বিরত থেকে রামাযানের মাহাত্ম্যকে আদর্শের মাধ্যমে জনসমক্ষে তুলে ধরতে হবে।

১৮. সাধারণ মাস হিসাবে আত্মশুদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় সব ধরনের চেষ্টা করতে হবে। তবে শির্কমুক্ত ঈমান ও বিদ'আতমুক্ত আমলের চর্চায় মশগূল থাকাই বুদ্ধিমান মুসলমানের কাজ।

পরিশেষে রহমত ও মাগফিরাতের এই মহিমান্বিত মাসের পবিত্রতা রক্ষার স্বার্থে মুসলিম হোটেল ব্যবসায়ীদেরকে হোটেল না খুলে সহযোগিতার অনুরোধ করছি। বাস্তব অনুভূতি নিয়ে কুরআন-হাদীছ চর্চা করে আদর্শ চরিত্র গঠনের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধির পথকে আরো বেশী সমৃদ্ধশালী করতে হবে। আল্লাহ আমাদের তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!!

৬. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৫৮।*
৭. *তিরমিযী, সনদ ছহীহ মিশকাত হা/৯২৭।*

প্রসঙ্গঃ বাউল সাধনা

*গোলাম রহমান**

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বাউলদের সাধনাঃ

বাউলদের সাধনা বড় বিচিত্র। ধর্ম যাদের নিকটে একেবারেই তুচ্ছ, আর অজ্ঞ, মূর্খ ও উন্মাদ একজন গুরুই যাদের পূজ্য, তাদের সাধনা আবার কতটুকু আদর্শপূর্ণ হবে? ঊনবিংশ শতাব্দীতে যৌন-যৌগিক প্রক্রিয়া এবং এরূপ আরো গর্হিত ক্রিয়াকলাপ এই সম্প্রদায়ের মধ্যে অসংখ্য সাধারণ প্রথায় পরিণত হয়। দলে দলে অশিক্ষিত ব্যক্তি স্বেচ্ছাচারী ও মুক্ত জীবন লাভের আশায় 'বাউল' বনে যায়। তাদের কু-কীর্তির ফলে সমাজ জীবন বিষাক্ত হয়ে ওঠে *(বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস)*।

বাউল লালনশাহ কখনও কুরআন ও হাদীছের ধার ধারেননি। ছালাত-ছিয়ামে বিশ্বাসীও ছিলেন না। তিনি তার শিষ্যদের কেবল একতারা ও গান শিক্ষা দিয়েছেন। সারাজীবন তিনি সাধনসঙ্গিণী নিয়ে থেকেছেন, যা সরাসরি ব্যভিচার। লালন তার ভাববাদী কথাবার্তায় প্রচলিত সব ধর্মকে অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করেছেন।[১৯]

আধুনিক বাংলাদেশের বিশিষ্ট কবি ও ভাষাবিদ কুষ্টিয়া সরকারী কলেজের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন সভাপতি এক সময়ের একনিষ্ঠ লালনভক্ত অধ্যাপক আবু জাফর লালন সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য দিয়েছেন। প্রসঙ্গক্রমে এখানে তার দু'একটি বক্তব্য তুলে ধরা হ'ল- লালন তার কিছু গানে সাম্যের কথা বললেও তার গানের একটি বিরাট অংশ খুবই গর্হিত ও বিকৃত যৌনাচারের রূপক স্বরূপ। তার মতে, লালন আসলে গানের নামে ছূফীতত্ত্ব ও মরমিয়া আধ্যাত্মিকতার নামে পর্ণোগ্রাফির দক্ষ কুশলী উপস্থাপক ছিলেন। গুপ্ততত্ত্বের ছদ্মাবরণে লালন দেহতত্ত্বের নামে এক কদর্য যৌনাচারের ইঙ্গিত দিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, বাউলদের এক অংশ এখন লাউয়ের খোল নিয়ে গেরুয়া পরিধান করে সাধনসঙ্গিনী নিয়ে ভিক্ষা করে বেড়ায়। অধ্যাপক আবু জাফরের মতে 'লালন একটি চিরস্থায়ী ফিতনা'।[২০]

বলা চলে মুসলিম সমাজ ও সংস্কৃতিতে পৌত্তলিকতা ও বিধর্মী ভাবধারার অনুপ্রবেশ যতটুকু অবশিষ্ট ছিল, তা পরিপূর্ণ করে দেয় এই শ্রেণীর ভণ্ড পীর-ফকীরের দল। ধর্মের নামে এরা বৈষ্ণব বামাচারী তান্ত্রিকদের অনুকরণে যৌন অনাচারের আমদানী করে। আউল, বাউল, কর্তাভজা, সহজিয়া প্রভৃতি হচ্ছে হিন্দু বৈষ্ণব ও চৈতন্য সম্প্রদায়ের মুসলিম সংস্করণ, যাতে করে সাধারণ অজ্ঞ মুসলমানদেরকে বিপথগামী করা যায়। এদের মধ্যে বাউল সম্প্রদায় সর্বাপেক্ষা জঘন্য ও যৌন প্রবণ। মদ্যপান, নারী-পুরুষে অবাধ মিলন এদের সকল সম্প্রদায়েরই সাধন পদ্ধতির মধ্যে অনিবার্যরূপে শামিল। তবে বাউলরা তান্ত্রিক বামাচারীদের ন্যায় অবাধ সংগমকে 'যৌন পূজা' বা 'প্রকৃতি পূজা' রূপে জ্ঞান করে। মাওলানা আকরম খাঁ বলেন, 'কুরআন মজীদের বিভিন্ন শব্দ ও মূলতত্ত্বের যে ব্যাখ্যা এই সমস্ত শয়তান নেড়া ফকীরের দল দিয়েছে তাহা অদ্ভুত' *(মুসলিম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস)*।

মানুষ অবৈধ যৌন সংগমে ভীত-সন্ত্রস্ত হয় এবং পাপের ভয়ে লজ্জা ও সংকোচ অনুভব করে। কিন্তু ধর্মের নামে স্বয়ং যদি ঘোষণা করে যে, এ কাজ পাপের নয়, পুণ্যের তাহ'লে মানুষ এ পথে আকৃষ্ট হবে না কেন? একশ্রেণীর লম্পট পাপাচারী লোক ধর্মের নামে এভাবেই অজ্ঞ ও মূর্খ মানুষকে ফাঁদে ফেলে প্রতারিত ও বিপদগামী করছে *(আব্বাস আলী খান, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস)*।

বাউল যোগী দরবেশদের সাধনা সম্পর্কে মাওলানা আবু তাহের বর্ধমানী (রহঃ) লিখেছেন, 'বাউল ছূফী দরবেশ বা বাউল যোগীদের সাধনা বড় বিচিত্র সাধনা। এদের সাধনা প্রণালী এত জঘন্য, ঘৃণিত ও ন্যক্কারজনক যে, তা বর্ণনা করতেও লজ্জা পাচ্ছি। পাঠকও পাঠ করতে ঘৃণাবোধ করবেন। অক্ষয় কুমার দত্তের লেখা 'ভারতীয় উপাসক সম্প্রদায়' পুস্তকের ১৭২ পৃষ্ঠায় লেখা রয়েছে বাউল ফকীররা নিজেদের সাধন ভজনের কথা যার তার কাছে প্রকাশ করে না। তাদের বক্তব্য হচ্ছে, 'আপন ভজন কথা না কহিবে যথা তথা' *(আবু তাহের বর্ধমানী, সাধু সাবধান)*।

অধ্যাপক মনছুর উদ্দীন তাঁর 'হারামণির' ৭ম খণ্ডের ভূমিকায় লিখেছেন 'বাউল সাধনা মাতৃতান্ত্রিক সাধনা। এই মাতৃতান্ত্রিক সাধনার ভিত্তিমূল হইতেছে যাদুবিদ্যা এবং যাদুবিদ্যা তখনই প্রসার লাভ করে যখন সমাজ অজ্ঞ ও কৃষিনির্ভর থাকে। যাদু শক্তি বা Magic power অসম্ভবকে সম্ভব করে। এই বিশ্বাসই যাদুবিদ্যার প্রচার বা প্রসারে সাহায্য করে'। অন্যত্র তিনি লিখেছেন, 'বাউল সাধনা যৌন ভিত্তিক ও যাদু বিশ্বাস ভিত্তিক সাধনা'।[২১]

উপরোক্ত তথ্য থেকে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, বাউল যোগী দরবেশরা যাদু বা ম্যাজিক বিদ্যার তেলেসমাতি খাটিয়ে মানুষকে বসে এনে তারপর তাদের কাছে সাধন প্রণালীর কথা ব্যক্ত করে থাকে। তবে তাদের একমাত্র সাধনাই হ'ল মানবদেহের সাধনা। মানবদেহের বাইরে তারা কোন কিছুরই অস্তিত্ব খুঁজে পায় না। আল্লাহ বলতে এই মানবদেহ; রাসূল বলতেও মানবদেহ, বেহেশত-দোজখ, আসমান-যমীন, গ্রহ-নক্ষত্র, আগুন-পানি, ব্রহ্মা ও ভগবান বলতেও এই মানবদেহ। মক্কা-মদীনা, পর্বত, সাগর, কাশী, বৃন্দাবন বলতেও এই মানবদেহ। মানবদেহের পূজা অর্চনাই হ'ল ওদের মূল সাধনা।

অক্ষয় বাবু লিখেছেন, 'সবকিছু মানবদেহের মধ্যেই; অতএব নরদেহ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র তাঁহার অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজন নাই।

কারে বলবো কে করবে তা প্রত্যয়
আছে এই মানুষে সত্য নিত্য চিদানন্দময়।

---

* শিক্ষক, হোসেন বিশ্বাস সালাফিয়া মাদরাসা, নাটোর।

১৯. *ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকা, ৪৪ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃঃ ২৩১।*

২০. *ঐ, পৃঃ ২৩৩।*

২১. *হারামণি ৭ম খণ্ডের ভূমিকা দ্রষ্টব্য, পৃঃ ৬।*

যাহা আছে ভাণ্ডে
তা আছে ব্রহ্মাণ্ডে'।

তিনি আরো লিখেছেন, 'মানবদেহে বিরাজমান পরম আরাধ্যের প্রতি প্রেমানুষ্ঠানই এই বাউল ছূফী যোগীদের মুখ্য সাধন। নর-নারীর প্রেমেই ঐ প্রেম পর্যাপ্ত হয়। অতএব স্ত্রীলোকের সাধনাই ইহাদের প্রধান সাধন। ইহারা এক একটি স্ত্রীলোক লইয়া বাস করে এবং সেই স্ত্রীলোকের সাধনেই চিরদিন প্রবৃত্ত থাকে। উহা অন্যের জানিবার উপায় নাই। জানিলেও পুস্তকে সবিশেষ বিবরণ করা সঙ্গত নয়। এদের মধ্যে 'চারিচন্দ্র ভেদ' নামে একটি ক্রিয়া আছে। লোকে ঐ ক্রিয়াকে অতিমাত্রা বীভৎস ব্যাপার মনে করিতে পারে, কিন্তু বাউল দরবেশরা উহা পরম পবিত্র, পুরুষার্থ সাধন বলিয়া বিশ্বাস করেন। তাহারা কহেন, লোকে ঐ চারিচন্দ্রকে অর্থাৎ শোনিত, শুক্র, মল ও মূত্র এই চারিটি দেহ নির্গত পদার্থকে পুনরায় দেহ মধ্যে প্রবেশ করাইতে হইবে। শুনিতে পাই, এ সম্প্রদায়ের মধ্যে মৃত মানুষের মাংস ভোজন ও শবের বস্ত্র সংগ্রহ করিয়া পরিধান করা প্রচলিত আছে। যদিও ইহারা অনেক বিষয়ে সংগোপনে লোকবিরুদ্ধ কর্ম করিয়া থাকে, কিন্তু লোকসমাজে কিছু কিছু লোকাচার অবলম্বন করিয়াও চলে। এদের নীতিই হ'ল-

লোক মধ্যে লোকাচার
সৎ গুরু মধ্যে একাচার।

এদের গানে যে লতা ও ত্রিবেনী শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়, তার এক বিশেষ তাৎপর্য আছে। অভিধান খুললে এর তাৎপর্য জানা যায় না। বাউল বা তান্ত্রিক সাহিত্যে লতার পারিভাষিক অর্থ হ'ল নারীযৌনাঙ্গ।[২২]

বাউল দরবেশদের মধ্যে 'লতাসিদ্ধি' বলে একটি কাণ্ড আছে। উক্ত ফকীরদেরকে ছালাতের কথা বললে তারা উত্তর দেয়, ইবলীস সব জায়গায় সিজদা করেছে আমরা সিজদা করব কোথায়? তাহ'লে কোথায় সিজদা করতে হবে- এই কথাটা আর সহজে বলবে না। তবে শিষ্য হয়ে একান্ত ভক্ত হ'তে পারলে তখন বলবে, ইবলীস ঐ একটা জায়গায় বাদ রেখেছে ওখানেই সিজদা করতে হবে। ওটা হ'ল ঐ 'লতা'। বাউল ছূফীরা এভাবেই লতাসিদ্ধি পালন করে থাকে (সাধু সাবধান)।

উপরোক্ত নাতিদীর্ঘ আলোচনা থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে, কপোল-কল্পিত ও প্রতারণামূলক এমন একটা সম্প্রদায় হ'ল বাউল, যা মানুষকে অসভ্য, বর্বর, রুচিহীন নরপশুতে পরিণত করে। হিন্দু মুসলমান একাকার করে এরা ইসলামকে চরম বিকৃত রূপ দান করেছে। অতএব এদের এই সমস্ত জঘন্য আক্বীদা-বিশ্বাস ও নোংরা কর্মকাণ্ড থেকে নিজেদেরকে যেমন বিরত রাখতে হবে তেমনি এই ভণ্ডামির বিরুদ্ধে প্রতিরোধও গড়ে তুলতে হবে। ইসলামে এ সমস্ত ভণ্ডামীর স্থান নেই। বরং ইসলামী বিধান মতে এই যৌন নোংরামির জন্য সরকারীভাবে রজম করে নির্মূল করা উচিৎ। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সঠিক পথের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!!

২২. দ্রঃ শ্রীদেব প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের লোকায়ত দর্শন, পৃঃ ৩০।

লেবানন পুড়ছে, বুশ হাসছে

*মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান**

মধ্যপ্রাচ্যের দেশ লেবানন। রাজধানী বৈরুত। ১৯৪৩ সালে দেশটি স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯৪৫ সালের ২৪শে অক্টোবর জাতিসংঘের সদস্য হয়। আয়তন ১০,৪০০ বর্গকিলোমিটার। লোকসংখ্যা ৩৬ লাখ। ভাষা আরবী ও ফারসী। ধর্মীয় অবস্থা মুসলিম ৭০%, খৃষ্টান ৩০%। শিক্ষার হার ৮৫.৬%। স্বাধীন এ রাষ্ট্রটির উপর বরাবরই শিকড়হীন সন্ত্রাসী রাষ্ট্র ইসরাঈলের লোলুপ দৃষ্টি ছিল। ইতিপূর্বে ১৯৭৫ সালে ইসরাঈল সেখানে যুদ্ধ শুরু করেছিল ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত একটানা যুদ্ধ চালানোর পর যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা হয়। বর্তমানে ইসরাঈলের আক্রমণে লেবানন মারাত্মকভাবে বিপর্যস্ত। দু'জন সৈন্যের অপহরণকে কেন্দ্র করে সেখানে চালানো হচ্ছে বর্বরোচিত ধ্বংসযজ্ঞ। একের পর এক বিমান হামলার মাধ্যমে লেবাননের পুরো অবকাঠামোকে ধ্বংস করার জঘন্য জঙ্গি খেলায় মেতে উঠেছে বর্বর ইসরাঈল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কিছু ইতিহাস আমাদের জানা দরকার। এই যুদ্ধে জার্মানীর এডলফ হিটলার এবং ইতালীর বেনেট মুসুলীনি অর্থাৎ নাৎসী ও ফ্যাসিষ্টরা (১৯৩৮-১৯৪৫) গোটা বিশ্বকে নাড়া দিয়েছিল। তাদের অভ্যুত্থান মিত্রশক্তি তথা বৃটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা ও রাশিয়াকে চরমভাবে ভাবিয়ে তুলেছিল। ইহুদীদের চরিত্র ইতালীর ফ্যাসিষ্টদের মতই। ফ্যাসিষ্টরা যুদ্ধপ্রিয় এবং হিংসাত্মক মতবাদ পোষণকারী। তারা শান্তিতে বসবাস করতে মোটেই প্রস্তুত নয়। তাদের মতে দুর্বল ও ভীরু জাতিই কেবল শান্তিতে বসবাস করতে চায়। যুদ্ধের মধ্যেই মানুষের শৌর্য-বীর্য ও মহত্ত্ব বিকশিত হয়। মুসুলীনি স্বদম্ভে ঘোষণা করেছিল, 'মা হওয়া যেমন নারীর বৈশিষ্ট্য, ঠিক তেমনি পুরুষের স্বভাবজাত ধর্ম হচ্ছে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া' *(মিজানুর রহমান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, পৃঃ ১৭৫)*। তারা মনে করে যে, যদি দেশের জনগণকে যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি উন্মাদনাময় কাজে সর্বদা ব্যস্ত রাখা যায় তাহ'লে তারা নিজেদের মধ্যকার অন্তর্দ্বন্দ্ব ও ঝগড়া-বিবাদ থেকে দূরে থাকবে।

নাৎসীরাও ফ্যাসিষ্টদের মতই যুদ্ধবাজ। তাদের বিশ্বাস হ'ল, যুদ্ধ ছাড়া কোন জাতির উন্নতি ও অগ্রগতি সম্ভব নয়। হিটলার জার্মানদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল করে দিয়েছিলেন যে, জার্মানরা খাঁটি আর্য জাতির বংশধর হিসাবে সমস্ত বিশ্বে তাদের নিরঙ্কুশ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্যই জন্মগ্রহণ করেছে। তাই জার্মানরা হিটলারের উদ্দীপক বাণীতে উদ্বুদ্ধ হয়ে সমস্ত বিশ্ব দখলের অপচেষ্টায় শান্তিকামী বিশ্ববাসীকে এক রণোন্মত্ত বিভীষিকাময়

* এম,এ (রাষ্ট্রবিজ্ঞান); সাধুর মোড়, রাজশাহী।

অভিশাপের রাজ্যে ফেলে দিয়েছিল। ইহুদী জাতিকে নির্মূল করার জন্য নাৎসীদল অমানুসিক বর্বরতার আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। তাদের মতে পৃথিবীতে কোন ছোট ছোট দুর্বল রাষ্ট্রের টিকে থাকার অধিকার নেই।

হিটলারের সেই প্রেতাত্মা এখন ভর করেছে ইসরাঈলের উপর। হিটলারের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছে ইসরাঈল। তার অন্যতম মদদদাতা হচ্ছে এযুগের আরেক হিটলার যুদ্ধবাজ বিশ্ব সন্ত্রাসী বুশ। একের পর এক বিমান হামলার মাধ্যমে লেবাননের পুরো অবকাঠামো যখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা হচ্ছে, তখন তথাকথিত বিশ্ব শান্তির অগ্রদূত (?) বুশ ক্রূর হাসি হেসে ইসরাঈলের এই মহৎ (?) কর্মে সায় দিয়ে যাচ্ছে। নির্লজ্জের মত বলছে, আত্মরক্ষার অধিকার ইসরাঈলেরও আছে। বুশের মতে এই সহিংসতার জন্য নাকি হিজবুল্লাহ, হামাস, সিরিয়া এবং ইরান দায়ী। অথচ বিশ্ববাসী যুগের পর যুগ ধরে প্রত্যক্ষ করে আসছে কিভাবে অন্যের জাগয়া দখল করে জারজ ইসরাঈল রাষ্ট্র মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে দমন-নিপীড়ন চালিয়ে আসছে। কিন্তু এদিকে আমেরিকার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় না। ইসরাঈল যদি একশ' ফিলিস্তীনীকেও হত্যা করে তবুও আমেরিকার কাছে সন্ত্রাসীরা নিরপরাধ। অপরদিকে ফিলিস্তীনীরা একজন ইসরাঈলীকে সামান্য আহত করলেই আমেরিকার কাছে ওরা হয়ে যায় ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসী। মূলতঃ আমেরিকার লাগামহীন সমর্থন পেয়েই পুরো বিশ্বকে বুড়ো আঙ্গুল দেখানোর সাহস পেয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের বিষফোঁড়া এই রাষ্ট্রটি।

বর্তমান বিশ্বে গোঁড়ামিতে ভরা নির্মম এক দখলদার শক্তির নাম ইসরাঈল। ফিলিস্তীনীরা চেহারা, ধর্ম-বর্ণ ও আচার-আচরণে সম্পূর্ণ আলাদা। সেকারণ ইসরাঈল ফিলিস্তীনীদের মানুষের মর্যাদা দেয় না। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ও কংগ্রেসের সমর্থন সবসময়ই যালেম ইসরাঈলের পক্ষে। পরমাণু শক্তিধর এই রেসিষ্ট জাতির পাশবিক ভূমিকা তাদের মহান বন্ধু আমেরিকা কোন শর্ত ছাড়াই অনুমোদন করেছে। লেবানন সঙ্কট প্রসঙ্গে আমেরিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী কন্ডোলিৎসা রাইস বলেছিল, রাজনৈতিক শর্ত ছাড়া লেবাননে তাৎক্ষণিক যুদ্ধবিরতির কোন অর্থ হয় না। তার এ বক্তব্য থেকেই 'কানা' গ্রামে শিশুদের নির্মমভাবে হত্যা করার সবুজ সংকেত পেয়ে যায় ইসরাঈল। এই রাইসই গত বছর বলেছিল, আমেরিকাই ইসরাঈলের সবচেয়ে বড় বন্ধু ও সমর্থক। দেশ দু'টোর মধ্যে মিলও অনেক। দুই দেশই মানুষের সহজাত স্বাধীনতা ও মর্যাদা দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। প্রশ্ন হ'ল- মানুষের প্রতি রাইস ও বুশের যদি সত্যিই এতো ভক্তি ও ভালবাসা থাকতো, তাহ'লে অনতিবিলম্বে তারা ইসরাঈলের খুনি হামলা বন্ধের নির্দেশ দিতেন। অথচ তা না করে বরং ইসরাঈলকে হত্যার নেশায় মেতে ওঠার সুযোগ করে দিলেন।

ইসরাঈল পরমাণু শক্তিধর দেশ হ'লে আমেরিকার কোন মাথা ব্যাথা নেই। কোন আমেরিকান প্রশাসন এ নিয়ে সামান্য 'টু' শব্দটিও করছে না। কিন্তু যখনই ইরান পারমাণবিক পরীক্ষা চালানোর প্রস্তুতির কথা বলে তখনই সর্বশক্তি দিয়ে এরা বাধা দেয় এবং সর্বোচ্চ হুমকি প্রদান করে। আমেরিকা নাকি বিশ্বজুড়ে পরমাণু অস্ত্রের বিস্তার নিয়ে খুবই চিন্তিত। তাই এরা পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তার রোধ করতে চায়। এর অর্থ কি? এরা নিজের ঘরে অস্ত্র মওজুদ রেখে অন্যকে নিরস্ত্র করতে চায়। এটি বিশ্বকে একচেটিয়া শাসন করার ব্যর্থ চেষ্টা বৈ আর কি হ'তে পারে?

ইসরাঈল অবলীলায় আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করলেও বিশ্বনেতৃবৃন্দের সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। এমনকি জাতিসংঘের মত প্রতিষ্ঠানের প্রতি ইসরাঈলের ঘৃণাও আমেরিকার উষ্ণ অনুমোদন পায়। সেকারণ ভেবেচিন্তেই কিছুদিন আগে এরা জাতিসংঘের চার কর্মকর্তাকে খুন করতে সক্ষম হয়েছে। উল্লেখ্য যে, জাতিসংঘের বৈঠকে একমাত্র ইসরাঈল সম্পর্কে আমেরিকা যত ভেটো প্রদান করেছে অন্যান্য সকল সদস্যদেশ একত্রিতভাবে বিশ্বের অন্যান্য সকল সমস্যা নিয়ে এত ভেটো প্রদান করেনি। অতএব একথা সহজেই অনুধাবন করা যায় যে, ইসরাঈল কিসের বলে মধ্যপ্রাচ্যে মধ্যযুগীয় বর্বরতায় মত্ত হয়েছে। আর পশ্চিমা শক্তি মজা করে অবলোকন করছে সে নির্মম দৃশ্য।

উল্লেখ্য যে, আমেরিকা ইসরাঈলকে প্রতি বছর ৩০০ কোটি ডলার সাহায্য প্রদান করে। আরবদের পিষে মারার জন্য আরো দেয় বোমা, যুদ্ধবিমান, বুলডোজার ও অন্য সব মারণাস্ত্র। ওয়াশিংটনের দেয়া বোমা দিয়েই লেবাননের অবুঝ শিশুদের নির্মমভাবে হত্যা করা হচ্ছে। আমেরিকা এ দায় এড়াতে পারবে কি?

লেবাননের বুকে আজকে যে আগুন জ্বলছে তা বুশ ও ইসরাঈলী প্রধানমন্ত্রী এহুদ ওলমার্টই জ্বালিয়ে দিয়েছেন। মূলতঃ যেদিন 'হামাস' ফিলিস্তীনী পার্লামেন্ট নির্বাচনে জয়লাভ করে সেদিন থেকেই তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। হামাসের বিজয় মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিতে ঝড় তুলেছে। স্বাধীনতাকামী হামাস যদি ইসরাঈলকে ধ্বংস করে দেয় তবে মার্কিন ও পশ্চিমা শক্তিগুলোর মধ্যপ্রাচ্যে দাঁড়াবার আর কোন জায়গা থাকবে না। অথবা রাশিয়ার সমর্থন পেয়ে এবং ইরান ও মিশরের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা লাভে হামাস যদি শক্তিশালী হয়, তবে ফিলিস্তীনের স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে আত্মপ্রকাশ করা কঠিন কিছু নয়। আর সেকারণেই আমেরিকা কখনো হামাসের ঐতিহাসিক বিজয়কে মেনে নিতে পারেনি। পশ্চিমা শক্তির হুমকি উপেক্ষা করে মুসলিম ঐক্যের বলে এবং বিচক্ষণ নেতৃত্বের মাধ্যমে হামাসই হয়তো ছিনিয়ে আনবে ফিলিস্তীনের বিজয়ী নিশান।

ইসরাঈলের যুদ্ধ পরিচালনার পদ্ধতি ও মধ্যপ্রাচ্যে এর ব্যাপকতার প্রভাব নিয়ে আমেরিকার দুশ্চিন্তা ক্রমশ বাড়ছে। বাস্তববাদীরা তাদের এ দুশ্চিন্তা প্রকাশও করছেন। ভিন্ন ধারার এক রিপাবলিকান বলেছেন, 'আরব ও মুসলিমদের সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট করে ইসরাঈলের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্ক অব্যাহত থাকতে পারে না। ইসরাঈলকে নিয়ে রক্ষণশীলদের অনেকেই দুশ্চিন্তায় আছেন। সাবেক হাউস স্পীকার টনি ব্রাকলি বলেন, বিশ্বের মতামত উপেক্ষা করে আমেরিকা নিজের সর্বনাশ করছে'।

প্রেসিডেন্ট বুশ ও ইসরাঈলী প্রধানমন্ত্রী এহুদ ওলমার্ট তাদের নিজ নিজ দেশের সুশীল সমাজের নিকটে ইতিমধ্যেই ঘৃণার পাত্রে পরিণত হয়েছেন তাদের বিভিন্ন ঘৃণ্য সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের দরুণ। শান্তিতে নোবেল বিজয়ী আইরিশ বেটি উইলিয়ামস সম্প্রতি বলেন, 'বুশকে সামনে পেলে অবশ্যই হত্যা করতাম'। অস্ট্রেলিয়ার ব্রিসবেনে শত শত শিশুর সামনে তিনি এ কথা বলেন। সেখানে আর্থ-ডায়ালগ ফোরামে শিশুদের সামনে তিনি তুলে ধরেন তার অভিজ্ঞতার কথা। মধ্যপ্রাচ্যে হাযার হাযার শিশুর মৃত্যুর কথা বলতে গিয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন তিনি। তিনি বলেন, ইরাকে আমি একটি হাসপাতালে যাই। সেখানে তোমাদের মতই ফুটফুটে ২০০ শিশু শুয়ে আছে। তাদের সকলেরই ক্যান্সার। এ ক্যান্সার তারা বহন করছে পৃথিবীতে আসার আগে থেকেই। প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধ মাতৃগর্ভেই তাদের ক্যান্সার এনে দেয়। তাদের মধ্যে কয়জন বাঁচতে পারে জানতে চাইলে জনৈক চিকিৎসক হতাশার সাথে বললেন, একজনও নয়। তাদের চিকিৎসায় পাঁচ ধরণের ঔষধ দরকার। কিন্তু আমেরিকা ও জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞার কারণে মাত্র তিনটি ঔষধ কোন রকমে পাওয়া যাচ্ছে। ফলে তাদের বেঁচে থাকার আর কোন আশা নেই। আইরিশ বলেন, আমার এখন মনে হয়, আমি কি করে শান্তির জন্য নোবেল পেলাম। সারা বিশ্বে শিশুদের এরকম মৃত্যুর মিছিল দেখে আমি তো আর নিজেকে শান্ত রাখতে পারছি না'।

ক্রুসেড যুদ্ধের নায়করা সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে শুধু অপমানিত, লাঞ্ছিত এবং মানসিকভাবে হীনবল করার অপচেষ্টাই করেনি, পরোক্ষভাবে বুঝিয়েও দিয়েছে যে, মুসলমানদের প্রতি আসলে ওরা কী ধরনের মনোভাব পোষণ করে। প্রথমে ইরাকের বিরুদ্ধে ভয়ানক ধরণের মারণাস্ত্র উৎপাদন ও মজুদ করার কাল্পনিক অভিযোগ উত্থাপন করে স্বাধীন-সার্বভৌম এ দেশটির উপর চড়াও হয়েছে। সাক্ষী গোপাল জাতিসংঘের দোহাই দিয়ে এ বর্বর তস্করবৃত্তির প্রতি বিশ্ববিবেকের দৃষ্টি আড়াল করার চেষ্টা করা হয়েছে। এরপরও যখন ইহুদী-মার্কিনীদের লুটপাটতন্ত্রের আসল চেহারাটা সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে ধরা পড়ে গেছে, যখন ইরাকের আমজনতা এ লুটপাট ও ধ্বংসযজ্ঞের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে, ক্রুসেডীয় বর্বরতার বিরুদ্ধে সমস্বরে ধিক্কার জানাচ্ছে, যখন খোদ মার্কিন মুল্লুকেও প্রতিদিন ইরাকের মাটিতে তাদের সন্তানদের বেঘোরে মারা পড়ার ঘটনায় ক্ষোভ ও ঘৃণার উত্তপ্ত লাভা উদগীরিত হচ্ছে, সে সময়েই ইরাকবাসীর মাথার তাজ সাদ্দাম হোসেনের গ্রেফতারের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ক্ষোভ ও ঘৃণার দাবানলে আরো একটু ঘৃতাহুতি দেওয়া হ'ল। প্রকৃত প্রস্তাবে অবরুদ্ধ ইরাক এখন প্রতিনিয়ত লুণ্ঠিত হচ্ছে। ফিরিঙ্গি তস্করদের বর্বর আচরণের শেষ অধ্যায় অভিনীত হচ্ছে ইরাক-ফিলিস্তীন-লেবানন ও আফগানিস্তানের মাটিতে।

মোদ্দাকথা হচ্ছে, বিশ্ব আজ সুস্পষ্ট দু'টি ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। এক ভাগে জোটবদ্ধ হয়েছে দুনিয়ার তাবৎ ত্বাগূতী শক্তি, অপরদিকে ঈমানের লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে অসহায় দুর্বল দারিদ্রপীড়িত মুসলিম উম্মাহ। অবস্থা দৃষ্টি মনে হয় এটাই মুসলিম উম্মাহ্র উপর শেষ এবং চূড়ান্ত মুছীবত। এ পর্যুদস্ত অবস্থার মধ্য থেকেই মুসলিম উম্মাহ্র ঈমানের পরীক্ষা হয়ে যাবে এবং পরবর্তীতে নতুন দিবসের সূচনা হবে ইনশাআল্লাহ। সুতরাং বিপদের ঘণঘটা যতই প্রচণ্ডতর হোক না কেন, এর দ্বারা মুসলমানদের নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই। বরং আমাদের এখন প্রয়োজন আত্মবিশ্লেষণের। শত্রুর ভয়ানক হামলার মুহূর্তে আমরা কতটুকু দৃঢ়তার পরিচয় দিচ্ছি। আল্লাহপাক তার প্রিয়তম নবীর উম্মতকে ঘৃণ্য ইহুদী-নাছারা এবং পৌত্তলিক শয়তানদের দ্বারা লাঞ্ছিত করবেন না। ঈমানের কাফেলা কোন অবস্থাতেই স্তব্ধ হবে না ইনশাআল্লাহ।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে মুসলিম বিশ্বের স্বার্থরক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত 'ওআইসি'র কথা না বলে পারলাম না। ওআইসি এখন ঠুঁটো জগন্নাথে পরিণত হয়েছে। কোন মুসলিম দেশ আক্রান্ত হ'লে উক্ত সংস্থার তড়িঘড়ি সম্মেলন, জাকজমকপূর্ণ খানাপিনা ও যৎসামান্য নিন্দা জানানো ব্যতীত দৃশ্যত কোন কাজ নেই। ইহুদী-খৃষ্টান কর্তৃক একের পর এক মুসলিম দেশ সমূহ ধ্বংস ও লুটতরাজের প্রতিবাদে কোন উল্লেখযোগ্য হুংকারও নেই এ সংস্থার। লেবানন যখন এহুদ ওলমার্ট ও বুশের লেলিয়ে দেওয়া হায়েনারা আধুনিক মারণাস্ত্রের মাধ্যমে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করছে তখন 'ওআইসি' নেতৃবৃন্দ যেন অলস ঘুমে কাতর। তাদের অবস্থা দেখে অলসদের গল্পই মনে পড়ে যায়। ঘুমকাতর কয়েকজন অলস এক জায়গায় ঘুমাচ্ছে। আগুন লেগে ঘর পুরে গেলেও এদের ঘুম ভাঙ্গে না। আগুন দেখে এক অলস বলছে, কাঁহা রবি জ্বলেরে? উত্তরে দ্বিতীয়জন বলে কে বা আঁখি মেলেরে? অন্যজন বলে, পি-পু অর্থাৎ পিঠ যে পুড়ে গেল। উত্তরে আরেকজন বলে 'ফি-সু' অর্থাৎ ফিরে শোও। পিঠ পুড়ছে তো কি হয়েছে? ওআইসির অবস্থাও ঠিক তথৈবচ। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন-আমীন!!

নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালী (রহঃ)

*নূরুল ইসলাম**

(শেষ কিস্তি)

(১৪) আর-রাওযাতুন নাদিইয়াহ শারহুদ দুরার আল-বাহিইয়াহ (আরবী)ঃ

ইমাম শাওকানী (১১৭৩-১২৫১ হিঃ) রচিত 'আদ-দুরারুল বাহিইয়াহ ফিল মাসায়েল আল-ফিক্বহিইয়াহ' শীর্ষক গ্রন্থের ভাষ্যগ্রন্থ এটি। 'আদ-দুরার আল-বাহিইয়াহ' গ্রন্থটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হওয়ায় ওলামায়ে কেরামের দাবী অনুযায়ী ইমাম শাওকানী 'আদ-দারারী আল-মুযিইয়াহ' নামে উহার একটি সংক্ষিপ্ত ভাষ্য লেখেন। কিন্তু বিভিন্ন ফিক্বহী মাসআলায় ইমাম শাওকানী দলীল উল্লেখের ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ততা অবলম্বন করায় নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান 'আর-রাওযাতুন নাদিইয়াহ' (২ খণ্ড) নামে গ্রন্থটির এ ভাষ্যটি লেখেন। এতে তিনি ফিক্বহী মাসআলা-মাসায়েল বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এ গ্রন্থের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য এই যে, ফিক্বহী বিধি-বিধান সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মতামত কুরআন-সুন্নাহর তুলাদণ্ডে যাচাই-বাছাই করে মজবুত দলীলের ভিত্তিতে প্রমাণিত মতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন।[৯৮] যা আহলেহাদীছদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

উল্লেখ্য, শায়খ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) যে সমস্ত গ্রন্থ পাঠ করার জন্য মুসলিম উম্মাহকে নছীহত করেছেন তন্মধ্যে 'আর-রাওযাতুন নাদিইয়াহ' একটি। এছাড়া সাইয়িদ সাবিকের 'ফিক্বহুস সুন্নাহ' আলবানীর টীকা 'তামামুল মিন্নাহ' সহ, সান'আনী কৃত 'বুলূগুল মারাম'-এর ভাষ্য 'সুবুলুস সালাম' তাফসীর ইবনে কাছীর, রিয়াযুছ ছালেহীন, ইবনু আবিল ইযয হানাফী কৃত 'শারহুল আক্বীদাহ আত-তাহাবিইয়াহ' এবং ইমাম ইবনু তাইমিয়া ও তদীয় ছাত্র ইবনুল ক্বাইয়িমের গ্রন্থাবলী।[৯৯]

(১৫) ক্বাৎফুছ ছামার ফী বায়ানি আক্বীদাতি আহলিল আছার (আরবী)ঃ

তিনি তাঁর ছোট ছেলে সাইয়িদ আলী হাসান খানকে বিশুদ্ধ আক্বীদা শিক্ষা দেয়ার জন্য ১২৮৯ হিজরীতে উক্ত গ্রন্থটি রচনা করেন।[১০০] এটি ২৬টি অনুচ্ছেদে বিভক্ত আহলেহাদীছদের আক্বীদার উপর একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ। এতে তিনি বিশুদ্ধ ইসলামী আক্বীদার বিভিন্ন দিক কুরআন-সুন্নাহর সুস্পষ্ট দলীলের উল্লেখ আলোকপাত করেছেন।

(১৬) তা'লীমুছ ছালাত (উর্দূ)ঃ

২০ পৃষ্ঠার এই ছোট্ট পুস্তিকাটি তিনি মৃত্যুর মাত্র দু'বছর পূর্বে ১৩০৫ হিজরীর ৪ঠা জমাদিউছ ছানী তারীখে কয়েক ঘণ্টায় লেখেন। এ পুস্তিকায় 'ছালাতের পদ্ধতি' (نماز کی ترتیب) শীর্ষক শিরোনামে নওয়াব ছিদ্দীক্ব হাসান খান বলেন, 'নিয়ত ছাড়া ছালাত শুদ্ধ হয় না। ছালাতের সকল হুকুম ফরয। কিন্তু মধ্যখানের তাশাহ্হুদ, জালসায়ে ইস্তিরাহাত এবং ছালাতের মধ্যকার যিক্র ও দো'আ সমূহের কোনটাই ওয়াজিব নয়। অবশ্য তাকবীরে তাহরীমা, মুক্তাদী হ'লেও সকল রাক'আতে সূরা ফাতিহা পাঠ, শেষের তাশাহ্হুদ ও সালাম ফিরানো- এই চারটি যিক্র ফরয। এতদ্ব্যতীত আর যা কিছু আছে, সবই সুন্নাত। যেমন তাকবীরে তাহরীমার সময়ে, রুকূতে যাওয়াকালীন, রুকূ হ'তে উঠাকালীন ও তৃতীয় রাক'আতে দণ্ডায়মান হওয়াকালীন সময়ে মোট চার জায়গায় হস্ত উত্তোলন (রাফউল ইয়াদায়েন) করা, ছালাতে দাঁড়াবার সময়ে হাত বাঁধা, তাকবীরে তাহরীমার পরে ছানা পড়া ইত্যাদি। ছানার জন্য সর্বাপেক্ষা ছহীহ ও মুত্তাফাক্ব আলাইহ দো'আ হ'ল- 'আল্লাহুম্মা বাইদ বায়নী .....'। এতদ্ব্যতীত আ'ঊযুবিল্লাহ, তারপর বিসমিল্লাহ, তারপর সূরা ফাতিহা এবং শেষে সশব্দে 'আমীন' বলা সুন্নাত। 'আমীন' ইমাম ও মুক্তাদী উভয়েরই বলা চাই। সশব্দে 'আমীন' বলার রেওয়ায়াত নিঃশব্দে 'আমীন' বলার রেওয়ায়াতের মুকাবিলায় অধিকতর ছহীহ ও শক্তিশালী। অমনিভাবে সুন্নাত হ'ল সূরা ফাতিহার সঙ্গে অন্য একটি সূরা পাঠ করা, ... মধ্যবর্তী তাশাহ্হুদ .... এবং ঐ সকল দো'আ যা প্রত্যেক রুকন-এর মধ্যে রয়েছে। যেমন রুকূ, সিজদা, ক্বওমা ও বৈঠকের দো'আসমূহ। অতঃপর শেষ তাশাহ্হুদের পরে দো'আয়ে মাছূরাহ বা তার বাইরের যে কোন দো'আর মাধ্যমে প্রার্থনা করবে।' উক্ত বর্ণনার পরে 'ফায়েদা' শিরোনামে নওয়াব ছাহেব ঐ সকল হাদীছের অনুবাদ উদ্ধৃত করেছেন, যে সকল হাদীছে তা'দীলে আরকান অর্থাৎ ছালাতের প্রতিটি রুকন ধীরে ধীরে আদায় করা, তাওয়াররুক অর্থাৎ শেষ বৈঠকে বাম পা ডান পায়ের নীচে দিয়ে বের করে নিতম্বের

---

* আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

৯৮. ইমাম শাওকানী, আদ-দুরার আল-বাহিইয়াহ ফিল মাসায়েল আল-ফিক্বহিইয়াহ (রিয়াদঃ দারুন নাশর আদ-দাওলী, ১৪১৩ হিঃ), পৃঃ ৬-৭; আর-রাওযাতুন নাদিইয়াহ ১/১২, ৪৮-৪৯ পৃঃ।

৯৯. মাসিক 'আর রিবাত্ব' (আরবী), প্রচ্ছদ রচনাঃ 'আশ-শায়খ আল-আলবানী ইফারিকুনা বা'দা নিছফে কারন মিনাল ইলম ওয়াত-তাহক্বীক' লাহোর, পাকিস্তান, নভেম্বর ১৯৯৯ খৃঃ, পৃঃ ২১।

১০০. নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালী, ক্বাৎফুছ ছামার ফী বায়ানি আক্বীদাতি আহলিল আছার (সঊদী আরবঃ ওযারাতুশ শুউন আল-ইসলামিইয়াহ ওয়াল আওক্বাফ ওয়াদ দা'ওয়াহ ওয়াল ইরশাদ, ১৪২২ হিঃ), পৃঃ ১৬৪।

উপরে ভর দিয়ে বসা ইত্যাদির উল্লেখ রয়েছে। অতঃপর তিনি বলেন, 'এখন উচিত যেকোন ছালাত আদায়কারী যেন উপরোক্ত পদ্ধতি অতিক্রম না করে। তা করলে তার ছালাতে ত্রুটি থেকে যাবে'।[১০২] তিনি যে একজন খাঁটি আহলেহাদীছ মনীষী ছিলেন উপরোক্ত বক্তব্যগুলি তাঁর জাজ্বল্য প্রমাণ।

(১৭) ইবক্বাউল মিনান বি-ইলকাইল মিহান (উর্দূ)ঃ

এটি নওয়াব ছিদ্দীক্ব হাসান খান লিখিত আত্মজীবনী। মৃত্যুর তিন বৎসর পূর্বে ১৩০৪ হিজরীতে তিনি এটি লেখা সমাপ্ত করেন।[১০৩] এ গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক গ্রন্থটি রচনার দু'টি কারণ উল্লেখ করেছেন। ১. আল্লাহ তা'আলা তাঁকে যে নে'মতের বারিধারায় সিক্ত করেছেন তার শুকরিয়া আদায় করা। ২. তাঁর সম্পর্কে জনসমাজে সৃষ্ট ধূম্রজাল দূর করা।[১০৪] নওয়াব ছাহেব বলেন, 'মুখ দ্বারা শুকরিয়া ততক্ষণ পর্যন্ত আদায় করা যায় যতক্ষণ মানুষ জীবিত থাকে। কিন্তু যে শুকরিয়া গ্রন্থাকারে করা হয় তার প্রভাব অবশিষ্ট থাকে এবং শুকরিয়া আদায়কারীর মৃত্যুর পরও যেন গ্রন্থটি তার (গ্রন্থকারের) প্রতিনিধি হিসাবে শুকরিয়া আদায় করতে থাকে'।[১০৫]

নওয়াব ছিদ্দীক্ব হাসান খান তাঁর আত্মজীবনী লিখতে গিয়ে শায়খ আব্দুল ওয়াহ্হাব শা'রানী লিখিত আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'লাতায়িফুল মিনান ওয়াল আখলাক ফী বায়ানি উজূবিত তাহাদ্দুছ বিনি'মাতিল্লাহি আলাল-ইতলাক' ওরফে 'মিনান কুবরা'-এর পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন।[১০৬] তিনি বলেন, 'আমার এই গ্রন্থ লেখার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু যখন আমি আল্লামা শা'রানীর 'মিনান কুবরা' গ্রন্থটি দেখি যে, তাতে তিনি আল্লাহ প্রদত্ত নে'মত ও কষ্ট-মুছীবতের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন তখন আমার মনে হ'ল যে, আমিও কিছু নে'মত ও কষ্ট- মুছীবতের বিবরণ লিপিবদ্ধ করি এবং এই অসীলায় আল্লাহ্র কিছুটা শুকরিয়া আদায় করি। যদিও তা (পুরাপুরি) করতে পারব না। কেননা আমার উপর আল্লাহ তা'আলার বেহিসাব নে'মত ও অনুগ্রহ রয়েছে। যদি সারাজীবন একটি সিজদায় অতিবাহিত হয়ে যায় তবুও একটিমাত্র নে'মতেরও শুকরিয়া আদায় হবে না'।[১০৭] কুরআন মাজীদের আয়াত, হাদীছ, আরবী-উর্দূ-ফার্সী কবিতা ও প্রবাদ-প্রবচন ব্যবহার করে তিনি উক্ত গ্রন্থটিকে সমৃদ্ধ করেছেন।

১০২. *আহলেহাদীছ আওর সিয়াসাত, পৃঃ ১৭৯-৮১। গৃহীতঃ তা'লীমুছ ছালাত, পৃঃ ৯-১১।*
১০৩. *ইবক্বাউল মিনান, পৃঃ ৩১৫।*
১০৪. *ঐ, পৃঃ ১৮।*
১০৫. *ঐ, পৃঃ ২০।*
১০৬. *ঐ, পৃঃ ১১-১২, ২৪।*
১০৭. *ঐ, পৃঃ ৩১০।*

(১৮) আবজাদুল উলূম (আরবী)ঃ

বিশ্বকোষধর্মী রচনা এটি। এতে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা এবং মনীষীগণের জীবনী আলোচিত হয়েছে। এক কথায় এটিকে 'আরবী ইনসাইক্লোপেডিয়া অফ ইসলাম' (আরবী ইসলামী বিশ্বকোষ) বলা যেতে পারে।[১০৮] বিশিষ্ট আরবী সাহিত্যিক জুরজী যায়দান গ্রন্থটি সম্পর্কে বলেন, وهو كتاب نفيس يشبه كشف الظنون في موضوعه لكنه على ترتيب آخر 'এটি একটি মূল্যবান গ্রন্থ। বিষয়বস্তুর দিক থেকে এটি (হাজী খলীফা) রচিত 'কাশফুয যুনূন'-এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তবে অন্য বিন্যাস পদ্ধতিতে'।[১০৯] ইউসুফ ইলয়ান সারকীস বলেন, وهو كتاب مفيد جدا 'এটি অত্যন্ত উপকারী গ্রন্থ'।[১১০]

১২৯৬ হিজরীতে গ্রন্থটি ভারত থেকে বৃহদাকার ৩ খণ্ডে প্রকাশিত হয়।[১১১] বৈরুত থেকে এর একটি অধুনা সংস্করণও প্রকাশিত হয়েছে।[১১২]

(১৯) আত-তাজুল মুকাল্লাল মিন জাওয়াহিরে মাআছিরিত তিরাবিল আখির ওয়াল আওয়াল (আরবী)ঃ

এ গ্রন্থে ৫৪৩ জন এমন মুজতাহিদ মুহাদ্দিছের জীবনী আলোচিত হয়েছে, যারা সুন্নাহ্র প্রচার-প্রসার ও পুনরুজ্জীবনে তাদের জীবন অতিবাহিত করেছেন। উপরন্তু এতে সালাফে ছালেহীনের আক্বীদা এবং তাদের প্রশংসনীয় গুণাবলী সম্পর্কেও আলোকপাত করা হয়েছে। মুম্বাইয়ের 'আল-মাতবা'আতুল হিন্দিয়া ওয়াল আরাবিইয়া' থেকে ১৩৮৩হিঃ/১৯৬৩ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়।[১১৩]

(২০) ইত্তিহাফুন নুবালা আল-মুত্তাক্বীন ফী মাআছিরিল ফুক্বাহা ওয়াল মুহাদ্দিছীন (ফারসী)ঃ এতে অনেক মুহাদ্দিছ ও ফক্বীহ-এর জীবনী এবং হাদীছের গ্রন্থাবলী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এটি একটি অনন্য ও সারগর্ভ গ্রন্থ। 'নিযামী প্রেস' কানপুর থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়।[১১৪]

১০৮. *রাঈস আহমাদ নাদভী ও অন্যান্য, জামা'আতে আহলেহাদীছ কী তাছনীফী খিদমাত (বেনারসঃ জামে'আ সালাফিয়া, ১৪০০ হিঃ/১৯৮০ খৃঃ), পৃঃ ২৭; হিন্দুস্থান মেঁ আহলেহাদীছ কী ইলমী খিদমাত, পৃঃ ২৮; মু'জামুল মাতবূ'আত আল-আরাবিইয়াহ ওয়াল মু'আররাবাহ ২/১২০২ পৃঃ।*
১০৯. *জুরজী যায়দান, তারীখু আদাবিল লুগাতিল আরাবিইয়াহ (বৈরুতঃ দারু মাকতাবাতিল হায়াত, ১৯৯২), ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৬০২।*
১১০. *মু'জামুল মাতবূ'আত আল-আরাবিইয়াহ ওয়াল মু'আররাবাহ ২/১২০২ পৃঃ।*
১১১. *জুরজী যায়দান ৪/৬০২ পৃঃ।*
১১২. *জুহূদ মুখলিছাহ, পৃঃ ১০০।*
১১৩. *জামা'আতে আহলেহাদীছ কী তাছনীফী খিদমাত, পৃঃ ২৮; ক্বাৎফুছ ছামার, পৃঃ ২৫।*
১১৪. *হিন্দুস্থান মেঁ আহলেহাদীছ কী ইলমী খিদমাত, পৃঃ ৭৯; জামা'আতে আহলেহাদীছ কী তাছনীফী খিদমাত, পৃঃ ২৭।*

বিদ্বান মহলের মূল্যায়নঃ

১. আল্লামা মুহাম্মাদ আব্দুল হাই আল-কাত্তানী আল-জাযায়েরী (মৃঃ ১৩৮২ হিঃ) বলেন,

فهو من كبار من لهم اليد الطولى فى إحياء كثير من كتب الحديث وعلومه بالهند وغيره-

'ভারত ও অন্যান্য দেশে হাদীছের গ্রন্থাবলী ও উহার ইলমসমূহ পুনরুজ্জীবিতকরণে যে সমস্ত বড় বড় আলেমের অনন্য অবদান রয়েছে তিনি তাঁদের অন্যতম'।[১১৫]

২. শায়খ আব্দুর রাযযাক বায়তার দামেশকী (মৃঃ ১৩৩৫ হিঃ) বলেন,

أحيا السنن الميتة بالأدلة البيضآء من السنة والفرقان، فهو سيد علماء الهند فى زمانه...، وشهد بكماله الدانى والقاصى-

'কুরআন-সুন্নাহ্র সুস্পষ্ট দলীলের মাধ্যমে তিনি মৃত সুন্নাত সমূহ জীবিত করেছেন। তিনি স্বীয় যুগের ভারতীয় ওলামায়ে কেরামের নেতা ছিলেন। নিকট-দূরের সবাই তাঁর পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি প্রদান করেছেন'।[১১৬]

৩. আল্লামা মুহাম্মাদ মুনীর দামেশকী (মৃঃ ১৩৬৯ হিঃ) বলেন, وكم له من أياد بيضآء فى خدمة العلم والعلماء، وإن جحد فضله الحاسدون وضعفاء العقول المتصنعون-

'ইলম ও ওলামায়ে কেরামের খিদমতে তাঁর সুস্পষ্ট অবদান রয়েছে। যদিও হিংসুক ও ভানকারী দুর্বল জ্ঞানের লোকেরা তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করেছে'।[১১৭]

৪. আব্দুর রহমান ফিরিওয়াঈ বলেন, إن النواب البوفالى كان من كبار العلماء الأعلام وأحد عباقرة الإسلام الذى وفقه الله أن يلعب دورا قياديا فى خدمة الإسلاموالمسلمين. فكان- رحمه الله- حقا من كبار المصلحين الذين قادوا حركة إحياء السنة والتمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم- 'নওয়াব ছিদ্দীক্ব হাসান খান ভূপালী বিশিষ্ট বড় আলেম ও ইসলামের একজন প্রতিভাবান ব্যক্তি ছিলেন। যাকে আল্লাহ তা'আলা ইসলাম ও মুসলমানদের খিদমত আঞ্জাম দেয়ার জন্য অগ্রণী ভূমিকা পালন করার তাওফীক্ব দিয়েছিলেন। সত্যিই তিনি ঐ সকল বড় বড় সংস্কারকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যারা সুন্নাহ পুনরুজ্জীবিতকরণ এবং কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন'।[১১৮]

৫. মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপক ডঃ আছেম বিন আব্দুল্লাহ আল-কারউতী বলেন, كان الشيخ حريصا أشد الحرص على العقيدة الصافية والدعـــوة إلى الكتاب والسنة وذم التقليد والجمود كما تدل على ذلـك سـيرته ومؤلفاتـه- 'তিনি বিশুদ্ধ আক্বীদা এবং কুরআন-সুন্নাহ্র দিকে দাওয়াত দান ও তাক্বলীদের নিন্দাকরণে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। তাঁর জীবনী ও রচনাবলী একথার স্বাক্ষ্য দেয়'।[১১৯]

৬. 'ইসলামী বিশ্বকোষে' বলা হয়েছে, 'নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খানের আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে এই উপমহাদেশে ইলমে দ্বীনের চর্চা জীবন্ত হইয়া উঠে এবং ধর্মীয় মজলিস সমূহের জড়তা ভাঙ্গিয়া ইলমের ব্যাপক চর্চা ও অনুসন্ধানের আগ্রহ সৃষ্টি হয়'।[১২০]

উপসংহারঃ

পরিশেষে বলা যায়, নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালী শুধু একটি নাম নয়, একটি ইতিহাস, একটি প্রতিষ্ঠান। যিনি শিরক-বিদ'আত আর কুসংস্কারের চোরাগলিতে হারিয়ে যাওয়া পথভোলা মুসলিম সমাজকে অন্ধকার প্রদোষ থেকে 'আল-হেরার' আলোকিত পথে ফিরিয়ে আনার জন্য লেখালেখি, হাদীছ ও ফিক্বহুল হাদীছ গ্রন্থাবলীর প্রচার-প্রসার ও প্রকাশনার পথ বেছে নিয়েছিলেন। একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান যা করতে পারে না, অনেক সময় তিনি একাই তা করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ভূপালের রাণী শাহজাহান বেগমের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবার পর তাঁর অর্থনৈতিক দৈন্যদশা লাঘব হয়। বস্তুগত উন্নয়নের শীর্ষে আরোহণ করে তিনি পাতকী অর্থের মোহজালে আবদ্ধ না হয়ে বহু দুর্লভ-দুষ্প্রাপ্য-দুর্মূল্য গ্রন্থ চড়াদামে ক্রয় করে ভারত ও ভারতের বাইরে থেকে ছেপে এনে বিদ্বান মহলে বিনামূল্যে বিতরণ করেন। এর ফলে ইলমে হাদীছ জনগণের নাগালের মধ্যে এসে যায় এবং অগণিত মানুষ সরাসরি হাদীছ অনুযায়ী জীবন গড়ার সুযোগ পেয়ে আহলেহাদীছ হয়ে যান। ফালিল্লাহিল হামদ।

তিনি শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভীর মত লেখনীকে সমাজ সংস্কারের অন্যতম হাতিয়ার হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন। حَدُّ الْقَلَمِ أَشَدُّ مِنْ حَـــدِّ السَّـــيْفِ 'মসি (কলম) অসির (তরবারী) চেয়ে ক্ষুরধার' বহুল প্রচলিত এই প্রবাদ বাক্যটিকে তিনি মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছিলেন।

---

১১৫. *ইবক্বাউল মিনান, পৃঃ ৩৫৪।*
১১৬. *আল-হিত্তাহ, পৃঃ ১০। গৃহীতঃ হিলয়াতুল বাশার ফী তারীখিল কারনিছ ছালিছ আশার ২/৭৪৬ পৃঃ।*
১১৭. *নামূজায মিনাল আ'মাল আল-খায়রিইয়াহ, পৃঃ ৩৮৮।*
১১৮. *জুহূদু আহলিলহাদীছ ফী খিদমাতিল কুরআনিল কারীম, পৃঃ ২১।*
১১৯. *কাঁৎফুছ ছামার, পৃঃ ১০।*
১২০. *ইসলামী বিশ্বকোষ, ২৪ খণ্ড, ২য় ভাগ, পৃঃ ২৯৯।*

লেখনী জগতে মুসলিম বিশ্বের অপ্রতিদ্বন্দ্বী এই দীপ্ত-প্রতিভা ২২২টি গ্রন্থ রচনা করে স্বীয় প্রতিভার বিস্ময়কর স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছেন। তিনিই মুসলিম বিশ্বের একমাত্র মনীষী যিনি আরবী বর্ণ 'আলিফ' থেকে 'ইয়া' পর্যন্ত প্রতিটি বর্ণ দিয়ে অন্ততঃ একটি গ্রন্থ রচনা করে বিশ্বরেকর্ডের অধিকারী হয়েছেন। ইসলামী শরী'আতের এমন কোন বিষয় নেই যে বিষয়ে তার ক্ষুরধার কলম সঞ্চালিত হয়নি। স্বীয় আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছেন, 'ইসলামী শরী'আতের দিক ও বিভাগসমূহের সম্ভবতঃ এমন কোন দিক নেই যে বিষয়ে আমি কোন পৃথক পুস্তিকা বা গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিনি। তাফসীর, হাদীছ, ফিক্বহ, উলূমে আখেরাত, আক্বাইদ, ইতিহাস, ইলমে নাহু প্রভৃতি এমন কী বিষয় আছে যে বিষয়ে আমি কলম ধরিনি। আর প্রত্যেকটি গ্রন্থ ছহীহ দলীল দ্বারা সুশোভিত। এমন কোন গ্রন্থ নেই যা তাখরীজসহ কুরআন-সুন্নাহর দলীল-প্রমাণাদি থেকে মুক্ত আছে'।[১২১] সত্যিকার অর্থেই তিনি ছিলেন হিজরী চতুর্দশ শতকের অন্যতম মুজাদ্দিদ বা যুগসংস্কারক। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম, নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞান সাধনা, বিপুল লেখনী ও ব্যাপক প্রচারণার ফলে উপমহাদেশ তথা দক্ষিণ এশিয়ায় আহলেহাদীছ আন্দোলন বিস্তৃতি লাভ করে।

দুঃখজনক হ'লেও সত্য যে, এত বড় মাপের একজন বিশ্ববরেণ্য বিদ্বান, মুসলিম মিল্লাতের নিরলস খাদেম, ইলমে হাদীছের নীলাভ আকাশের অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র সম্পর্কে উপমহাদেশীয় মাযহাবী ভাইদের বিষোদগার সচেতন বিবেককে আহত করেছে। তারা তাঁর সম্পর্কে এমন অশালীন-অশোভন মন্তব্য করেছেন যা এখানে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। অন্যদিকে তাঁর জীবন ও কর্মের উপর বাংলাদেশে উচ্চতর গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি বললেই চলে। সম্প্রতি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক শিক্ষক 'নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালী (রহঃ)ঃ হাদীছ শাস্ত্রে তাঁর অবদান' শিরোনামে পি.এইচ.ডি অভিসন্দর্ভ রচনা করেছেন। এছাড়া তাঁর জীবন ও কর্মের অন্যান্য দিক নিয়ে এদেশে আর কোন গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। অথচ তাঁর জীবন ও অবদানের বিভিন্ন দিক নিয়ে অসংখ্য উচ্চতর গবেষণাকর্ম সম্পাদন করা যেতে পারে।

২৯ ও ৩০ এপ্রিল ২০০৬ তারিখে বেনারসের (ভারত) 'জামে'আ সালাফিয়া'য় দু'দিনব্যাপী 'নওয়াব ছিদ্দীক্ব হাসান খান হুসাইনী বুখারী (রহঃ)ঃ হায়াত ওয়া খিদমাত' (নওয়াব ছিদ্দীক্ব হাসান খান হুসাইনী বুখারী (রহঃ)ঃ জীবন ও অবদান) শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এ সেমিনারে বিশিষ্ট ওলামায়ে কেরাম এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য প্রফেসরবৃন্দ অংশগ্রহণ করে তাঁর জীবন ও কর্মের বিভিন্ন দিক নিয়ে ২৯টি তথ্যসমৃদ্ধ প্রবন্ধ পাঠ করেন। অনুসন্ধিৎসু গবেষকদের জ্ঞাতার্থে তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রবন্ধ প্রবন্ধকারের নামসহ নিম্নে উল্লিখিত হ'লঃ

১. মাওলানা মুহাম্মাদ ইশফাক সালাফী (দারভাঙ্গা), 'নওয়াব ছাহেব বেহায়ছিয়াতে মুহাদ্দিছ' (মুহাদ্দিছ হিসাবে নওয়াব ছাহেব)।

২. ডঃ লায়ছ মুহাম্মাদ মাক্কী (সিদ্ধার্থনগর), 'নওয়াব ছিদ্দীক্ব হাসান খান কন্নৌজী কী ফিক্বহী বাছীরাত আওর আপ কী কিতাব 'দালীলুত ত্বালেব আলা আরজাহিল মাতালেব' (নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান কন্নৌজীর ফিক্বহী অন্তর্দৃষ্টি এবং তাঁর গ্রন্থ 'দালীলুত ত্বালেব ....')।

৩. মাওলানা মুহাম্মাদ রফীক সালাফী (দিল্লী), 'আর-রাওযাতুন নাদিইয়াহ' কা তা'আরুফ (আর-রাওযাতুন নাদিইয়াহ'র পরিচিতি)।

৪. মাওলানা আবুল আছ ওয়াহীদী (সিদ্ধার্থনগর), 'নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান আওর তাহরীকে আযাদিয়ে হিন্দ' (নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান এবং ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন)।

৫. ডঃ আতহার হাবীব নাদভী (ভূপাল), 'আল-ই'তিছাম বিল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ ওয়া তাবজীলুল আইম্মা আল-আরবা'আহ ওয়াল মুজতাহেদীন ইনদান নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান' (নওয়াব ছিদ্দীক হাসানের দৃষ্টিতে কুরআন-সুন্নাহকে আঁকড়িয়ে ধরা এবং চার ইমাম ও মুজতাহিদগণকে সম্মান করা)।

৬. ডঃ উযাইর শামস (মক্কা মুকাররমা), 'নাযারাত ফী আবজাদিল উলূম লিল-কন্নৌজী' (নওয়াব ছিদ্দীক হাসান কন্নৌজীর 'আবজাদুল উলূম' গ্রন্থের পর্যালোচনা)।

৭. মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব হেজাযী (বেনারস, জামে'আ সালাফিয়া), 'নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান বেহায়ছিয়াতে মুজাদ্দিদীন' (মুজাদ্দিদ হিসাবে নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান)।

৮. মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাইদ মাক্কী (বেনারস), 'আন-নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান আল-কন্নৌজী ওয়া জুহূদুহু ফী নাশরিল আক্বীদাহ আস-সালাফিইয়াহ' (সালাফী আক্বীদার প্রচার-প্রসারে নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান কন্নৌজীর অবদান)।

৯. মাওলানা উবাইদুর রহমান মাদানী (মৌনাথভঞ্জন), 'নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান আওর ইহয়ায়ে সুন্নাত' (নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান এবং সুন্নাহর পুনরুজ্জীবন)।

১০. মাওলানা মুহাম্মাদ হানীফ মাদানী (বেনারস, জামে'আ সালাফিয়া), 'নওয়াব ছাহেব কী তাছনীফী খিদমাত' (লেখনীর ক্ষেত্রে নওয়াব ছাহেবের অবদান)।

১১. প্রফেসর ইয়াসীন মাযহার ছিদ্দীকী (আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি), 'সীরাতে নববী সে মুতাআল্লাক্ব নওয়াব ছাহেব কী খিদমাত' (সীরাত সাহিত্যে নওয়াব ছাহেবের অবদান)।

১২. মাওলানা আব্দুর রহীম রিয়াযী (বেনারস, জামে'আ সালাফিয়া), 'আরবী কাওয়াইদ ওয়া আদব পর নওয়াব ছাহেব কী তাছনীফাত' (আরবী ব্যাকরণ ও সাহিত্য বিষয়ক নওয়াব ছাহেবের রচনাবলী)।[১২২]

১২১. *ইবক্বাউল মিনান, পৃঃ ৯৪।*

১২২. *বিস্তারিত আলোচনা দ্রঃ আব্দুল মান্নান সালাফী, 'জামে'আ সালাফিয়া বেনারস মেঁ নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান (রহঃ) কী হায়াত ওয়া খিদমাত কে মাওযূ পর দো-রোযা সেমিনার', মাসিক 'আস-সিরাজ' (উর্দূ), ঝাঞ্জানগর, নেপাল, খণ্ড ১২, সংখ্যা ১২, মে ২০০৬, পৃঃ ৩-৯।*

ক্ষেত-খামার

বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে হাঁস পালন

বাংলাদেশে হাঁস পালন কর্মকাণ্ডের সম্প্রসারণ ঘটেছে। ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে হাঁস পালন খামার গড়ে উঠছে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে। সংশ্লিষ্ট মহলের মতে হাঁস পালন সম্প্রসারিত হবার মূল কারণ ৯টি। যেমন-

(১) হাঁস মুরগীর চেয়ে ডিম বেশী দেয়। উন্নতজাতের হাঁস মুরগীর চেয়ে বছরে প্রায় ৫০-৬০টি ডিম বেশী দেয়। (২) হাসের ডিম মুরগীর ডিমের থেকে ওযনে প্রায় ১৫-২০ গ্রাম বেশী। কোন কোন হাঁসের ডিমের ওযন প্রায় ৭০-৭৫ গ্রাম হয়ে থাকে। (৩) হাঁস পালনে মুরগীর থেকে কম যত্ন করলেও চলে। সেজন্য তুলনামূলকভাবে হাঁস পালনে খরচ কম হয়। (৪) হাঁস নিজেরাই নিজেদের কিছু খাদ্য যোগাড় করে নিতে পারে। যেমন- শামুক, কেঁচো, ছোট ছোট মাছ ইত্যাদি। এছাড়াও মানুষ ও মুগরী খায় না এমন কিছু খাদ্যও হাঁসকে খাওয়ানো যায়। (৫) হাঁসের ডিম পাড়ার ক্ষমতা তিন বছর পর্যন্ত অটুট থাকে। তাই অর্থনৈতিক দিক দিয়ে এটা লাভজনক। (৬) মুগরীর থেকে হাঁসের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশী হওয়ার কারণে চিকিৎসা খরচও কম। (৭) হাঁসের ডিমের খোসা বেশ শক্ত হয়। সেজন্য সহজে ভাঙ্গে না। (৮) হাঁস সচরাচর সকাল ৯-টার মধ্যেই ডিম দেয়। এতে ডিম প্রাপ্তি এবং হিসাব করা সুবিধাজনক হয়। (৯) হাঁস পুকুর বা বিলে গিয়ে সারাদিন ঘুরাফিরা করে সন্ধ্যায় নিজেদের ঘরে নিজেরাই ফিরে আসে।

উন্নতজাতের হাঁস বছরে সচরাচর ২৫০টি থেকে ৩০০টি ডিম দেয়। আর এ জাতের হাঁস ৫-৬ মাস বয়স থেকেই ডিম দেওয়া শুরু করে। মহিলারাও অনায়াসে হাঁস পালন করতে পারেন। প্রত্যেক মহিলা গৃহে নিজের কাজ সামলে নিয়েও হাঁস প্রতিপালন করার সুযোগ করে নিতে পারেন। উন্নতজাতের হাঁস বলতে আমরা সচরাচর খাকি কেম্পবেল হাঁসকেই জানি। এ খাকি কেম্পবেল হাঁস ইংল্যাণ্ডের ফরাসী রুবেন মেয়ে হাঁসের সঙ্গে দেশী মালাড পুরুষ হাঁসের সংকরণ ঘটিয়ে উৎপত্তি করা হয়। এ হাঁসের সঙ্গে দেশী হাঁসের সংমিশ্রণের মাধ্যমে এখন বর্ণসঙ্কর খাকি কেম্পবেল হাঁস বছরে ন্যূনতম ৩০০টি ডিম দেয়ার ক্ষমতা রাখে। এ জাতের হাঁস ৫ মাস বয়স থেকে শুরু করে ৩ বছর পর্যন্ত ডিম দিতে সক্ষম। প্রতিটি ডিমের গড় ওযন ৭০ গ্রাম। যে সকল স্ত্রী হাঁস অধিকসংখ্যক ডিম দেয়, প্রজননের জন্য সে ধরনের সুস্থ ও সবল স্ত্রী হাঁস ব্যবহার করাই সঙ্গত। প্রজননের জন্য ৫-৬টি স্ত্রী হাঁসের জন্য ১টি পুরুষ হাঁস প্রয়োজন। ৫ মাস বয়স থেকে হাঁস ডিম দিতে শুরু করলেও ১০-১২ মাস বয়স্ক হাঁসকে প্রজননের জন্য ব্যবহার করা সঙ্গত।

খাদ্য উপাদানঃ (১) চালের কুড়া- ১নং ৪০ ভাগ। (২) ভুট্টার গুঁড়া- ১৫ ভাগ (৩) গমের গুঁড়া ৭ ভাগ (৪) গমের ভূষি- ১০ ভাগ (৫) বাদাম খৈল- ৮ ভাগ (৬) তিল খৈল- ৮ ভাগ (৭) শুঁটকি মাছের গুঁড়া- ৬ ভাগ (৮) ঝিনুক চূর্ণ- ৩ ভাগ (৯) খনিজ মিশ্রণ- ২ ভাগ (১০) লবণ- ১ ভাগ। মোট ১০০ ভাগ।

তাছাড়া পরিপূরক হিসাবে নিম্নলিখিত উপাদান কোম্পানীর নির্দেশ অনুযায়ী দেয়া যায়।

- Rovimix (A+B2+D3)-25 grms/quintol
- Manganese Sul-Phate-15 grms/quintol
- Terramycin/Aureomycin.

হাঁসের থাকার ঘরঃ রাতে হাঁসগুলোকে সুরক্ষিত রাখার জন্য একটা ঘর দরকার। একটা হাঁসের জন্য দুই থেকে আড়াই বর্গফুট জায়গা হ'লেই যথেষ্ট। এ হিসাবে ১২ ফুট লম্বা, ৮ ফুট চওড়া এবং ৬ ফুট উঁচু একটা ঘরে প্রায় ৩০ টা হাঁস রাখা যেতে পারে। বাঁশ দিয়ে কম খরচে ১টা ঘর বানানো যায়।

হাঁসের ডিম ফোটানোঃ সাধারণত হাঁসের ডিম ফুটিয়ে বাচ্চা বের হ'তে প্রায় ২৮ দিন সময় লাগে। হাঁস সচরাচর ডিমে তা দেয় না। সেজন্য গ্রামাঞ্চলে হাঁসের ডিমে তা দেবার জন্য দেশী মুগরী ব্যবহার করা হয়। একটা মুগরী অন্তত ৬-৭টা হাঁসের ডিমে তা দিতে পারে। ইনকুবেটর যন্ত্রের সাহায্যেও ডিম ফুটানো যায়।

ডিম সংরক্ষণঃ গরমে ডিম নষ্ট হয়ে যাওয়ার বেশী সম্ভাবনা থাকে। ডিমের মান বজায় রাখতে চুনপানিতে কিছু ঠাণ্ডা পানি ও লবণ মিশাতে হবে। এক ঘন্টা পরে ঐ চুনপানির তলানি বাদ দিয়ে চুন মিশ্রিত পানি অন্য একটি মাটির গামলায় রেখে ডিমগুলো ডুবিয়ে রাখলে ডিম ভাল থাকে। এভাবে গ্রীষ্মকালে ডিম ১৫-২০ দিন সংরক্ষণ করা যায়। হাঁস পালকরা এ পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারেন।

হাঁসের রোগব্যাধি ও প্রতিষেধক ব্যবস্থাঃ হাঁসের রোগব্যাধি খুব কমই হয়। হাঁসের মারাত্মক রোগ বলতে কলেরা, হেপাটাইটিস ও প্লেগ ইত্যাদি সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয়। হাঁসের থাকার ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হ'লে ও ভাল সেনিটেশন ব্যবস্থা থাকলে এবং আগে থেকেই প্রতিষেধক টীকা দিলে রোগ আয়ত্তে আনা যায়। নিম্নলিখিত টীকাগুলো নির্দিষ্ট মাত্রায় প্রয়োগ করা যেতে পারে-

রোগের নাম, টীকার নাম, রোগ প্রতিরোধঃ হাঁসশাবক-ডাককলেরা টীকা, টীকার মাত্র-১ মাত্রা (চামড়ার নিচে) ২ মাস অবধি। ৬ সপ্তাহ ও তার উপর-ডাকপ্লেগ টীকা প্রতি বছর ০.৫ মিঃলিঃ দিতে হয় চামড়ার নিচে।

সমন্বিত হাঁস ও মাছ চাষঃ সমন্বিত হাঁস ও মাছ চাষ পদ্ধতিতে হাঁসের মল ও অপ্রয়োজনীয় খাদ্য পুনরায় ব্যবহার করে অতি কম খরচে মাছ উৎপাদন করা যায়। সুবিধাগুলো হ'লঃ

(১) একই স্থান থেকে ডিম, মাছ, মাংস উৎপাদিত হয় (২) হাঁস পালনের জন্য আবশ্যকীয় পানির সুবিধা পুকুর থেকে পাওয়া যায় (৩) হাঁস প্রায় ৫০ শতাংশ খাদ্য পুকুর থেকে সংগ্রহ করে এবং (৪) হাঁসের মল প্রয়োগের ফলে মাছ উৎপাদনে ব্যয় কম হয় এবং অধিক মাছ উৎপাদিত হয়। প্রতি হেক্টর পৃকুরের পানিতে ৩০০টা পর্যন্ত হাঁস পালন করা যেতে পারে। সমন্বিত হাঁস ও মাছ চাষ পদ্ধতিতে প্রতি হেক্টর পুকুরে বছরে কমপক্ষে ৩০০০-৩৫০০ কেজি মাছ, ২৫,০০০ ডিম ও গড়ে ২৫০ কেজি হাঁসের গোশত পাওয়া যায়।

॥ সংকলিত ॥

থাই কৈ চাষ লাভজনক

কৈ মাছের চাষ আমাদের দেশে একটি লাভজনক ব্যবসা হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে। গত কয়েক বছরে থাইল্যান্ড থেকে আমদানিকৃত কৈ মাছের পোনা পরীক্ষামূলকভাবে আমাদের দেশের বিভিন্ন এলাকার চাষীরা চাষ করে সফলতা অর্জন করেছেন। দেশীয় প্রজাতির তুলনায় থাই কৈ মাছের বৃদ্ধি অনেক বেশী। অল্প সময়ে (তিন-চার মাসে) এই মাছ বিক্রয়োপযোগী হয় বলে চাষীদের দ্রুত লাভসহ মূলধন ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এ ছাড়া আন্তর্জাতিক বাজারে এই মাছের ব্যাপক চাহিদা থাকার কারণে এর উৎপাদন বাড়ানোর মাধ্যমে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করাও সম্ভব।

কৈ মাছের চাষ কেন করবেনঃ

(১) এই মাছ দ্রুত বর্ধনশীল। চার-পাঁচ মাসে গড়ে ১০০ থেকে ১৫০ গ্রাম ওজন হয়ে থাকে (২) আমাদের দেশের আবহাওয়া ও জলবায়ু কৈ চাষের উপযোগী (৩) উৎপাদিত মাছের বাজার চাহিদা ও বাজারমূল্য অন্য মাছের তুলনায় অনেক বেশী (৪) ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সহজ (৫) সম্পূরক খাবারে এরা অভ্যস্ত বলে এদের চাষ সুবিধাজনক (৬) এই মাছ চাষে লাভের পরিমাণ অন্য মাছ থেকে বেশী।

চাষ পদ্ধতিঃ

পুকুরে পোনা মজুদের আগে পুকুরটি পোনা ছাড়ার জন্য প্রস্তুত করতে হবে। পুকুরের পাড়ে গাছপালা না থাকাই ভালো। যদি বড় কোন গাছ থাকে, তাহ'লে পুকুরপাড়ের ডালগুলো কেটে ফেলতে হবে, যাতে পুকুরে ঠিকমত রোদ পড়ে। পুরাতন পুকুরের পানি অপসারণ করে সম্পূর্ণ শুকিয়ে ফেলাই উত্তম। পানি অপসারণ সম্ভব না হ'লে জাল টেনে সব মাছ ধরে ফেলতে হবে। প্রয়োজনে নির্ধারিত মাত্রায় রোটেনন পাউডার বা ফসটকসিন টেবলেট প্রয়োগ করে রাক্ষুসে মাছসহ সব জলজ প্রাণী দূর করতে হবে। রোটেনন প্রয়োগের পাঁচ-সাত দিন পর বা নতুন পুকুরের স্থলে ৩-৪ ফুট পানি প্রবেশ করিয়ে প্রতি শতাংশে ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করতে হবে। চুন প্রয়োগের মাত্রা P_H এর ওপর নির্ভর করে কমবেশী হ'তে পারে। চুন প্রয়োগের পাঁচ-সাত দিন পর প্রতি শতাংশে ১০০ গ্রাম ইউরিয়া, ৭০ গ্রাম টিএসপি সার এবং পাঁচ-সাত কেজি গোবর বা ২-৩ কেজি মুরগির বিষ্ঠা পুকুরের সর্বত্র প্রয়োগ করতে হবে। সার প্রয়োগের পাঁচ-সাত দিন পর পুকুরে পোনা ছাড়তে হবে। পুকুরে পোনা ছাড়ার আগেই পুকুরের চারপাশে পাড়ের ওপর দিয়ে নাইলনের জাল দিয়ে ঘিরে দিতে হবে। এতে করে সাপ, ব্যাঙ ইত্যাদি থেকে পোনাকে রক্ষা করা যাবে এবং কানকো দিয়ে হেঁটে পালানোর হাত থেকেও মাছ রক্ষা পাবে। একক চাষে প্রতি শতাংশে ২৭৫-৩০০টি একই বয়সের পোনা ছাড়তে হবে।

পরিচর্যাঃ

- পোনা মজুদের পর থেকে নিয়মিত অধিক আমিষযুক্ত মানসম্মত খাবার খাওয়াতে হবে। সাধারণত কৈ মাছের খাবারে প্রোটিনের চাহিদা ৩৫ শতাংশ হওয়া আবশ্যক।
- ছোট অবস্থায় দৈনিক পাঁচ-ছয়বার ও বড় অবস্থায় দৈনিক অন্তত দুবার পুকুরে মাছের চাহিদা অনুযায়ী খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে।
- কৈ মাছ চাষে পানির মান রক্ষা করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নিয়মিত পানির P_H নির্ণয় করতে হবে। পানির P_H ৭.৫ হ'তে ৮.৫-এর মধ্যে রাখতে হবে।
- পুকুরে পোনা অবস্থায় পানির গভীরতা ৩-৪ ফুট ও বড় অবস্থায় ৫-৬ ফুট হওয়া ভালো।
- পুকুরে নিয়মিত হররা টানতে পারলে মাছের স্বাস্থ্য ভালো থাকে ও দ্রুত বৃদ্ধি ঘটে।

সতর্কতাঃ

- বৃষ্টির সময় থাই কৈ দেশী কৈ মাছের মতো কানকোর সাহায্যে মাটির উপর দিয়ে হেঁটে পালিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। এ সমস্যা সমাধানে পুকুরের চার পাড় প্লেনশিট টিন, দেয়াল বা নাইলনের জাল দিয়ে ঘিরে দিতে হবে।
- আমাদের দেশে শীত মৌসুমে কৈ মাছ চাষে ক্ষত রোগ দেখা যায় এবং অনেকেই ক্ষত রোগের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকেন। এ সমস্যা সমাধানে শীত মৌসুমে পুকুরে কৈ মাছ চাষ না করাই উত্তম। অর্থাৎ শীত শুরু হওয়ার আগেই সব কৈ ধরে বাজারজাত করতে হবে। যদি কেউ শীত মৌসুমে কৈ মাছ চাষ করতে চান, তাহ'লে শীত আসার আগেই পুকুরে চুন প্রয়োগ করে পানির পরিবেশ ঠিক রাখতে হবে। নিয়মিত পুকুরের পানি ও মাছের স্বাস্থ্য উভয়ই পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে। সঠিক ব্যবস্থাপনা ও পুষ্টিসম্মত খাবার নিশ্চিত করা গেলে চার-পাঁচ মাসে গড়ে ১০০ থেকে ১৫০ গ্রাম ওযনবিশিষ্ট কৈ মাছ বাজারজাত করা সম্ভব।

[সংকলিত ॥]

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

হাজ্জ প্যাকেজ-২০০৬ **হাজ্জ প্যাকেজ-২০০৬** **হাজ্জ প্যাকেজ-২০০৬**

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ

আল্লাহ পাকের অশেষ অনুগ্রহে আমরা বাংলাদেশের সম্মানিত হাজী সাহেবদের খেদমাত আঞ্জাম দিয়ে আসছি। গতবছর আমরা ব্যানবেইসের প্রধান ড. শায়খ ইলিয়াস আলী সাহেবসহ ৯২ জন হাজী সাহেবের খেদমাত করার সুবর্ণ সুযোগ লাভ করেছিলাম। আসন্ন হাজ্জ মৌসুমে আমরা গত বছরের তুলনায় আরো উন্নত মানের সেবা প্রদানের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছি। এক্ষেত্রে আমরা আমাদের আহলেহাদীছ ভাইবোনদের আন্তরিক সহযোগিতা ও দু'আ কামনা করি। গত মৌসুমে বাড়ি ধসে দুঃখজনক প্রাণহানির প্রেক্ষিতে বহু পুরনো বাড়ি ভেঙে ফেলায় বাড়ি সংখ্যা একদিকে যেমন কমেছে, তেমনি নতুন ও আধুনিক সুবিধাসম্পন্ন বাড়ির ভাড়াও বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া সরকার বিমান ভাড়া গতবছরের তুলনায় দেড় শ' ডলার বৃদ্ধি করেছে। রয়েছে বিভিন্ন ধরনের ট্যাক্স। এছাড়া ডলার ও রিয়ালের দাম বেড়ে গেছে যা আগামী তত্ত্বাবধায়ক সরকার আমলে আরো বৃদ্ধির আশংকা রয়েছে। সার্বিক বিবেচনায় আমরা এবার দুটি প্যাকেজ নির্ধারণ করেছি।

দু'টি প্যাকেজ

মক্কায় বাড়ি ৩ মিনিটের দূরত্বে	মক্কায় বাড়ি ৮ মিনিটের দূরত্বে
১লাখ ৯০ হাজার টাকা (কুরবানী ছাড়া)	১লাখ ৫০হাজার টাকা (কুরবানী ছাড়া)

অন্যান্য সুবিধাদি (যা সবার জন্য সমান)

* পিলগ্রীম পাস (পাসপোর্ট) তৈরি, ভিসা সংগ্রহ, * জেদ্দা যাতায়াতের বিমান টিকেট,
* মক্কা, মদীনা, মিনা, আরাফাত ও মুযদালিফায় পরিবহন ব্যবস্থা, * প্রতি রুমে এসির ব্যবস্থা
* আবাসিক ভবনে জমজম পানি, ওযু-গোসলের গরম-ঠাণ্ডা পানি, * রুম সার্ভিস
* মক্কা-মদীনার দর্শনীয় স্থান যিয়ারাত, * কুরবানী ক্রয় ও জবহে পূর্ণ সহযোগিতা,
* প্রতি দিন ৩ বেলা পুষ্টিকর খাবার ছাড়াও চা-নাস্তার ব্যবস্থা,
* অভিজ্ঞ আলিম ও মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধান

আমাদের নিম্নলিখিত ব্যাংক একাউন্ট ছাড়া লেনদেন নিষিদ্ধ
টপমোস্ট ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিকেশন
চলতি হিসাব নং ঃ ১৩৬৭/০,
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, পল্টন শাখা, ঢাকা

ব্যাংকে মুয়াল্লিম ফী জমাদানের শেষ তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর। সময় বৃদ্ধির সম্ভাবনা নেই

সৌদী আরব, কুয়েত, কাতার, বাহরাইন, মালয়েশিয়াসহ বিভিন্ন দেশের ভিসা বিশ্বস্ততার সাথে ও সুলভ মূল্যে প্রসেসিং করা হয়
গ্রামীণ এয়ার ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড
বাংলাদেশ সরকার ও কুয়েত এম্বাসী অনুমোদিত ট্রাভেল এজেন্ট

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা! আপনার এবছর সক্ষমতা থাকলে আগামী বছরের জন্য বিলম্ব করবেন না'। এছাড়া আগামী বছর আপনার শারীরিক বা আর্থিক সক্ষমতা নাও থাকতে পারে। কাজেই এখনই নিয়ত করুন এবং আমাদের সাথে মোবাইলে, টিএন্ডটিতে বা সশরীরে যোগাযোগ করুন ঃ

টপমোস্ট ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিকেশন
বাংলাদেশ ও সৌদী সরকার অনুমোদিত হজ্জ লাইসেন্স নং - ২১৭

গ্রুপভিত্তিক হজ্জযাত্রীদের জন্য বিশেষ সুবিধা দেয়া হবে ইনশা-আল্লাহ

২০৫/১, শহীদ মজরুল ইসলাম সরণী ৩য় তলা (বিজয় নগর জাতীয় পার্টি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের পূর্ব পাশে, প্রধান সড়ক সংলগ্ন) ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ৭১৬০৭২০, ০৮৮-২-৭১৬০৭৪৩ ফ্যাক্স নং ঃ- ০৮৮-২-৭১৬০৭৪৩ E-mail : topincommunication@yahoo.co.in
মোবাইল ঃ মীর মোঃ আব্দুর রৌফ ঃ ০১৯২-১৫৭৭২৪, মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম ঃ ০১৫২-৪৮৭৭২৪, মুসলিম খান ঃ ০১৫২-৬৬২০১২, রুহুল কুদ্দুস ঃ ০১৫২-৩৪০৮৬২, মুহাম্মদ সানাউল্লাহ ঃ ০১১৯৯-০৯০০৮১

কবিতা

কারামুক্তি দিবস

-মুহাম্মাদ আমীরুল ইসলাম মাষ্টার
ভায়ালক্ষ্মীপুর, চারঘাট, রাজশাহী।

ফন্দি কারার বন্দীশালায় চার নেতারা ছিলেন বন্দী
ধরতে তাঁদের চালায় কত ছলচাতুরী ফিকির-ফন্দী।
জঙ্গীবাদ আর বোমাবাজী খুন-খারাবীর সন্দেহে
অত্যাচারীর কয়েদ খানায় হয়েছিলেন বন্দী যে।
মনে আছে ভালভাবে দিন তারিখও বলতে পারি
দুই হাযার পাঁচ সালের বাইশে ফেব্রুয়ারী।
'আহলেহাদীছ আন্দোলন' আর 'যুবসংঘে'র সংগঠন
আল-কুরআন আর ছহীহ হাদীছের ছড়িয়ে ছিল বিকিরণ।
এই আলোকে গড়বে জীবন শপথ নিয়ে মুসলিম জাতি
ভুলে গিয়ে যত সংশয় দ্বন্দ্ব-বিভেদ আত্মঘাতী।
বিশ্বব্যাপী এই আন্দোলন ছড়িয়ে যখন পড়েছিল
মুসলিম মিল্লাত সকল ছেড়ে সোজা পথটিই ধরেছিল।
ঠিক এমনি সময় ইহুদীবাদের চক্রজাল দেয় ছড়িয়ে
কয়েদ খানায় কয়েদ করে ফন্দী জালে জড়িয়ে।
ভেবেছিল এই আন্দোলন স্তব্ধ করে দিবে তারা
মুসলিম জাতি বিশ্বব্যাপী হয়ে যাবে দিশেহারা।
সে কারণেই ডঃ গালিব বন্দী হ'লেন যে রাতে
নূরুল ইসলাম, আযীযুল্লাহ, সালাফীও সেই সাথে।
দেশ-বিদেশে খবর গেল ছবি সহ চার নেতার
জঙ্গীবাদের সন্দেহে তাই ছড়িয়ে ছিল মিথ্যাচার।
বোমাবাজী, খুন-খারাবী, চুরি-ডাকাতির মামলা যে
চাপিয়ে দিল মিথ্যা করে সবার উপর এক সাথে।
কারার ঐ লৌহকপাট বন্ধ করে মারল তালা
বুঝিয়ে দিল ভাল করে জোট সরকারের কেমন জ্বালা।
রিমান্ডের পর রিমান্ড দিয়ে করল যুলুম নির্যাতন
তবুও কোন হদিস না পায় অপরাধের আর তেমন।
'আন্দোলনে'র ছুটল জোয়ার দেশ হ'তে দেশ দেশান্তরে
মিথ্যাচারীর ফন্দি-ফিকির ডুবল গিয়ে সাত সাগরে।
বিশ্ব মুসলিম জানল সবাই রইল নাকো আর গোপন
একমাত্র তাওহীদবাদী 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'।
নবী যাহার প্রতিষ্ঠাতা ছাহাবীগণ প্রচারক
তাই মুসলিম উম্মাহ যুগে যুগে জানায় যে বাদ মোবারক।
আল-কুরআন আর ছহীহ হাদীছের আন্দোলন ও নিখাদ খাঁটি
এই কাফেলার রাহবারেরাও সত্য জ্ঞানে পরিপাটি।
তাই নির্দোষ বলে প্রমাণ হ'ল নেই অপরাধ গোস্তাখী
এবার সতের মাস পরে কারার লৌহ কপাট খুলল কি?
ভাঙ্গল এবার শিকল বুঝি সত্য সেবীর লাথির চোটে
লৌহ কারার লৌহ মানব দশদিকে ফের চল্লে ছুটে।
মুক্তি পেল তিন নেতা আজ ডঃ গালিব রইল বাঁকি
টালবাহানা করে কেবল আইনটাকে দিচ্ছে ফাঁকি।
রাখতে কেহ পারবে নাকো বেঁধে তারে কোন শিকল
সত্য ন্যায়ের হাতুড়ীতে ভেঙ্গে চুরে করবে বিকল।
তাওহীদের ঐ ঝাণ্ডা হাতে আসবে ফিরে সিপাহসালার
ইনশাআল্লাহ আসবে ছুটে আমীর মোদের এই কাফেলার।
বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিবে আহলেহাদীছ আন্দোলন
মুসলিম উম্মাহ্র মাঝে আবার সৃষ্টি হবে আলোড়ন।
এই কাফেলার তিন নেতাদের কারা মুক্তির আনন্দে
ভিড় করেছে আজকে সবাই করতে বরণ স্বানন্দে।
তাই নওগাঁ জেলের আঙ্গিনাতে তিল ঠাঁই আর নাইরে।
কত মাইক্রোবাস আর মটর সাইকেল ভিতরে ও বাইরে।
দুই হাযার ছয় সাল যে থাকবে স্মরণ সবার তরে
জুলাই মাসের নয় তারিখে খুশী সবাই ঘরে ঘরে।

***

গযল-এ ছিয়াম

-মোল্লা আব্দুল মাজেদ
রঘুনাথপুর, পাংশা, রাজবাড়ী।

মারহাবা মারহাবা, মারহাবা মারহাবা
ছিয়ামের এই মাস এসেছে মারহাবা মারহাবা
মহামুক্তির মিলন মেলা আজ আমাদের দ্বারে
পুণ্যময়ী সওদা নিয়ে সব মুমিনের তরে
সাচ্চা দিলে দু'হাত তুলে নাও টেনে নাও তারে
ছিয়াম সেধেই জান্নাতের ঐ
মিলবে সঠিক রাহা
মারহাবা মারহাবা
জাহান্নামের মুক্তিদাতা মারহাবা মারহাবা।
এই ছিয়ামেই পাই খুঁজে পাই সাম্যবাদের বাণী
ছিয়াম মাসেই নাযিল হ'ল অহি-র বিধান খানি
ছিয়াম সেধেই সফল হবে সকল যিন্দেগানী
ছিয়াম সেধেই কাটবে মনের
জ্বলন্ত গুমরাহ।
মারহাবা মারহাবা
পবিত্র লায়লাতুল ক্বদর মারহাবা মারহাবা
মহা সাম্যের ঈদুল ফিতর মারহাবা মারহাবা।

***

সংশোধনী

গত সংখ্যার ৩৫ পৃষ্ঠায় 'আহলেহাদীছ জাতীয় মহাসম্মেলন '০৬' শিরোনামে প্রকাশিত কবিতার ২য় লাইনে 'উনিশ শ' ছয় সালের' পরিবর্তে 'দুই হাযার ছয় সালের' হবে।-সম্পাদক।

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (বিজ্ঞান)-এর সঠিক উত্তর

১। অতি ক্ষুদ্র জিনিসকে স্পষ্ট করে দেখার যন্ত্র।
২। বহু দূরের জিনিসকে স্পষ্ট করে দেখার যন্ত্র।
৩। দিক নির্ণয়ক যন্ত্র।
৪। খাবার জিনিস ঠাণ্ডা রাখার বৈদ্যুতিক আলমারি।
৫। হৃৎস্পন্দন, ফুসফুসের সংকোচন ও প্রসারণ পরীক্ষার যন্ত্র।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (স্বদেশ)-এর সঠিক উত্তর

১। ১৯৭৭ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী।
২। ১৯৮২ সালের ২৪ শে এপ্রিল।
৩। ১৯৮০ সালের ১ ডিসেম্বর।
৪। ১৯৮২ সালের ১ জুলাই।
৫। ১৯৮২ সালের ২৮ জানুয়ারী।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (বিজ্ঞান)

১। মানব দেহে হাড়ের সংখ্যা কত?
২। মানব দেহে রক্তের পরিমাণ কত?
৩। মানব দেহে পানির পরিমাণ কত?
৪। মেরুদণ্ডে হাড় সংখ্যা কত?
৫। পূর্ণবয়স্ক মানুষের দাঁত কয়টি?
৬। সুস্থ শরীরে রক্তের গতি কত?

** সংগ্রহেঃ মাহফুযুর রহমান*
নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (আল-কুরআন)

১। পবিত্র কুরআনে জীব-জন্তুর নামে কতটি সূরা আছে?
২। কোন সূরায় গণিতের বিষয় গুন, ভাগ, ল.সা.গু. ও গ.সা.গুর বর্ণনা আছে?
৩। পবিত্র কুরআনের কোথায় যোগ শিখানো হয়েছে?
৪। বিমান আবিস্কৃত হয়েছে কোন আয়াতের ভিত্তিতে?
৫। মহাশূন্যে অভিযান সম্পর্কে কোন সূরায় আলোচিত হয়েছে?

** সংগ্রহেঃ রবীউল ইসলাম*
আলিম শ্রেণী
নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।

সোনামণি সংবাদ

প্রশিক্ষণঃ

সারাংপুর, গোদাগাড়ী, রাজশাহী ৭ জুন বুধবারঃ অদ্য সকাল ৬-টায় সারাংপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। তিনি সোনামণি সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা, ছালাত ও সালামের গুরুত্ব ও ফযীলতের উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'সোনামণি' মারকায শাখার সহ-পরিচালক হাফেয রবীউল ইসলাম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে মুসাম্মাৎ রাযিয়া খাতুন এবং অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন উক্ত জামে মসজিদের ইমাম আফ্ফানুল্লাহ।

নশিপুর, বগুড়া ২৩ জুন শুক্রবারঃ অদ্য সকাল ৬-টায় নশিপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। তিনি সোনামণি সংগঠনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'সোনামণি' মারকায শাখার সহ-পরিচালক হাফেয রবীউল ইসলাম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে মেহেদি হাসান ও জাগরণী পরিবেশন করে আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ।

বাগমারা, রাজশাহী ১৩ জুলাই বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ আছর হাট গাংগোপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সোনামণি বাগমারা উপযেলা পরিচালনা পরিষদের এক বিশেষ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী যেলা 'আন্দোলন'-এর গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক মাওলানা আহমাদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলইয়াস।

অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুর রশীদ, বাগমারা উপযেলার প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা আবুল কাসেম, উপদেষ্টা মাষ্টার এস,এম, সিরাজুল ইসলাম, পরিচালক মাওলানা এস,এম, সুলতান মাহমূদ, সহ-পরিচালক মাষ্টার নিযামুল হক্ব ও মাষ্টার আব্দুল মালেক প্রমুখ।

বাগমারা, রাজশাহী ১৪ জুলাই শুক্রবারঃ অদ্য সকাল ৬-টায় সমসপুর হাফিযিয়া মাদরাসায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলইয়াস। তিনি সোনামণিদেরকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শে চরিত্র গঠনের উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুর রশীদ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি আব্দুল কুদ্দুস, জাগরণী পরিবেশন করে আব্দুল মালেক এবং অনুষ্ঠান পরিচালনা করে হাটখুজিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ৭ম শ্রেণীর ছাত্র আরীফুল ইসলাম।

সোনামণি সমাবেশঃ

ব্রজনাথপুর, পাবনা ২৩ জুন শুক্রবারঃ অদ্য সকাল ৮-টায় ব্রজনাথপুর মধ্যপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে পাবনা যেলা সোনামণির উদ্যোগে এবং যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর সার্বিক সহযোগিতায় এক বিশাল সোনামণি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ বেলালুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলইয়াস। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘে'র সাবেক সভাপতি জনাব আব্দুস সুবহান, বর্তমান সভাপতি এস,এম, ছফীউল্লাহ, যেলা 'সোনামণি'র সাবেক পরিচালক আব্দুল কাদের ও 'সোনামণি' নওদাপাড়া মারকায শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক আবু রায়হান প্রমুখ।

সমাবেশে বক্তাগণ বলেন, আজকের শিশুরাই আগামী দিনে দেশ ও জাতির কর্ণধার। তাদেরকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শ অনুসারে সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার জন্যই 'সোমনাণি' সংগঠনের অগ্রযাত্রা। এ মহান উদ্দেশ্য নিয়েই সোনামণি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। অথচ তাঁকে এবং আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দকে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন মামলায় জড়িয়ে প্রায় দেড় বছর ধরে কারান্তরীণ রেখে প্রকৃত পক্ষে দেশের অগণিত শিশু-কিশোরদেরকে দ্বীনের সঠিক আলো থেকে দূরে রাখার হীন অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে। বক্তাগণ অবিলম্বে মুহতারাম আমীরে জামা'আত সহ নিরপরাধ আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দের মুক্তির জোর দাবী জানান। রাজশাহী মহানগরী সোনামণির প্রাক্তন পরিচালক জাহিদুল ইসলামের পরিচালনায় উক্ত সমাবেশে উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন যেলা সোনামণির সাবেক সহ-পরিচালক সারোয়ার আহমাদ। কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি সুলতান মাহমূদ এবং ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে আনোয়ার আহমাদ। সমাবেশে সোনামণিদের মধ্যে অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

বিশ্বব্যাংক দারিদ্র্য বাড়াচ্ছে

বিশ্বব্যাংক এদেশে দারিদ্র্য বাড়াচ্ছে। তাদের বিভিন্ন প্রকল্প ব্যর্থ হচ্ছে অথচ এসবের ঋণের দায় বইতে হচ্ছে এদেশের জনগণকে। এ বক্তব্য বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী ডঃ আব্দুল মঈন খানের। দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রণীত 'দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র' (পিআরএসপি) প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, পিআরএসপি দিয়ে আগামী ১০০ বছরেও দেশের দারিদ্র্য নিরসন সম্ভব নয়। বরং এ দলীল ভবিষ্যতে বাংলাদেশের দারিদ্র্য ও আয় বৈষম্য আরো বাড়াবে। এ দেশের মানুষকে দাসে পরিণত করবে। পিআরএসপিকে একটি অর্থহীন ও অপয়া দলীল হিসাবে আখ্যায়িত করে মন্ত্রী এক পর্যায়ে পিআরএসপির মুদ্রিত দলীলটি ছুঁড়ে ফেলেন বিশ্বব্যাংকের বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর ক্রিস্টিনা ওয়ালিকের সামনে। বাংলাদেশের বর্তমান রাষ্ট্রীয় নীতি-নির্ধারণী ও অর্থনীতির দিক নির্দেশক হিসাবে স্বীকৃত (!) পিআরএসপি নিয়ে ইকোনমিক রিসার্চ গ্রুপ এবং কমনওয়েলথ সচিবালয়ের যৌথ উদ্যোগে গত ৫ আগষ্ট আয়োজিত এক সেমিনারে এ ঘটনা ঘটে।

পিআরএসপি প্রসঙ্গে বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী বলেন, বিপুল জনসংখ্যা হ'ল আমাদের দেশের মূল সম্পদ। এই জনশক্তিকে জনসম্পদে পরিণত করতে জ্ঞান ও প্রযুক্তির যথাযথ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের কর্মদক্ষতার উন্নয়ন ঘটাতে হবে। লাভজনক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্য প্রয়োজনীয় বিনিয়োগও করতে হবে। তাহ'লেই কেবল এদেশের দারিদ্র্য নিরসন হবে। কিন্তু ৩শ' পৃষ্ঠার এই পিআরএসপি দলীলে জ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি। বাংলাদেশে জ্ঞাননির্ভর সমাজ গঠনের বিষয়টি এখানে সুকৌশলে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। তাহ'লে বাংলাদেশ কিভাবে এগিয়ে যাবে?

'বাংলাদেশের দারিদ্র্য নিরসন কৌশলে দাতাদের সহায়তা পর্যবেক্ষণ এবং তাদের সম্পৃক্ততার নীতি সম্পর্কে পুনঃ ভাবনা' শীর্ষক এই সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় ডঃ আব্দুল মঈন খান আরো বলেন, বিশ্বব্যাংকের ঋণে গত ৩০ বছরে বাংলাদেশের লাভ-ক্ষতি কতটা হয়েছে তার মূল্যায়নের সময় এসেছে। তিনি এদেশে বিশ্বব্যাংকের বেশকিছু বড় বড় প্রকল্পের উল্লেখ করে বলেন, বিশ্বব্যাংক এদেশের পাটখাত ধ্বংস করেছে। জুট সেক্টরে এডজাষ্টমেন্ট প্রজেক্টের নামে তারা যে বিশাল ঋণ সহায়তার চুক্তি করেছিল তা পুরোপুরি পালন না করে নানা শর্তের সাথে সামান্য কিছু অর্থ দিয়ে মাঝপথেই সেটি বন্ধ করে দেয়। ঐ অর্থ ব্যবহারে সরকারের কোন স্বাধীনতা ছিল না। অথচ শর্তগুলি পালনে বাধ্য করে তারা পাটশিল্পের বারোটা বাজিয়ে দেয়। স্বাস্থ্য খাতের এইচপিএসপি প্রজেক্টের বর্ণনা দিয়ে তিনি বলেন, ১৫ হাযার কোটি টাকার ঋণ দিয়ে তারা সাড়ে ৪ হাযার ইউনিয়নে যে কমিউনিটি স্বাস্থ্য ক্লিনিক নির্মাণে বাধ্য করেছিল সেসব ক্লিনিক এখন বাতিল। বিশ্বব্যাংক স্বীকার করেছে এ প্রকল্প ভুল ছিল। হাযার হাযার হেক্টর উর্বর কৃষি জমি নষ্ট করে ক্লিনিকের নামে সেখানে যে দালান-কোঠা বানানো হয়েছিল তা এখন পরিত্যক্ত। কিন্তু এ ঋণের দায় থেকে তারা এদেশের জনগণকে মুক্তি দেয়নি। ফলে এদেশের শিশুরা জন্মের সময় থেকেই হাযার হাযার কোটি টাকার ঋণের দায় মাথায় নিয়ে পৃথিবীতে আসে। যে ঋণে তাদের পূর্বসূরিরা ভিক্ষুক হয়েছে।

অনূর্ধ্ব ৪০ বছর বয়স্কদের ওমরা ভিসা দেয়া হবে না

আরব আমীরাত, মালয়েশিয়ার পর এবার সঊদী আবর বাংলাদেশীদের ভিসা প্রদানে কড়াকড়ি আরোপ করেছে। সঊদী আরব অতি সম্প্রতি অনূর্ধ্ব ৪০ বছর বয়স্ক বাংলাদেশী নাগরিকদের ওমরা ভিসা দেয়া বন্ধ করে দিয়েছে। ওমরা ভিসার নামে এক শ্রেণীর অসাধু আদম ব্যবসায়ীর অবৈধ জনশক্তি পাচারের অভিযোগে সঊদী আরব বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানা গেছে। উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে একই অজুহাত দেখিয়ে সংযুক্ত আরব আমীরাত বাংলাদেশীদের ভিজিট ভিসা এবং মালয়েশিয়া টুরিষ্ট ভিসা প্রদান বন্ধ করে দেয়। আজ পর্যন্ত এ দু'টি ক্ষেত্রেও সমস্যা সমাধানে তেমন কোন অগ্রগতি হয়নি।

সারাদেশে বিপুল সংখ্যক লোক ভোটার হ'তে পারেনি

ভোটার হালনাগাদ গত ২০ আগষ্ট শেষ হয়েছে। বিপুল সংখ্যক ভোটারকে তালিকার বাইরে রেখেই এই হালনাগাদ কাজ শেষ হ'ল। এর ফলে সারাদেশে প্রায় ২০ থেকে ২৫ লাখ ভোটার তালিকার বাইরেই থেকে গেল। যারা এখনো তালিকাভুক্ত হ'তে পারেননি তাদের এখন নিজ উদ্যোগেই ভোটার হ'তে হবে। উল্লেখ্য, ২১ জুলাই সারাদেশে বাড়ী বাড়ী গিয়ে ভোটার হালনাগাদের কাজ শুরু হয়। প্রথম পর্যায়ে ১০ আগষ্ট পর্যন্ত চলে। পরে এই সময়সীমা ২০ আগষ্ট পর্যন্ত বাড়ানো হয়।

গত ২০ আগষ্ট ইসি সচিবালয় থেকে জানানো হয়েছে, গত ১৯ আগষ্ট পর্যন্ত সারা দেশে ১ কোটি ৬৩ লাখ ৪৩ হাযার ৩৪২ জন নতুন ভোটারকে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। বিদ্যমান তালিকা থেকে নাম বাদ দেয়ার আবেদন করেছেন ২৩ লাখ ৭৪ হাযার ৬৬১ জন এবং ত্রুটি সংশোধনের আবেদন করেছেন ৩ লাখ ৭৬ হাযার ৫৭৬ জন।

২০০৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত বিদ্যমান তালিকায় ভোটার সংখ্যা ছিল প্রায় ৭ কোটি ৬৪ লাখ। আদালতের রায়ের ভিত্তিতে বাতিল হয়ে যাওয়া নতুন ভোটার তালিকার খসড়া হিসাবে ভোটার সংখ্যা দেখানো হয়েছিল ৯ কোটি ১৩ লাখ ১৪ হাযার ৫৯২ জন। গত ১৯ আগষ্ট পর্যন্ত ইসির হিসাব অনুযায়ী বিদ্যমান তালিকা থেকে বাদ পড়াদের নাম বাদ দেয়া এবং নতুনদের নাম যোগ করার পর যে হিসাব দাঁড়িয়েছে তাতে সারা দেশের মোট ভোটার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ৯ কোটি ৪ লাখে।

মালয়েশিয়া যেতে অদক্ষ শ্রমিকদের ৮৪ হাযার এবং দক্ষদের ১ লাখ ২০ হাযার টাকা লাগবে

মালয়েশিয়ায় জনশক্তি রফতানীতে অদক্ষ শ্রমিকদের সর্বোচ্চ ৮৪ হাযার এবং আধা দক্ষ ও দক্ষ পেশাদার শ্রমিকদের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১ লাখ ২০ হাযার টাকার মধ্যে ব্যবস্থা করার জন্য সুপারিশ করেছে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি। গত ২০ আগষ্ট জাতীয় সংসদ ভবনে অনুষ্ঠিত সভায় মালয়েশিয়ায় লোক প্রেরণের ক্ষেত্রে যাতে অধিক পরিমাণ অর্থ আদায় না হয় এবং গমনেচ্ছুরা যাতে হয়রানির শিকার বা ক্ষতিগ্রস্ত না হন সেদিকে লক্ষ্য রেখে বাস্তবতার আলোকে মন্ত্রণালয়কে পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য কমিটির পক্ষ থেকে সুপারিশ করা হয়েছে।

বিনা বিচারে ১০ বছর কারাভোগ

বিনা বিচারে ১০বছর যাবত কারাবন্দী আছেন ৮০ বছরের বৃদ্ধ আব্দুল মালেক। সম্প্রতি তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তাকে ভর্তি করা হয়। মিয়ানমার

থেকে সমুদ্রপথে গরু চোরাচালানের মিথ্যা অভিযোগে ধরা পড়ে দু'বছরের সাজা ভোগের মেয়াদ শেষেও ঠিকানা জটিলতার কারণে মুক্তি মেলেনি এ হতভাগ্যের। দুই দেশের ঠিকানা ব্যবহারের কারণে কোন দেশের সরকার দায়িত্ব নিতে চায়নি বলে তার এ দুরবস্থা। দীর্ঘ ১০ বছর ধরে মুক্তির আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন তিনি।

জানা যায়, ১৯৯৪ সালের ১৫ নভেম্বর মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে মেয়েকে দেখতে আসার পথে কক্সবাজারের সেন্টমার্টিনে নৌবাহিনীর হাতে ধরা পড়েন আব্দুল মালেক। তাকে ও তার সঙ্গী ১৮ জনকে চোরাচালান মামলায় আটক দেখিয়ে নৌবাহিনী কক্সবাজার পুলিশের হাতে তুলে দেয়। সেই মামলায় তার দু'বছরের সাজা ও এক হাযার টাকা জরিমানা করা হয়। পরে সবাই মিয়ানমার চলে গেলেও আব্দুল মালেকের আর ফেরা হয়নি। ঐ মামলায় দুই দেশের ঠিকানা ব্যবহার করায় মিয়ানমার সরকার জেল কর্তৃপক্ষের পাঠানো চিঠি গ্রহণ করেনি। অন্যদিকে বাংলাদেশ সরকারও তার দায়িত্ব নিতে চায়নি। ফলে কারাগারের ভেতরেই কেটে গেছে আব্দুল মালেকের জীবনের ১০টি বছর।

গত ১৮ আগষ্ট শুক্রবার চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ২৬ নাম্বার ওয়ার্ডের ৩৯ নাম্বার বেডে জীবন্মৃতের মতো শুয়েছিলেন তিনি। ক্ষীণ কণ্ঠে বিড়বিড় করে বলছিলেন, '১৯৭১ সালে মিয়ানমার গিয়ে বিয়ে করি। তারপর আর দেশে ফিরিনি। ২৬ বছর আগে মেয়েকে বিয়ে দেই বাংলাদেশের এক যুবকের সঙ্গে। টেকনাফে থাকা মেয়েকে দেখতে আসার সময় ধরা পড়ি। আমাদের নৌকাতেই চোরাচালানিরা গরু নিয়ে আসছিল। তাই নৌকার সবাইকে চোরাচালান মামলায় কোর্টে চালান দেয়া হয়।

হাতে তৈরী কাগজে ভাগ্য বদল

ছেঁড়া ও পরিত্যক্ত কাগজ, ঘাস এবং কচুরিপানার ডাটার কুচি দিয়ে হাতে তৈরী কাগজ এখন ভাগ্য পরিবর্তন করছে বরিশালের আগৈলঝাড়ার বিল এলাকার কয়েকশ' দুঃস্থ ও অসহায় পরিবারের। এসব উন্নতমানের কাগজ শুধু দেশের নামী-দামি শো-পিস শপে নয়, ইউরোপসহ বিদেশের বিভিন্ন বাজারে রফতানীর মাধ্যমে দেশকে এনে দিচ্ছে বৈদেশিক মুদ্রা। মুখে হাসি ফুটছে বরিশালের চির দারিদ্র্যপীড়িত আগৈলঝাড়া-উজিরপুর সংলগ্ন সাতলা-বাগদা বিল এলাকার শত শত নারী-পুরুষের।

বরিশাল মহানগরী থেকে প্রায় ৪৫ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে আগৈলঝাড়া ও উজিরপুর উপযেলার সীমান্তঘেঁষা জোবারপাড় গ্রাম। দারিদ্র্যপীড়িত এই এলাকায় গুটিকতক বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা অসহায় ও দুঃস্থ এলাকাবাসীকে বিকল্প কর্মসংস্থানের মাধ্যমে তাদের সাবলম্বী করে তোলার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এরই একটি অপ্রচলিত কর্মসংস্থান হচ্ছে হাতে কাগজ তৈরী। আগৈলঝাড়া উপযেলা সদর থেকে মাত্র দু'কিলোমিটার দূরেই সাতলা-বাগদা সেচ প্রকল্পের ভেড়িবাঁধের ধারে জোবারপাড় এলাকায় এ ধরনের কয়েকটি হাতে কাগজ তৈরীর কুটির শিল্প গড়ে উঠেছে। কয়েকটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সহায়তায় 'জোবারপাড় এন্টারপ্রাইজ' নামের একটি আধা বাণিজ্যিক সংগঠন গ্রামের দুঃস্থ ও অসহায় মহিলাদের নিয়ে সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে হাতে উন্নতমানের কাগজ তৈরী করছে। এসব রং-বেরঙের কাগজ দিয়ে শুভেচ্ছা কার্ড, দাওয়াতপত্র সহ বিভিন্ন ধরনের শো-পিসও তৈরী হচ্ছে। এমনকি ইউনিসেফসহ কয়েকটি আন্তর্জাতিক সংস্থা এসব কাগজের ফরমায়েশ দিতেও শুরু করেছে। ঐ সব সংস্থা নানা ধরনের কার্ড তৈরীতে বিশ্বব্যাপী এখন বরিশালের জোবারপাড়ের দুঃস্থ মহিলাদের হাতে তৈরী কাগজ ব্যবহার করছে। এমনকি ঢাকার কয়েকটি উন্নতমানের গিফটশপেও হাতে তৈরী কাগজের বিভিন্ন শো-পিস সরবরাহ করা হচ্ছে জোবারপাড় থেকে।

কিন্তু অবিশ্বাস্য হ'লেও সত্যি, যে কাগজের এত কদর তা তৈরী হচ্ছে সম্পূর্ণ দেশীয় লাগসই প্রযুক্তিতে। পরিত্যক্ত, ছেঁড়া ও বাতিল কাগজ অথবা ঘাস ও কচুরিপানার ডাটার কুচি এ কাগজ তৈরীর মূল উপকরণ। এর সাথে যোগ হচ্ছে পানি ও রঙ সহ সামান্য কিছু রাসায়নিক পদার্থ। বড় মাপের একটি চুল্লির উপর মাঝারি মাপের কড়াইতে পানির সাথে ঘাস বা কচুরিপানার কুচি অথবা ছেঁড়া ও পরিত্যক্ত কাগজের টুকরা সিদ্ধ করতে হয় একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত। এর সাথে কিছু রাসায়নিক পদার্থ ছাড়া যে রঙের কাগজ তৈরী হবে সে কালার পাউডার মিশিয়ে দিতে হবে। এসব মিশ্রণ একটি ঘনত্বে আসার পর কাগজের সাইজে তৈরী লোহার ফ্রেমের কাপড়ের চালুনিটি ঐ তরল পদার্থের মধ্যে ডুবিয়ে তুলে আনতে হবে। একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চালুনির তলা দিয়ে পানির অংশটি পড়ে যাওয়ার পর পুরো ফ্রেমটি রোদে শুকিয়ে নেয়ার পর সেখান থেকে কাগজের শুকনো অংশটি তুলে আনলেই তৈরী হয়ে যাবে উন্নতমানের হাতে তৈরী কাগজ।

মন্ত্রীসভা কমিটির সুপারিশ চূড়ান্ত

ফাযিল ও কামিলকে মাস্টার্সের সমমান দেবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

আলিয়া মাদরাসা শিক্ষার ফাযিলকে ডিগ্রী এবং কামিলকে মাস্টার্স সমমান দেয়ার সুপারিশ গত ২৪ আগষ্ট মন্ত্রীসভা কমিটি চূড়ান্ত করেছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এ দু'টি ডিগ্রীর স্বীকৃতি দেবে। বৈঠকে উপস্থিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ওয়াকিল আহমাদ জানান, মাদরাসা ও সাধারণ শিক্ষার মধ্যে যে ব্যবধান, তা কমিয়ে আনার লক্ষ্যে এ সমমান দেয়া হয়েছে। তবে ফাযিল ও কামিল স্তরে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস, পাঠ্যবই, শিক্ষক নিয়োগের শর্ত, অবকাঠামোসহ বিভিন্ন বিষয় অনুসরণ করতে হবে। তিনি জানান, ফাযিল কোর্স হবে ডিগ্রীর মতোই তিন বছরের। যেসব মাদরাসা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শর্ত পূরণ করবে, সেগুলিকেই স্বীকৃতি দেয়া হবে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী কলেজ অধিভুক্তির ক্ষেত্রে সর্বশেষ ২০০০ সালের ১১ সেপ্টেম্বর যে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে সে অনুযায়ী যে বিষয়গুলি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ তার মধ্যে রয়েছে অধিভুক্তির জন্য মেট্রোপলিটন/পৌর/শিল্প ও মফস্বল এলাকাভেদে আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের এক থেকে দুই একর অখণ্ড জমির উপর নিজস্ব ক্যাম্পাস, প্রশাসনিক কক্ষ, শিক্ষার্থীদের কমন কক্ষ ছাড়াও অন্তত ৭শ' বর্গফুট আয়তনের ন্যূনতম ১০টি শ্রেণী কক্ষ, প্রতিটি বিষয়ে কমপক্ষে ৩ জন যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক, প্রতিটি বিষয়ে পাঠ্যসূচী অনুযায়ী অন্তত তিন হাযার পুস্তক ছাড়াও প্রয়োজনীয় রেফারেন্স বুকসহ সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার, আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের এলাকায় কমপক্ষে দু'টি উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, একাদশ ও দ্বাদশ স্তরের প্রতি শ্রেণীর প্রতি শাখায় ৮০ থেকে ১০০ জন শিক্ষার্থী, প্রশাসনিক ও একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অপারেটরসহ কম্পিউটার অবশ্যই থাকতে হবে। অধিভুক্তির নীতিমালা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসরণ করা হ'লে মোট এক হাযার ১১৮টি ফাযিল ও কামিল মাদরাসার মধ্যে শর্তের মারপ্যাঁচে অধিভুক্তির আবেদন পর্যায়েই ছেঁটে ফেলা হবে সহস্রাধিক মাদরাসা।

বিদেশ

মেদ কমাতে মার্কিনীরা বিপুল অর্থ ব্যয় করছে

আমেরিকানরা ২০০৫ সালে ৪ হাযার ৮শ' ৬০ কোটি ডলার ব্যয় করেছে শরীরের মেদ আর ওযন কমানোর জন্য। এ তথ্য জানিয়েছে মার্কেডাটা এন্টারপ্রাইজ। অর্থ ব্যয়ের এ অংক ৫ বছর আগের তুলনায় ৪০% বেশী বলে স্বাস্থ্য বিষয়ক গবেষকরা উল্লেখ করেছেন। সম্প্রতি পরিচালিত এক জরিপে আরো বলা হয়েছে যে, ওযন কমানোর প্রক্রিয়ায় যারা অংশ নিচ্ছে তার ২১% দু'মাসের মধ্যেই সেটা আর অব্যাহত রাখে না। প্রায় ৫০% এক বছরও অতিবাহিত করতে পারে না। 'ন্যাশনাল সেন্টার ফর হেলথ স্ট্যাটিসটিক'-এর অপর এক তথ্যে বলা হয়েছে, প্রাপ্তবয়স্ক আমেরিকানের ৩০% অর্থাৎ প্রায় ৬ কোটি হ'লেন অস্বাভাবিক মোটা। এদের অনেকেই চেষ্টা করেন শরীরের ওযন কমাতে। এজন্য কেউ কেউ খাদ্যের ব্যাপারে সচেতনতা অবলম্বন করেন। কিন্তু অনেকে সেটা অব্যাহত রাখতে পারে না।

ভিক্ষুকদের বার্ষিক আয় ১৮০ কোটি রূপী

ভারতের বাণিজ্য নগরী মুম্বাইয়ে ভিক্ষুকরা বছরে আয় করে ১৮০ কোটি রূপী। সম্প্রতি মুম্বাইয়ে বিধান সভায় আলোচনাকালে উঠে আসে এমনই এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। মহারাষ্ট্রের সামাজিক বিচার মন্ত্রী ধর্মরাওবাজ আত্রাম গত ১৯ জুলাই মুম্বাইয়ে ক্রমবর্ধমান ভিক্ষুকের সংখ্যায় উদ্বেগ প্রকাশ করে জানিয়েছেন, মুম্বাই শহরে ভিক্ষুকদের বছরে রোযগার প্রায় ১৮০ কোটি রূপী।

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বৃটেনের বন্ধুত্ব অসম

আমেরিকার সঙ্গে বৃটেনের 'বিশেষ সম্পর্ক' এখন অসম পর্যায়ে পৌঁছেছে। বৃটেনের একটি জরিপে মঙ্গলবার এ তথ্য প্রকাশ পায়। সেখানে বলা হয়েছে, প্রেসিডেন্ট বুশ হচ্ছে আধিপত্য বিস্তারকারী অংশীদার। 'দি গার্ডিয়ান' পত্রিকায় প্রকাশিত আইসিএম জরিপে অংশগ্রহণকারীদের মাত্র ৩০ শতাংশ বিশ্বাস করে, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে এ ধরনের সম্পর্ক গড়ার অধিকার ব্লেয়ারের আছে, কিন্তু বিপক্ষে মত দিয়েছে ৬৩ শতাংশ। ব্লেয়ারের ক্ষমতাসীন লেবার পার্টির সমর্থকদের মধ্যে ৫৪ শতাংশ মনে করে এই সম্পর্কের ক্ষেত্রে তার প্রতি অবিচার করা হয়েছে। এই জরিপটি ২১ থেকে ২৩ জুলাইয়ের মধ্যে একহাযার এক জন প্রাপ্তবয়স্ক লোকের মধ্যে চালানো হয়েছে। জরিপের ২২ শতাংশ লোক জানিয়েছেন, হিযবুল্লাহ ২ সৈন্য অপহরণ করায় ইসরাঈল লেবাননে যে হামলা চালিয়েছে তা যথোপযুক্ত, কিন্তু অধিকাংশ বৃটেনবাসী এই মতের বিপক্ষে। কেননা ৬১ শতাংশ মতামত প্রদানকারীই মনে করে ইসরাঈল এটা মাত্রাতিরিক্ত করেছে।

থাইল্যান্ডে নির্বাচন কমিশনারের চার বছর কারাদণ্ড

থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী থাকসিন সিনাওয়াত্রার ঘনিষ্ঠ মিত্র বলে পরিচিত তিন নির্বাচন কমিশনারকে গত ২৫ জুলাই চার বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তারা গত এপ্রিলের পার্লামেন্টারী নির্বাচনে অযোগ্য প্রার্থীদের অংশগ্রহণ করতে দিয়েছিলেন। এসব কমিশনার নির্বাচনী আইন লংঘন এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হন। তারা গত ২ এপ্রিলের নির্বাচনের প্রার্থীদের ২৩ এপ্রিলের বিভিন্ন আসনে দ্বিতীয় দফা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দিয়েছিলেন। থাইল্যাণ্ডের শীর্ষ আদালত পরে ভোটের ফলাফল বাতিল করে দেন। আদালত বলেছে, এই নির্বাচন ছিল অসাংবিধানিক। নির্বাচন কমিশনারদের এহেন কারাদণ্ড প্রধানমন্ত্রী থাকসিনের জন্য এক মারাত্মক আঘাত। কারণ তিনজন কমিশনারের সবাই তার মিত্র।

আদালত সংশ্লিষ্ট কমিশনারদের ভোট দেওয়া এবং দশ বছর যাবৎ কোন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালানোর অধিকার বাতিল করেন। তারা কমিশনার হচ্ছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার বসনা পুয়েমলার্প এবং কমিশনার প্রিণ্যনাকুদ্রি ও বীরচাই নায়েব বুন্নিয়েরি। তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন বিরোধী দলীয় ডেমোক্র্যাট পার্টির নেতা থাভর্ল সোনয়েম।

ভারতে বাসাবাড়িতেও শিশুশ্রম নিষিদ্ধ

বাসাবাড়ি, রেস্টুরেন্ট ও হোটেলে শ্রমিক হিসাবে ১৪ বছরের নীচে শিশুদের নিয়োগের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে ভারত সরকার। ১ আগষ্ট ভারতের লেবার মিনিষ্ট্রির এক বিবৃতিতে এ কথা জানানো হয়। কর্মজীবী শিশুদের মনস্তাত্ত্বিক আঘাত ও যৌন নিপীড়ন থেকে বাঁচাতে 'চাইল্ড লেবার প্রহিবিশন অ্যান্ড রেগুলেশন্স অ্যাক্ট ১৯৮৬'-এর আওতায় এ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। আগামী ১০ অক্টোবর থেকে এ নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হবে।

ভারতে বিদ্যমান আইনে শিশুদের ঝুঁকিপূর্ণ শিল্পকারখানায় কাজ দেয়া নিষিদ্ধ। সরকারী কর্মচারীদের বাসায় শিশুদের দিয়ে গৃহস্থালির কাজ করানোও আইনবিরুদ্ধ। শ্রম মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে বাসাবাড়ি, হোটেল-রেঁস্তোরা, চায়ের দোকান ও অন্যান্য সেবা খাতে ১৪ বছরের নীচে শিশুদের নিয়োগ করাকে ঝুঁকিপূর্ণ উল্লেখ করে বলা হয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব শিশু শারীরিক, মানসিক ও যৌন নিপীড়নের শিকার হয়। বিবৃতিতে বলা হয়, হাইওয়ের পাশে খাবার দোকানগুলিতে কাজ করা শিশুরাই সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে বাস করে। বিভিন্ন ধরনের মানুষের সান্নিধ্যে আসায় এসব শিশুরা যৌন নিপীড়নকারীদের সবচেয়ে বড় শিকার।

নতুন আদেশটি অমান্য করলে ৩ মাস থেকে ২ বছরের কারাদণ্ড দেয়া হবে। এছাড়া ১০ থেকে ২০ হাযার রূপী জরিমানার বিধানও থাকবে।

বৃটিশ শিশুরা অসুখী

ইউরোপের সবচেয়ে অসুখী শিশুদের অন্যতম হ'ল বৃটিশ শিশুরা। এদের স্বাস্থ্যও অন্যদের তুলনায় খারাপ। শুধু তাই নয়, এরা মা-বাবার সঙ্গে কথাই বলে না। সম্প্রতি ইয়র্ক ইউনিভার্সিটির এক গবেষণায় এমন হতাশাজনক চিত্র ফুটে উঠেছে বৃটিশ শিশুদের। গবেষণাটি পরিচালিত হয় 'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা' (হু) ও 'অর্গানাইজেশন ফর ইকনমিক কো-অপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট' (ওইসিডি)-এর সার্ভে ডাটার ভিত্তিতে। এতে দেখা যাচ্ছে, ইউরোপিয়ান ইয়াংস্টারদের মধ্যে ভেঙ্গে যাওয়া পরিবার থেকে আসা এবং মা-বাবা ও বন্ধুদের সঙ্গে খারাপ সম্পর্কের দিক থেকে সবচেয়ে এগিয়ে আছে বৃটিশ শিশুরা। এদিক থেকে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের (ইইউ) ২৫ সদস্যের মধ্যে বৃটেনের অবস্থান ২১তম। এরপরেই আছে যথাক্রমে লাটভিয়া, এস্টোনিয়া, লিথুনিয়া ও স্লোভাকিয়া। দেখা গেছে, বৃটিশ শিশুদের মাত্র ৬০ শতাংশ মা-বাবার সঙ্গে এক টেবিলে খেতে বসে। এই হার ইউরোপের মধ্যে সবচেয়ে কম। অনেক শিশুই স্কুলে যেতে পসন্দ করে না। স্কুলে মারপিট আর গালাগালিতেও অন্য দেশের শিশুদের চেয়ে এগিয়ে আছে এরা। বৃটিশ শিশুদের মধ্যে মোটা হয়ে যাওয়ার প্রবণতাও অনেক বেশি

এবং সকালের নাশতা না খাওয়ার রেকর্ডও তাদের দখলে। এমন শিশুর সংখ্যা ২৭ শতাংশ। গবেষকরা বলেছেন, বৃটেনে মা-বাবার সঙ্গে থাকা শিশুদের চেয়ে একক মা, একক বাবা কিংবা সৎ পরিবারের সঙ্গে থাকা শিশুদের ভবিষ্যৎ যে অনিশ্চিত হয়ে পড়ে এ গবেষণা থেকে তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।

ইসলাম বিরোধী ভয়ানক মার্কিন প্রচারণা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কয়েক হাযার টিভি চ্যানেল এবং দুই শতাধিক রেডিও স্টেশন ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধেবিষ ছড়িয়ে যাচ্ছে। লাগাতারভাবে করে যাচ্ছে কুরআন-সুন্নাহর অপব্যাখ্যা। উল্লেখ্য যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিবছর প্রায় ২ শতাধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। প্রতিটি গ্রন্থ অন্তত ১ লাখ কপি ছাপা হয়। এসব পুস্তকের অধিকাংশতেই পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর বিকৃত ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। আমেরিকায় ৩ হাযার ৫শ' সাময়িকীতে অন্তত ২৫ হাযার ইসলাম বিরোধী প্রবন্ধ/নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। নাইন ইলেভেনের পর 'দি সিজ', 'শেখ', 'দি জুয়েল অব দি নাইন' ইত্যাদি নামে হলিউডে অন্তত ১২টি চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হয়েছে। যেগুলিতে মুসলমানদের চিহ্নিত করা হয়েছে নিকৃষ্ট মানুষ এবং সন্ত্রাসী হিসাবে। এতে ইসলাম ধর্মের উপরও ভিত্তিহীন নানা অপবাদ আরোপ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ১ হাযার ৭০০ দৈনিক ও ৮ হাযার সাপ্তাহিক পত্রিকার অধিকাংশই সুপরিকল্পিতভাবে তীব্র মুসলিম বিদ্বেষ ছড়িয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া আমেরিকায় ৮ হাযার এফএম এবং ১১ হাযার এএম রেডিও স্টেশন চালু রয়েছে। এসব রেডিও স্টেশনের মধ্যে ২শ' রেডিও সম্পূর্ণভাবে ইসলাম ও মুসলিম বিরোধী প্রচারণায় লিপ্ত রয়েছে। পশ্চিমাদের শত শত হাযার হাযার প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া থাকলেও মুসলমানদের কোন নির্ভরযোগ্য ও শক্তিশালী সংবাদপত্র বা সম্প্রচার কেন্দ্র নেই। অথচ কেবল যুক্তরাষ্ট্রেই ৮০ লাখের বেশী মুসলমান রয়েছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ, পাকিস্তান কিংবা ভারতে 'মুসলিম ব্রডকাষ্টিং কর্পোরেশন' বা 'মুসলিম ব্রডকাষ্টিং নেটওয়ার্ক' নেই। অথচ আমেরিকাতে 'খৃষ্টান সম্প্রচার নেটওয়ার্ক' রয়েছে। ইসলাম ও মুসলমান বিরোধী তথ্য আগ্রাসনের ভয়াবহ পরিণতি এড়াতে হ'লে মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের কোনই বিকল্প নেই। বাঁচতে হ'লে মুসলিম উম্মাহকে অবশ্যই সকল ভেদবুদ্ধি ভুলে ঐক্যবদ্ধ হ'তে হবে।

ঝলক জুয়েলার্স

আধুনিক রচিসম্মত স্বর্ণ-রৌপ্যের অলঙ্কার প্রস্তুতকারক ও সরবরাহকারী

প্রোঃ মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান
সাহেব বাজার, রাজশাহী
ফোনঃ দোকানঃ ৭৭৩৯৫৬।
বাসাঃ ৭৭৩০৪২।

মুসলিম জাহান

কুয়েত মুসলিম দেশগুলিকে ৩০ কোটি ডলার দেবে

তেলসমৃদ্ধ কুয়েত গরীব দেশগুলির সহায়তায় ৩০ কোটি মার্কিন ডলার প্রদান করে ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের (আইডিবি) মাধ্যমে একটি দরিদ্র তহবিল গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সরকারী কেইউএনএ সংবাদ সংস্থা একথা জানায়। মন্ত্রীপরিষদের এক বিবৃতিতে বলা হয়, সাপ্তাহিক মন্ত্রীপরিষদ বৈঠকে এই তহবিল অনুমোদন করা হয়েছে। আইডিবি পরিচালনা বোর্ড কুয়েতে বার্ষিক সভায় এ তহবিল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে একমত হয়েছে।

ইন্দোনেশিয়ায় ১১০টি ভূমিকম্পে সুনামি হয়েছে

ইন্দোনেশিয়ার সন্ত্রাস ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের সহযোগিতা কেন্দ্র জানিয়েছে, গত ৩৭৭ বছরের মধ্যে ক্ষয়ক্ষতি ডেকে এনেছে এমন ভূমিকম্প হয়েছে মোট ১৮৬ বার। এর মধ্যে ১১০টি ভূমিকম্প সুনামী ডেকে এনেছে। ক্ষতিগ্রস্তদের সহযোগিতা কেন্দ্রের প্রধান জনাব সুয়োনা সম্প্রতি জানিয়েছেন, বিগত ১৬২৯ সাল থেকে ২০০৫ পর্যন্ত যেসব ভূমিকম্প আঘাত করে ইন্দোনেশিয়ার ভূমির উপর শুধু সেই বিষয়েই পরিসংখ্যান দেয়া হ'ল। তিনি আরো জানিয়েছেন, ভূমিকম্পের সঙ্গে সুনামী সম্পর্কিত। ইন্দোনেশিয়ায় সবচেয়ে বেশী সংখ্যক সুনামী হয়েছে সুমাত্রায় ও পরের স্থান মালাকুতে। উল্লিখিত সময়ের মধ্যে সুমাত্রায় সুনামী হয়েছে ৪৫ বার ও মালাকুতে ৪১ বার ভূমিকম্প হয়েছে।

বুশের বিরুদ্ধে সঊদী আরবের হুঁশিয়ারী

মুসলমানদের প্রতি সন্ত্রাস এবং ফ্যাসিবাদের অভিযোগ আনার বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারী জানিয়েছে সঊদী আরব। কয়েকদিন আগে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ দাবী করেছিলেন, যুক্তরাষ্ট্র ইসলামের ফ্যাসিবাদের সাথে যুদ্ধ করছে। তার এ বক্তব্যের প্রেক্ষিতে সঊদী আরব ১৪ আগষ্ট এ হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে। সঊদী সরকার প্রত্যেককে এটা উপলব্ধি করার আহ্বান জানায় যে, সন্ত্রাসীদের কোন ধর্ম বা দেশ নেই। সঊদী পার্লামেন্টের এক বিবৃতিতে জানানো হয়, ইসলামিক সভ্যতার দাগবিহীন ইতিহাস বিবেচনা করা ছাড়াই মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঢালাওভাবে সন্ত্রাস এবং ফ্যাসিবাদের অভিযোগ আনার ব্যাপারে তারা সাবধান করে দিচ্ছে। সেখানে আরো বলা হয় যে, ফ্যাসিবাদের মতো বিষয় নিয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে আজ যে অভিযোগ আনা হচ্ছে, তা প্রাথমিকভাবে পশ্চিমা সংস্কৃতির তৈরী।

হিযবুল্লাহর বিরুদ্ধে হামলার পরিকল্পনায় যুক্তরাষ্ট্র জড়িত

লেবাননে হিযবুল্লাহর বিরুদ্ধে হামলার পরিকল্পনা প্রণয়নে যুক্তরাষ্ট্র সরকার ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত রয়েছে। গত ১২ জুলাই হিযবুল্লাহ ২জন ইসরাঈলী সৈন্যকে অপহরণ করে। তার আগে থেকেই যুক্তরাষ্ট্র ইসরাঈলের সঙ্গে মিলিতভাবে ঐ হামলার পরিকল্পনা করে। 'দি নিউ ইয়র্কার' ম্যাগাজিন তার সর্বশেষ সংখ্যায় এ বিষয়ে রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। ২ জন ইসরাঈলী সৈন্যকে অপহরণের ঘটনাকে ছলছুতা হিসাবে ধরে নিয়ে ইসরাঈল লেবাননে পূর্বপরিকল্পিতভাবে প্রচণ্ড বিমান হামলা এবং স্থল হামলা চালায়। পুলিৎজার পুরস্কার বিজয়ী মার্কিন সাংবাদিক সিমুর হার্স এ সম্পর্কে লেখেন, প্রেসিডেন্ট বুশ ও ভাইস-প্রেসিডেন্ট ডিক চেনি এ ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন যে, হিযবুল্লাহর বিরুদ্ধে ইসরাঈলের সফল বোমা হামলা ইসরাঈলের নিরাপত্তা সংক্রান্ত উদ্বেগকে কমিয়ে দিবে এবং ইরানের পারমাণবিক স্থাপনাসমূহ ধ্বংস করতে যুক্তরাষ্ট্রের আগাম হামলার ক্ষেত্রে একটি ছলছুতা হিসাবে কাজ করবে।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

মহাশূন্যে বিস্ময়কর যমজ বস্তুর সন্ধান লাভ

মহাশূন্যে গ্রহ এবং নক্ষত্রের কক্ষপথের মাঝখানে আশ্চর্য ধরনের যমজ বস্তুর সন্ধান পেয়েছেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। বিগত কয়েক বছরে সৌরজগতের বাইরে এই অদ্ভুত বস্তুর সন্ধান পাওয়া গেলেও এই প্রথম সেখানে এ ধরনের যমজ বস্তুর দেখা মিলেছে। বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে, এই বস্তু দু'টি কোন নক্ষত্রকে পরিক্রমণ না করে পরস্পরকে পরিক্রমণ করছে। তবে কয়েকজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী মহাশূন্যে ভাসমান গ্রহের মতো দেখতে নতুন ধরনের বস্তু দু'টিকে গ্রহসংক্রান্ত বস্তু হিসাবে চিহ্নিত করে এগুলির নাম দিয়েছেন 'প্লেনমস'। এসব 'প্লেনমস' নক্ষত্রকে পরিক্রমণ করে না।

'সায়েন্স' নামের এক জার্নালে জোতির্বিজ্ঞানীরা মহাজগতে নতুন এই বস্তুর অস্তিত্ব গ্রহ এবং নক্ষত্রের সৃষ্টি সংক্রান্ত ব্যাখ্যা আমূল বদলে দিতে পারে বলে মন্তব্য করেন।

এই যমজ বস্তু দু'টি সূর্যের আকৃতির বড়জোর ১ ভাগ হ'তে পারে বলে জানান কানাডার টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের সায়েন্স পেপারের সহকারী গবেষক রায় জয়াবর্ধন। তিনি বলেন, এই যমজ বস্তুটির উপস্থিতি একটি বিস্ময় এবং এর সৃষ্টির উৎস এবং ধ্বংস বা পরিণতিও আপাতত আমাদের অজানা।

২ হাযার বছর আগের কম্পিউটার!

একগাদা গিয়ার, চাকা আর ডায়াল মিলিয়ে তৈরী অদ্ভুত একটি যন্ত্র নিয়ে বিজ্ঞানীরা মাথা ঘামিয়ে গেছেন বছরের পর বছর। খুঁজে পাওয়ার ১০২ বছর পর বিজ্ঞানীরা অবশেষে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, এটাই সম্ভবত বিশ্বের প্রথম কম্পিউটার। যন্ত্রটি তৈরী করা হয়েছিল খৃষ্টের জন্মেরও আগে। গ্রিসের অ্যানটিকি থেরা দ্বীপের কাছে খৃষ্টপূর্ব ৮০ অব্দে ডুবে যাওয়া একটি মালবাহী জাহাজের ধ্বংসাবশেষ থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল বলে বিজ্ঞানীরা এই ব্রোঞ্জের যন্ত্রটির নাম রেখেছেন অ্যানটিকিথেরা মেকানিজম। অনেক দিনের চেষ্টার পর গবেষকরা মোটামুটি নিশ্চিত যে, গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান নির্ণয়ে ও জটিল গাণিতিক সমস্যার সমাধানে আমাদের পূর্বপুরুষরা এই জটিল যন্ত্রটি ব্যবহার করত। লন্ডন সায়েন্স মিউজিয়ামের সাবেক কিউরেটর মিশেল রাইট বলেন, আমাদের পূর্ব পুরুষরা প্রযুক্তির দিক দিয়ে যে অনেকখানি অগ্রসর হয়েছিলেন অ্যানটিকিথেরা মেকানিজমই তার প্রমাণ। ঈসা (আঃ)-এর জন্মের আগেই তারা যে দক্ষতা ও উৎকর্ষতা অর্জন করেছিলেন তা আমাদের রেনেসাঁ যুগের সমতুল্য। অনেকেই এখন বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন যে, অ্যানটিকিথেরা মেকানিজমই হচ্ছে বিশ্বের প্রথম অ্যানালগ কম্পিউটারের নমুনা।

শূন্যে ভাসমান বিছানা!

সম্প্রতি ডেনমার্কের এক তরুণ আর্কিটেক্ট জ্যানজাপ রুইজসেনারস শূন্যে ভাসমান বিছানা আবিষ্কার করেছেন। মসৃণ কালো রঙের প্লাটফরম সদৃশ এ বিছানাটি তৈরীতে তার সময় লেগেছে ছয় বছর। এটিকে দু'ভাজ করে ডাইনিং টেবিল হিসাবেও ব্যবহার করা যাবে। জ্যানজাপ জানান, ম্যাগনেটিক ফোর্সের সাহায্যে শূন্যে ভেসে থাকবে এই বিছানা। মেঝে ও বিছানায় এমনভাবে ম্যাগনেট বা চুম্বক স্থাপন করা হয়েছে যাতে এরা পরস্পরকে বিকর্ষণ করে এবং বিছানাটি শূন্যে ভাসে। আর ছাদ থেকে নেমে আসা স্টিলের কেবল বিছানাটিকে ধরে রাখবে যেন সেটা এদিক-ওদিক ভেসে যেতে না পারে। শূন্যে ভাসমান তার ঐ বিছানার দাম পড়বে মাত্র ১৫ লাখ ৮০ হাযার ডলার।

ভূমিকম্প সতর্কীকরণ সার্ভিস

জাপান বিশ্বের প্রথম ভূমিকম্প সতর্কীকরণ সার্ভিস চালু করেছে গত ১ আগষ্ট। এ সতর্কীকরণ সার্ভিস চালু প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, কোন এলাকায় ভূমিকম্প হওয়ার মাত্র ২০ সেকেণ্ড পূর্বে ভূমিকম্পের সংবাদ দেয়া যাবে। আপাতত রেলওয়ে, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে এই সতর্কীকরণ সার্ভিস কার্যকর ভূমিকা রাখবে। এই সতর্কীকরণ সার্ভিসের মাধ্যমে কম্পনের গভীরতা, উপরিভাগে তার প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে জানা যাবে।

ফলের পক্কতা জানবার স্টিকার

ইউনিভার্সিটি অফ অ্যারিজোনার একজন অধ্যাপক একটি বিশেষ ধরনের স্টিকার উদ্ভাবন করেছেন। কোন ফল বা সবজি পেকেছে কি-না এই স্টিকার ব্যবহার করে তা জানা যাবে। ফল সবজি খামারীদের জন্য আগামী বছর থেকে এই স্টিকার পাওয়া যাবে। ইউনিভার্সিটি অফ অ্যারিজোনার এগ্রিকালচারাল অ্যান্ড বায়োসিস্টেমস ইঞ্জিনিয়ারিং-এর অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর রাইলি জানান, প্রতি বছর কৃষকদের বিপুল পরিমাণ ফল ফেলে দিতে হয়। কারণ সেগুলি বাজারে পৌঁছার আগেই দ্রুত পেকে যায়। বাইরের দিকটা দেখে অনেক ক্ষেত্রেই বোঝা যায় না ফলের ভেতরটা পেকেছে কি-না। ক্রেতারা অনেক সময় পিচ, নাসপাতি এবং তরমুজ কিনে ঠকে যায়। কারণ এ ফলগুলির বাইরের দিকটা দেখে কেনার পর দেখা যায় ফল হয় বেশী পাকা, নয়তো পাকেনি।

রাইলি বলেছেন, 'এখন পর্যন্ত ফল সংগ্রহ করা যতটা না বিজ্ঞান তার চেয়ে বেশী শিল্প।' রাইলির উদ্ভাবনের পর তা হবে বিজ্ঞান। 'রেডি রাইপ' নামের এই স্টিকার ফলের ভেতরে ইথিলিন গ্যাসকে শনাক্ত করবে। পাকার সময় ফল বা সবজি এই গ্যাসটি নিঃসরণ করে। এই গ্যাসের সংস্পর্শে স্টিকার সাদা থেকে নীল হয়ে যাবে। ফল যত বেশী ইথিলিন গ্যাস ছাড়বে রেডিরাইপ তত বেশী নীল হবে। তবে স্টিকার লাগাবার সঙ্গে সঙ্গে এই পার্থক্য ধরা পড়বে না। এর জন্য ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টা সময় লাগবে।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

কর্মী ও সুধী সমাবেশ

সপুরা, রাজশাহী ৪ আগষ্ট শুক্রবারঃ অদ্য বাদ আছর সপুরা মিয়াপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজশাহী নহানগরীর উদ্যোগে বোয়ালিয়া থানা কমিটি গঠন উপলক্ষ্যে এক কর্মী ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মহানগর 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ইউনুসুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর ভারপ্রাপ্ত আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাসিক **আত-তাহরীক** সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আলহাজ্জ আবুল কালাম আযাদ।

প্রধান অতিথির ভাষণে ভারপ্রাপ্ত আমীর বলেন, ছাহাবায়ে কেরামের যুগ হ'তে চলে আসা নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলনের নাম 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'। এ আন্দোলন মানুষকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমে নিজেদেরকে প্রকৃত মুসলিম হিসাবে গড়ে তোলার আহ্বান জানায়। আদর্শ নাগরিক গড়ার কাজও সুচারুরূপে এ আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। অতএব এ দেশে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠায় আহলেহাদীছ আন্দোলন-এর কোন বিকল্প নেই। তিনি সকল প্রতিকূলতার জাল ছিন্ন করে স্রেফ পরকালীন মুক্তির স্বার্থে এই আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। একই সাথে মিথ্যা মামলায় কারাবন্দী মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের** অবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তিরও জোর দাবী জানান।

সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মহানগর 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক জনাব শামসুল আলম, শাহমখদুম থানা এলাকার সহ-সভাপতি ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর শিক্ষক মাওলানা রুস্তম আলী প্রমুখ।

আমীরে জামা'আতের মুক্তির দাবীতে বিক্ষোভ মিছিল

রাজশাহী ১১ আগষ্ট শুক্রবারঃ অদ্য বিকাল সাড়ে চারটায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজশাহী মহানগরীর উদ্যোগে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের** মুক্তির দাবীতে রাজশাহী মহানগরীতে এক বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। নগরীর রেল গেইট থেকে শুরু হয়ে মিছিলটি শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে সাহেব বাজার জিরো পয়েন্টে গিয়ে সমাবেশে মিলিত হয়।

মহানগর 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ইউনুসুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মিছিলোত্তর সমাবেশে বক্তব্য রাখেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ, তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা আবু তাহের, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন, রাজশাহী যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আলহাজ্জ আবুল কালাম আযাদ, মহানগর 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক শামসুল আলম প্রমুখ।

বক্তাগণ বলেন, সম্পূর্ণ পরিকল্পিত ও ষড়যন্ত্রমূলকভাবে আমীরে জামা'আতকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাঁরা বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' কখনো জঙ্গীবাদে বিশ্বাসী আন্দোলন নয়। আমীরে জামা'আতই সর্বপ্রথম এদেশে জঙ্গীদের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন। এটিই হ'ল তার অপরাধ। সরকার যখন জঙ্গীদের ব্যাপারে উদাসীন ছিল, তিনি তখন জোড়ালো কণ্ঠে এদের তীব্র সমালোচনা করছেন। এমনকি জঙ্গীদের বিরুদ্ধে পুস্তকও লিপিবদ্ধ করেছেন। সুতরাং তাঁর গ্রেফতার এক ঐতিহাসিক মিথ্যাচার ও জাতীয় প্রতারণা। নেতৃবৃন্দ বলেন, আমীরে জামা'আতের অধিকাংশ মামলা আদালত কর্তৃক খারিজ হয়ে যাওয়ায় একথা আবারও প্রমাণিত হ'ল যে তিনি নির্দোষ এবং ষড়যন্ত্রের শিকার। তারা অবিলম্বে তাঁকে নিঃশর্ত মুক্তি দিয়ে জাতীর নিকটে ক্ষমা চাওয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

যুবসংঘ

কর্মী প্রশিক্ষণ ও সুধী সমাবেশ

মাহমূদপুর, সাতক্ষীরা ৬ জুলাই বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ আছর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' মাহমূদপুর এলাকার উদ্যোগে মাহমূদপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মাওলানা আলতাফ হোসাইন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মী প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আকবর হুসাইন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম, সীমান্ত ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান, উপাধ্যক্ষ মাওলানা মহিদুল ইসলাম। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, যেলা যুবসংঘের সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা গোলাম সারোয়ার প্রমুখ।

আহলেহাদীছ আন্দোলন ও অন্যান্য ইসলামী আন্দোলনের মধ্যে পার্থক্য শীর্ষক আলোচনায় প্রধান অতিথি বলেন, আহলেহাদীছ আন্দোলন স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন একটি নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলন। এ আন্দোলনের আক্বীদা,

আমল ও কর্মতৎপরতা সবকিছুই আল্লাহ প্রেরিত 'অহি' তথা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক। পক্ষান্তরে অন্যান্য ইসলামী আন্দোলনের আক্বীদা ও আমল কুরআন-সুন্নাহ বহির্ভূত ব্যক্তি ও গোষ্ঠী ভিত্তিক অথবা জাল ও যঈফ হাদীছ এবং রায়-ক্বিয়াস ভিত্তিক। তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর যুগ থেকে ছাহাবায়ে কেরামের মাধ্যমে হিজাজ তথা মক্কা মদীনায় আহলেহাদীছ আন্দোলনের সূচনা হয়েছে। পক্ষান্তরে ইসলামের নামে সৃষ্ট অন্যান্য অসংখ্য ইসলামী আন্দোলন ৩৭ হিজরীর পর থেকে মক্কা-মদীনার বাইরে সৃষ্টি হয়েছে। এজন্য আমলের বাস্তবতায়ও অন্যান্য ইসলামী আন্দোলনের সাথে আহলেহাদীছ আন্দোলনের পার্থক্য দিবালোকের মত পরিস্ফুট। তিনি সকল প্রকার ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে একমাত্র অহির বিধানের কাছে আত্মসমর্পণের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

বিছট, আশাশুনি, সাতক্ষীরা ৭ জুলাই শুক্রবারঃ 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' বিছট এলাকার উদ্যোগে স্থানীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা' শীর্ষক উক্ত প্রশিক্ষণ শিবিরে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সাতক্ষীরা যেলার সাধারণ সম্পাদক মাওলানা ফযলুর রহমান ও মাওলানা আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল হালীম। এলাকা সভাপতি জনাব আবু বকর-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাওলানা আলতাফ হুসাইন, সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা গোলাম সারোয়ার, মাওলানা আলিমুদ্দীন ও ডাঃ ইসরাঈল প্রমুখ।

বাঁকাল, সাতক্ষীরা ৮ জুলাই শনিবারঃ অদ্য বেলা ১১-টায় বাঁকাল ইসলামিক সেন্টারে 'সংগঠনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা' বিষয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' বাঁকাল মাদরাসা শাখার উদ্যোগে আয়োজিত শিক্ষক-ছাত্র সমন্বিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন। যেলা যুবসংঘের সাংগঠনিক সম্পাদক এবং অত্র মাদরাসার শিক্ষক মাওলানা গোলাম সারোয়ারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় অন্যান্যদের মধ্যে প্রধান শিক্ষক মাওলানা আহসান হাবীব সহ শিক্ষক মণ্ডলী উপস্থিত ছিলেন।

বাঁশদহ, সাতক্ষীরা ৮ জুলাই শনিবারঃ অদ্য বাদ আছর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' বাঁশদহ এলাকা কর্তৃক আয়োজিত এক প্রশিক্ষণ শিবির ও সুধী সমাবেশ বাঁশদহ বাজার মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। এলাকা সভাপতি মাওলানা সাইফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথির বক্তব্যে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন বলেন, আহলেহাদীছ আন্দোলন তথাকথিত অন্যান্য ইসলামী আন্দোলন থেকে ভিন্ন একটি নির্ভেজাল ও প্রাচীন আন্দোলন। এ আন্দোলনের অন্যতম স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হ'ল- আল্লাহ প্রেরিত অভ্রান্ত বিধানের আলোকে মানুষের সার্বিক জীবন পরিচালনার প্রতি মানব জাতিকে আহ্বান জানানো। তিনি বলেন, আহলেহাদীছরা তাদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ভুলে যাওয়ার কারণেই আজ বিভিন্ন কথিত ইসলামী দলের সাথে জড়িত। অনুরূপভাবে বৈষয়িকতার নামে বিভিন্ন অনৈসলামিক দলের সাথেও সম্পৃক্ত। এই দ্বিমুখী নীতির কারণেই আজ আহলেহাদীছরা যালেম সরকার কর্তৃক নির্যাতিত হচ্ছে। আহলেহাদীছরা ঐক্যবদ্ধ হ'লে সরকার অন্যায় নির্যাতন করতে সাহস পেত না। তিনি সকলকে আহলেহাদীছ আন্দোলনের আপোসহীন নীতিতে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

সমাবেশে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাওলানা আলতাফ হুসাইন, সহ-সভাপতি অধ্যাপক আব্দুল গফূর, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শহীদুযযামান ফারুক প্রমুখ।

কলারোয়া, সাতক্ষীরা ১১ জুলাই মঙ্গলবারঃ অদ্য বাদ আছর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কলারোয়া এলাকার উদ্যোগে কলারোয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এলাকা সভাপতি হাফেয গোলাম রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাওলানা আলতাফ হুসাইন, সাংগঠনিক সম্পাদক গোলাম সারোয়ার, অর্থ-সম্পাদক মুযাফফর রহমান প্রমুখ।

যশোর ২৭ শে জুলাই বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বিকাল ৩ ঘটিকায় স্থানীয় মুজগুন্নী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' যশোর যেলার উদ্যোগে এক কর্মী ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মাওলানা আব্দুল মালেক এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সদ্য কারামুক্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ বলেন, সরকার আমাদেরকে জঙ্গী সংশ্লিষ্টতার মিথ্যা অভিযোগে গ্রেফতার করে দীর্ঘ ১৬ মাস অন্যায় ও অযৌক্তিকভাবে কারাগারে বন্দী রেখে সংশ্লিষ্টতা প্রমাণে ব্যর্থ হয়ে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়েছে। তিনি বলেন, আহলেহাদীছ আন্দোলন জঙ্গীবাদে বিশ্বাস করে না। আহলেহাদীছ আন্দোলনের কার্যক্রম বরাবরই জঙ্গীবাদ, সন্ত্রাসবাদ ও চরপন্থীদের বিরুদ্ধে এবং দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের পক্ষে। জিহাদ ও জঙ্গীবাদ এক নয়। ইসলাম কখনো জঙ্গীবাদকে সমর্থন করে না। তিনি বলেন, সংগঠনের সবকিছুই দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ**

আসাদুল্লাহ আল-গালিবকে অন্যায়ভাবে দীর্ঘ ১৭ মাস যাবত কারারুদ্ধ রাখা হয়েছে। তিনি অবিলম্বে আমীরে জামা'আতের নিঃশর্ত মুক্তির জোর দাবী জানান।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আকবর হোসাইন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন, যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা বজলুর রশীদ, অর্থ সম্পাদক আলহাজ্জ আব্দুল আযীয, সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা আব্দুল আহাদ, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ যিল্লুর রহমান প্রমুখ।

চারঘাট, রাজশাহী ৪ আগষ্ট শুক্রবারঃ অদ্য বাদ জুম'আ 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' চারঘাট থানার রায়পুর এলাকার উদ্যোগে স্থানীয় রায়পুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এলাকা সভাপতি মুহাম্মাদ জিন্নাতের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ মুস্তাফীযুর রহমান, অত্র মসজিদের ইমাম মাওলানা নূরুল ইসলাম প্রমুখ।

আহলেহাদীছ আন্দোলনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন হয়ে গেছে

সাতক্ষীরা ১২ জুলাই বুধবারঃ 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সাতক্ষীরা সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে স্থানীয় আব্দুর রাজ্জাক পার্ক অডিটোরিয়ামে আয়োজিত দাখিল ও এস.এস.সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সদ্য কারামুক্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ উক্ত কথা বলেন। তিনি বলেন, আহলেহাদীছ আন্দোলনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে কেউ সফল হবে না। আমাদের মুক্তির মাধ্যমেই তা প্রমাণিত হয়েছে। তিনি বলেন, যারা এ আন্দোলনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে তারা ইতিপূর্বে যেমন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, তেমনি বর্তমানেও যারা ষড়যন্ত্রে রত তারাও বাংলার যমীন থেকে অচিরেই বিতাড়িত হবে ইনশাআল্লাহ। তিনি ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমরা শিক্ষাঙ্গনে কঠোর অধ্যবসায়ের মাধ্যমে যেমন সুন্দর ফলাফল করবে তেমনি 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র পতাকা তলে অবস্থান করে তাওহীদের দাওয়াতের মাধ্যমে শিক্ষাঙ্গণকে আলোকিত করবে। এটি তোমাদের ঈমানী দায়িত্ব। সেই সাথে তোমরা কখনও অন্য কোন বস্তুবাদী এবং তথাকথিত ইসলামী সংগঠনের সাথে জড়িত হয়ে নিজেদের আক্বীদা ও আমল নষ্ট করে পরকাল হারাবে না।

যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাওলানা আলতাফ হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সীমান্ত ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ আযীযুর রহমান, উপাধ্যক্ষ মহিদুল ইসলাম, আহলেহাদীছ আন্দোলনের শূরা সদস্য মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা ফযলুর রহমান, যশোর যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি আব্দুল মালেক, সাতক্ষীরা যেলা 'যুবসংঘে'র সেক্রেটারী অধ্যাপক শাহিদুযযামান ফারূক প্রমুখ।

বেগম খালেদা জিয়া কলেজের শাখা গঠন

সাতক্ষীরা ১৭ আগষ্ট বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বিকাল ৩-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' মানিকহার এলাকার উদ্যোগে মানিকহার (দঃ) আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এলাকা সভাপতি মাওলানা সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে এক কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক জনাব মুযাফফর বিন মুহসিন। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান, যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ আলতাফ হোসাইন, সীমান্ত ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান, উপাধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মাদ মহিদুল ইসলাম, মুহাম্মাদ মুযাফফর রহমান প্রমুখ। সমাবেশ শেষে মুহাম্মাদ এহসানুল হককে সভাপতি ও মুহাম্মাদ আমিনুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে বেগম খালেদা জিয়া কলেজ শাখা কমিটি গঠন করা হয়।

ডঃ গালিবকে কারাগারে রেখে নির্বাচন করলে ষড়যন্ত্রকারীদের পতনঘন্টা বেজে উঠবে

কাকডাংগা, সাতক্ষীরা ১৭ আগষ্ট বৃহস্পতিবারঃ 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কাকডাংগা মাদরাসা শাখার উদ্যোগে স্থানীয় বালিয়াডাংগা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মাওলানা আব্দুল্লাহ আল-বাকীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ আলতাফ হোসাইন, অধ্যাপক আব্দুল গফুর, অধ্যাপক শাহীদুযযামান ফারূক, মুযাফফর রহমান প্রমুখ। প্রধান অতিথি তাঁর ভাষণে আহলেহাদীছ আন্দোলনের অতীত ইতিহাস-ঐতিহ্য ও বর্তমান প্রেক্ষাপট উল্লেখ করে বলেন, এ আন্দোলন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগ থেকে চলে আসা একটি নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলন। এ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের উপর যুগে যুগে চলে এসেছে সীমাহীন অত্যাচার, যেল-যুলুম ও নির্যাতন। তবুও তারা তাদের স্বকীয় আদর্শ ও ঐতিহ্য হ'তে পিছু হটেনি বরং সর্বদা আপোষহীনভাবে হক্বকে ধরে রেখেছেন। তিনি বলেন, ষড়যন্ত্রকারীদের জেনে রাখা উচিৎ যে, ডঃ গালিবকে কারাগারে রেখে নির্বাচন করলে তাদের পতন ঘন্টা বেজে উঠবে ইনশাআল্লাহ। সমাবেশ শেষে রাজু আহমাদকে সভাপতি ও ইকবাল হোসাইনকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট বোয়ালিয়া মুক্তিযুদ্ধা কলেজ শাখা গঠন করা হয়।

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/৪০১)ঃ ২০০০ সালে হজ্জ করে আসার পর থেকে অদ্যাবধি ছালাত আদায়ের সময় মনে মনে কল্পনা হয় যে, মসজিদে হারাম বা মসজিদে নববীর কোন স্থানে ছালাত আদায় করছি। এরূপ কল্পনা করে ছালাত আদায় করা সঠিক হচ্ছে কি? যদি সঠিক না হয় তাহ'লে আমার এতদিনের ছালাত কি বাতিল হয়ে যাবে? ছহীহ দলীলের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
রাণীনগর, ঘোড়ামারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ ছালাত অবস্থায় মসজিদে হারাম বা মসজিদে নববীর কোন স্থানকে কল্পনা করে নয়, বরং কেবল কা'বা ঘরকে ক্বিবলা জেনে সেদিকে মুখ ফিরিয়ে ছালাত আদায় করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যে স্থান থেকেই আপনি বের হন, নিজের মুখ মসজিদে হারামের দিকে ফিরান, নিঃসন্দেহে এটাই আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্টভাবে নির্বাচিত। বস্তুতঃ পালনকর্তা তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অনবহিত নন' *(বাক্বারাহ ১৪৯)*। এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, বায়তুল্লাহর দিকে মুখ করে ছালাত আদায় করতে হবে। সেখানে ছালাত আদায় করছি এমন কল্পনা না করাই ভাল। তবে অনিচ্ছাকৃতভাবে কারো এরূপ কল্পনা আসলে যে ছালাত বাতিল হবে এমনটি নয়।

প্রশ্নঃ (২/৪০২)ঃ রামাযান মাসে প্রত্যেক রাতে জামা'আতের সাথে তারাবীহ্র ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-এস,এইচ,এম, মকবুল
দিগদানা, ঝিকরগাছা, যশোর।

উত্তরঃ রামাযান মাসের প্রত্যেক রাতেই তারাবীহর ছালাত একাকী অথবা জামা'আতের সাথে আদায় করা জায়েয। তাবেঈ বিদ্বান আব্দুর রহমান বলেন, রামাযান মাসে এক রাতে আমি খলীফা ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর সাথে মসজিদে নববীতে পৌঁছে দেখলাম, লোকেরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে কেউ একাকী ছালাত পড়ছে, আবার কারো পেছনে ক্ষুদ্র একদল লোক ছালাত আদায় করছে। এ দৃশ্য দেখে হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) লোকদেরকে একজন ইমামের পেছনে একত্রিত করে দেওয়াটাকে ভাল মনে করলেন এবং তিনি তাদেরকে হযরত উবাই ইবনে কা'ব ছাহাবীর পিছনে একত্রিত করে দিলেন। অতঃপর তিনি একদিন লোকদেরকে জামা'আতের সাথে (তারাবীহ্র) ছালাত আদায় করতে দেখে বললেন, 'কতইনা সুন্দর বিদ'আত এটি'! (نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ) অর্থাৎ পূর্বের নিয়মের চেয়ে বর্তমানে জামা'আতে ছালাত আদায় করার নিয়মটা কতই না উত্তম *(বুখারী, মিশকাত হা/১৩০)*। মুওয়াত্ত্বার বর্ণনায় এসেছে, ওমর (রাঃ) উবাই বিন কা'ব ও তামীম দারীকে ১১ রাক'আত জামা'আত সহকারে আদায় করার হুকুম দিয়েছিলেন *(মুওয়াত্ত্বা, মিশকাত হা/১৩০২)*। উল্লেখ্য যে, এখানে বিদ'আত শব্দটি আভিধানিক অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে শারঈ অর্থে নয়। কেননা শারঈ বিদ'আত সর্বদা নিন্দনীয়।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জামা'আতের সাথে তারাবীহর ছালাত আদায় করার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তিনি তা ফরয হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় তিন দিনের বেশী জামা'আতের সাথে আদায় করেননি। তবে পরবর্তীতে হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে নব প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের উপরে আপতিত যুদ্ধ-বিগ্রহ ও অন্যান্য ব্যস্ততার কারণে তারাবীহ্র জামা'আত পুনরায় চালু করা সম্ভব হয়নি' *(মির'আত ২/২৩২)*। ২য় খলীফা হযরত ওমর (রাঃ) স্বীয় যুগে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার কারণে এবং বহু সংখ্যক মুছল্লীকে মসজিদে বিক্ষিপ্ত ভাবে উক্ত ছাত আদায় করতে দেখে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত অনুসরণ ও তাঁর ইচ্ছার বাস্তব রূপদানের জন্য পুরো রামাযানেই জামা'আতের সাথে তারাবীহ্র ছালাত চালু করেন *(দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ১০০)*।

প্রশ্নঃ (৩/৪০৩)ঃ নবী করীম (ছাঃ) মাঝে মাঝে খালী পায়ে চলতে বলতেন মর্মে হাদীছটি কি ছহীহ?

-আবু তাহের
কেশরহাট, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি ছহীহ *(আবুদাঊদ হা/৪১৬০)*।

প্রশ্নঃ (৪/৪০৪)ঃ রামাযানের ১ম দশদিন রহমতের, ২য় দশদিন মাগফেরাতের ও শেষ দশদিন জাহান্নাম হ'তে মুক্তি এ বক্তব্য সঠিক কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল্লাহ
ঝিকরগাছা, যশোর।

উত্তরঃ রামাযান মাসকে তিন ভাগে ভাগ করা সম্পর্কে সালমান ফারেসী (রাঃ) থেকে বায়হাক্বীতে যে হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে, তা যঈফ *(মিশকাত হা/১৯৬৫ তাহক্বীক আলবানী 'ছিয়াম' অধ্যায়)*। বরং ছহীহ হাদীছ সমূহে একথা এসেছে যে, পুরা রামাযান মাসই রহমত ও মাগফেরাতের মাস এবং এ মাসে জাহান্নামের দরজা সমূহ বন্ধ করা হয় ও জান্নাতের দরজা সমূহ খুলে দেওয়া হয়' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৫৬ 'ছিয়াম' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৫/৪০৫)ঃ ফিৎরা কি ছিয়ামের সাথে সম্পৃক্ত? যদি তাই হয় তাহ'লে যারা ছিয়াম পালন করে না, তাদের ফিৎরা নেওয়া যাবে কি?

-জাহিদুল ইসলাম
কুড়িগ্রাম।

উত্তরঃ যারা ছিয়াম পালন করে না, তাদেরও ফিৎরা আদায় করতে হবে এবং অনুরূপ দরিদ্রের মাঝে ফিৎরা বন্টনও করা যাবে। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর ফিৎরা ফরয করেছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮১৫ 'ছাদাক্বাতুল ফিৎর' অনুচ্ছেদ)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ফিৎরা হচ্ছে ফক্বীর-মিসকীনদের খাদ্য' *(আবুদাঊদ, সনদ জাইয়িদ, মিশকাত হা/১৮১৮)*। সুতরাং যাদেরকে মুসলমান বলা যাবে, তাদের নিকট হ'তে ফিৎরা গ্রহণ এবং তাদের মধ্যে ফিৎরা বন্টন দু'টিই করা যাবে।

প্রশ্নঃ (৬/৪০৬)ঃ রামাযান মাসে ছিয়াম অবস্থায় টিকা বা ইনজেকশন নেয়া যাবে কি?

-আব্দুল আউয়াল
শনির আখরা, ঢাকা।

উত্তরঃ যেসব টিকা বা ইনজেকশন খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় না, সেগুলি ছিয়াম অবস্থায় রোগমুক্তির জন্য চিকিৎসা হিসাবে গ্রহণ করা যায়। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) ছিয়াম অবস্থায় (রোগ মুক্তির জন্য) শিঙ্গা লাগাতেন' *(বুখারী, ইরওয়াউল গালীল হা/৯৩২; মির'আত ৬/৪০৬ পৃঃ 'ছিয়াম' অধ্যায়)*। অনুরূপ হাঁপানী রোগের জন্য ছিয়াম অবস্থায় 'ইনহেলার' নেওয়া যায়।

প্রশ্নঃ (৭/৪০৭)ঃ আমার স্ত্রীর বয়স প্রায় ৬০ বছর। পাঁচ বছর যাবৎ সে বিভিন্ন অসুখে ভুগছে। তেমন কিছু করার ক্ষমতা রাখে না। হুঁশ-জ্ঞান কিছুটা আছে। এমতাবস্থায় তার জন্য বিধান কি?

-ইবরাহীম মোল্লা
জালোড়ী, বড়াইগ্রাম, নাটোর।

উত্তরঃ প্রশ্নে বর্ণিত মহিলার জ্ঞান বিলুপ্ত হ'লে তার উপর শারঈ কোন বিধান বর্তাবে না। তবে জ্ঞান থাকা অবস্থায় অধিক বয়সের কারণে ছিয়াম পালন করতে না পারলে প্রতি ছিয়ামের জন্য ফিদইয়া স্বরূপ একজন করে মিসকীনকে খাবার দিতে হবে। ছালাত দাঁড়িয়ে পড়তে না পারলে বসে পড়বে। আর বসে না পারলে শুয়ে শুয়ে পড়বে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ, ১/২৩৪)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় কর। তা সম্ভব না হ'লে বসে এবং তাও সম্ভব না হ'লে কাত হয়ে এক পার্শ্বের উপর ছালাত আদায় কর'। নাসাঈতে ছহীহ সনদে এসেছে, 'তাও সম্ভব না হ'লে চিত হয়ে শুয়ে ছালাত আদায় কর' *(বুখারী, নাসাঈ, শায়খ বিন বায, ফাতাওয়া মুহিম্মাহ, পৃঃ ২৮-২৯)*।

প্রশ্নঃ (৮/৪০৮)ঃ কেউ কেউ বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রচলিতভাবে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষা প্রদান করেননি এবং তাঁর জীবদ্দশায় মাইকে আযানও দেওয়া হয়নি। ফলে এগুলিও বিদ'আতের পর্যায়ভুক্ত হবে। এ বিষয়ে দলীল ভিত্তিক জবাবদানে বাধিত করবেন।

-এস.এম. আমীনুল ইসলাম
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ প্রচলিতভাবে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষা প্রদান করা বিদ'আত নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদে নববীতে ও দারুল আরকামে ছাহাবীদেরকে দ্বীনী শিক্ষা প্রদান করতেন *(আর-রাহীকুল মাখতূম ১/৪৩ পৃঃ)*। অপরদিকে মাইকে আযান দেওয়াও বিদ'আত নয়, বরং এটি দূরবর্তী মুছল্লীকে ছালাতের সময় অবগতির মাধ্যম মাত্র। এতে অধিক নেকী প্রত্যাশা করা হয় না। আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ বিন আব্দে রাব্বিহী স্বপ্নযোগে আযান অবগত হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে এসে বর্ণনা করলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমার কণ্ঠস্বর নিচু আর বেলালের কণ্ঠস্বর উঁচু। তুমি আযানের শব্দগুলি বেলালকে বলে দাও, বেলাল আযান প্রদান করুক *(আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৬৫০)*। উক্ত হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, দূরবর্তী মুছল্লীকে আযান শুনানো অতীব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। আর মুওয়াযযিনের কণ্ঠস্বরের চেয়ে মাইকের আওয়াজ যেহেতু উঁচু সেকারণ মাইকে আযান দেওয়া হয়। সুতরাং এটি বিদ'আত হওয়ার প্রশ্নই আসে না।

প্রশ্নঃ (৯/৪০৯)ঃ জনৈক ব্যক্তির দ্বিতীয় স্ত্রী গর্ভবতী হওয়ায় প্রথম স্ত্রী হিংসার বশবর্তী হয়ে তাকে দোতলার সিঁড়ি থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়। এর ফলে সে একটি মৃত সন্তান প্রসব করে। এক্ষণে প্রথম স্ত্রীর বিচার কী হবে?

-শহীদুল ইসলাম
পাঁজরভাঙ্গা, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তরঃ উক্ত কারণে 'দিয়ত' বা রক্তমূল্য হিসাবে প্রথম স্ত্রীর পক্ষ থেকে একজন ক্রীতদাস বা দাসী দ্বিতীয় স্ত্রীকে প্রদান করতে হবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, হুযায়ল গোত্রের দু'জন মহিলা পরস্পর ঝগড়ার এক পর্যায়ে একজন অপরজনকে পাথর দ্বারা আঘাত করলে আঘাতপ্রাপ্ত মহিলা ও তার গর্ভস্থ সন্তান নিহত হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখন এ

বিষয়ে রায় প্রদান করেন যে, গর্ভস্থ মৃত সন্তানের দিয়ত হ'ল একজন ক্রীতদাস অথবা ক্রীতদাসী। আর নিহত মহিলার দিয়ত হত্যাকারিণী মহিলার আছাবাগণকে আদায় করতে হবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, তাহক্বীক্ব মিশকাত, হা/৩৪৮৭, 'দিয়ত' অনুচ্ছেদ)*। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে দাস প্রথা না থাকায় একজন দাস বা দাসীর মূল্য দিয়ত স্বরূপ প্রদান করতে হবে। আর তাহ'ল ৫০০ দিরহাম বা ১০০টি ছাগলের মূল্যের সমমান *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/৪৭৮পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (১০/৪১০)ঃ বিতর ছালাতে সূরা ফাতিহার পর ১ম রাক'আতে 'সূরা ক্বদর' এবং ২য় ও ৩য় রাক'আতে যথাক্রমে 'সূরা নাছর' ও 'সূরা ইখলাছ' পড়লে নাকি দাঁতে কোন সমস্যা হয় না। এর সত্যতা জানতে চাই। উক্ত নিয়মে ছালাত আদায় করলে ছালাত হবে কি?

-মুখলেছুর রহমান
পোষ্ট বক্স নং ৪০৭
আল-কাতিফ- ৩১৯১১,
সঊদী আরব।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। উক্ত নিয়মে ছালাত আদায় করলে ছালাত হয়ে যাবে। তবে সুন্নাতী তরীকা হচ্ছে বিতর ছালাতের ১ম রাক'আতে সূরা আলা, ২য় রাক'আতে কাফেরূন ও ৩য় রাক'আতে সূরা ইখলাছ পাঠ করা *(হাকেম ১/৩০৫; সনদ ছহীহ, ছহীহ আবুদাউদ হা/১৪২৩; মিশকাত হা/১২৬৯, ১২৭২; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ১০৩)*।

প্রশ্নঃ (১১/৪১১)ঃ তারাবীহ্র জামা'আত চলা অবস্থায় এশার ফরয ছালাত আদায় করার জন্য উক্ত তারাবীহ্র জামা'আতে শামিল হওয়া যাবে কি?

- জি,এম, জসীমুদ্দীন সরকার
নবিয়াবাদ, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ নফল ছালাত আদায়কারীর পিছনে ফরয ছালাত আদায় করা যাবে। এতে শরী'আতে কোন বাধা নেই। মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে এশার ছালাত আদায় করে নিজ গোত্রে গিয়ে ঐ একই ছালাতের ইমামতি করতেন এবং ওটা তার জন্য নফল ছালাত হিসাবে গণ্য হ'ত *(বায়হাক্বী, সনদ ছহীহ মিশকাত হা/১১৫১ 'এক ছালাত দু'বার আদায় করা' অনুচ্ছেদ)*। অতএব এশার নিয়তে কেউ তারাবীহ্র জামা'আতে শামিল হ'লে তার এশার ছালাত আদায় হয়ে যাবে।

প্রশ্নঃ (১২/৪১২)ঃ মসজিদ ভেঙ্গে পুনরায় নতুন করে নির্মাণ করা হয়েছে। এক্ষণে পুরাতন মসজিদের ভাঙ্গা ইটগুলি দিয়ে রাস্তা তৈরী করে চলাফেরা করা যাবে কি?

-আব্দুল গফুর
হরিণা, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তরঃ পুরাতন মসজিদের ইট/রাবিস ইত্যাদি দ্বারা মসজিদে যাতায়াতের রাস্তা নির্মাণ করায় শারঈ কোন বাধা নেই। তবে ব্যক্তিগত বা সমাজকল্যাণমূলক অন্যান্য কাজে লাগালে মসজিদ কমিটির নিকট থেকে মূল্য ধরে ক্রয় করে নিতে হবে এবং বিক্রয়কৃত টাকা মসজিদের কাজে ব্যয় করতে হবে। ওমর ফারূক (রাঃ) কূফার মসজিদ অন্যত্র স্থানান্তর করে পুরাতন মসজিদের জায়গাকে খেজুরের বাজারে পরিণত করেছিলেন *(ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়াহ ৩১/২২১পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (১৩/৪১৩)ঃ ওয়ারিছ থাকা সত্ত্বেও শারীরিক অসুস্থতার কারণে অন্য কাউকে দিয়ে বদলি হজ্জ আদায় করা যায় কি?

-মুস্তাক্ব নাদিম
রণজিৎপুর, পোঃ কাবিলপুর
মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তরঃ সম্পদশালী ব্যক্তি শারীরিক অসুস্থতা বা অক্ষমতার কারণে হজ্জ পালন করতে না পারলে তার পক্ষ থেকে যে কোন ব্যক্তি হজ্জ আদায় করতে পারবে। চাই ঐ ব্যক্তি ওয়ারিছ হোক বা না হোক। তবে ঐ ব্যক্তিকে আগে নিজের পক্ষ হ'তে হজ্জ পালনকারী হ'তে হবে। তারপর অন্যের পক্ষ থেকে বদলি হজ্জ করতে পারবে *(আবুদাউদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৫২৯, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্নঃ (১৪/৪১৪)ঃ দীর্ঘদিন যাবৎ তা'বীয-কবযের মাধ্যমে বহু যুবক-যুবতীর মাঝে প্রেমের সম্পর্ক স্থাপন করে আসছি। যাদের অনেকের বিবাহও সম্পন্ন হয়েছে। এই অপরাধের কারণে কি জাহান্নামে যেতে হবে?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ তা'বীয-কবয করা স্পষ্ট শিরক। জানার পরে তা পরিত্যাগ করা অপরিহার্য। দ্বিতীয়তঃ যুবক-যুবতীদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক স্থাপন করা আরেক গর্হিত অপকর্ম, যা যেনার অন্তর্ভুক্ত *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৮৬)*। জেনেশুনে উক্ত অন্যায় সমূহ করতে থাকলে নিঃসন্দেহে কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে। আর না জেনে করে থাকলে দ্রুত তওবা করে ফিরে আসতে হবে। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা আল্লাহ্র নিকটে খালেছভাবে তওবা কর' *(তাহরীম ৮)*। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কর্মের অনিষ্ট থেকে নিষ্কৃতির জন্য নিম্নের দো'আটি পাঠ করতেন,

اَللّٰهُمَّ إِنِّى أَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّمَاعَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّمَالَمْ أَعْمَلْ-

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন শার্রি মা 'আমিলতু ওয়া মিন শার্রি মা লাম আ'মাল।

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি ঐসকল কাজের অনিষ্ট থেকে, যা আমি করেছি এবং ঐ

সকল কাজের অনিষ্ট থেকে, যা আমি করিনি' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৪৬২ 'পানাহ চাওয়া' অনুচ্ছেদ)*। অতএব না জানা সত্ত্বেও কৃত অপরাধের জন্য খালেছ অন্তরে তওবা করলে আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন ইনশাআল্লাহ।

প্রশ্নঃ (১৫/৪১৫)ঃ কোন ব্যক্তি যদি নেকীর কাজও করে এবং যেনা-ব্যভিচারসহ বিভিন্ন গোনাহের কাজও করে, তাহ'লে ঐ ব্যক্তির অবস্থা কিরূপ হবে? পরকালে তার নেকীর পাল্লা ভারী হ'লে অপর পাল্লায় যে গুনাহগুলি থাকবে সেকারণে তাকে শাস্তি পেতে হবে কি?

-সৈয়দ ফয়েয
ধামতী, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ এমন দ্বিমুখী ব্যক্তির পরিণাম হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। কারণ এমন কিছু পাপ রয়েছে যেগুলি করলে সৎ আমল সমূহ বরবাদ হয়ে যায়। যেমন শিরক-বিদ'আত। তাছাড়া কোন ব্যক্তির হক নষ্ট করলে পরকালে নেকীর বদলে ঐ ব্যক্তির পাপ তার ঘাড়ে চাপানো হবে। এভাবে তার আমলনামা নেকী শূন্য হ'তে পারে। এরপরও সে জানেনা তার কোন পাপে বা কোন ভাল কাজে কি পরিমাণ পাপ বা নেকী হচ্ছে। সুতরাং পাপ থেকে সর্বদা বিরত থাকতে হবে। আর মীযানে পাপ ও নেকী ওযনের বিষয়টি হ'ল চাক্ষুষভাবে আল্লাহ্র ইনছাফ প্রদর্শন করা, যেন কারো প্রতি অবিচার করা না হয়। এজন্য মানুষের নেকী ও পাপ উভয়টিই হাশরের ময়দানে ওযন করা হবে। যদি কারো নেকীর পাল্লা ভারী হয় এবং গুনাহের পাল্লা হালকা হয় তবে সে নিঃসন্দেহে জান্নাতী হবে। তার কৃত পাপগুলির জন্য তাকে জাহান্নামে যেতে হবে না। আল্লাহ বলেন, 'অতএব যার পাল্লা ভারী হবে, সে সুখী জীবন-যাপন করবে। আর যার পাল্লা হাল্কা হবে, তার ঠিকানা হবে হাভিয়া (জাহান্নাম)' *(ক্বারি'আহ ৬-৯)*।

প্রশ্নঃ (১৬/৪১৬)ঃ সূর্যোদয়ের সময় হ'তে ২৩ মিনিট পর্যন্ত যেকোন ছালাত আদায় নিষিদ্ধ। এমদাদিয়া বুক হাউস কর্তৃক প্রকাশিত ছালাতের সময়সূচীতে লিখিত উক্ত বক্তব্য সঠিক কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুস সাত্তার
অলহরী, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। সূর্যোদয় হ'তে ২৩ মিনিট পর্যন্ত নয়, বরং শুধুমাত্র সূর্যোদয়, মধ্যাহ্ন ও সূর্যাস্তের সময় ছালাত আদায় নিষিদ্ধ *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মুসলিম, মিশকাত হা/১০৩৯-৪০)*।

প্রশ্নঃ (১৭/৪১৭)ঃ সূরা মুমিনূন -এর ১৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে 'আমিই তোমাদের উপর সাতটি পথ সৃষ্টি করেছি'। উক্ত সাতটি পথ বলতে কোন কোন পথকে বুঝানো হয়েছে?

-মুহাম্মাদ ফারায়েয
থুপসাড়া, কালাই, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত সাতটি পথ দ্বারা সাত আসমানকে বুঝানো হয়েছে। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, এর অর্থ হচ্ছে সপ্তাকাশ *(তাফসীর ইবনু কাছীর ৩/৩৮৮ পৃঃ)*। আর এ নামে নামকরণের কারণ হ'ল, একটি অপরটির উপর রাস্তার ন্যায় সাজানো আছে *(ফাৎহুল ক্বাদীর ৩/৪৭৭ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (১৮/৪১৮)ঃ চলন্ত অবস্থায় বা মনের অজান্তে অন্য কোনভাবে বীর্যপাত ঘটলে গোসল ফরয হবে কি?

-আছীরুদ্দীন
কাযীপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ যেকোনভাবে বা যেকোন কারণে বীর্যপাত হ'লেই গোসল ফরয হবে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল, কেউ ঘুম থেকে উঠে তার কাপড় ভিজা দেখতে পেল, কিন্তু স্বপ্নের কথা স্মরণ নেই, তার উপর কি গোসল ফরয হবে? উত্তরে তিনি বললেন, 'তাকেও গোসল করতে হবে' *(আবুদাঊদ হা/২৩৬; মিশকাত হা/৪৪১)*।

প্রশ্নঃ (১৯/৪১৯)ঃ ওযূর পর রুমাল বা তোয়ালে দ্বারা শরীরের পানি মোছা সম্পর্কে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মাহতাবুদ্দীন
ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

উত্তরঃ ওযূর পর রুমাল বা তোয়ালে দ্বারা শরীরের পানি মোছার ব্যাপারে বর্ণিত হাদীছগুলি যঈফ *(যঈফ তিরমিযী পৃঃ ৫)*। তবে যেহেতু ওযূর অঙ্গগুলি মোছা ইবাদত নয়। সেকারণ প্রয়োজনের তাকীদে তা মোছা যাবে।

প্রশ্নঃ (২০/৪২০)ঃ মধ্যস্থতা ও সুপারিশ করে জনৈক ব্যক্তিকে বিদেশে পাঠিয়েছি। এর বিনিময়ে আমি তার কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করতে পারব কি?

-আযাদ
সারিয়াকান্দী, বগুড়া।

উত্তরঃ উক্ত কারণে বিনিময় হিসাবে কিছু গ্রহণ করা সূদের অন্তর্ভুক্ত হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি কারো জন্য সুপারিশ করল এবং এর বিনিময়ে কিছু গ্রহণ করল, সে একটি বড় ধরনের সূদ গ্রহণ করল' *(আবুদাঊদ, সনদ হাসান, মিশকাত হা/৩৭৫৭, 'ইমারত' অধ্যায়; ছহীহুল জামে হা/৬৩১৬)*। তবে সুপারিশকারী ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকটে পুরস্কৃত হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা অপরের জন্য সুপারিশ কর, এতে তোমাদের জন্য পুরস্কার রয়েছে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, ফাৎহুল বারী সহ ১০/৭২৬ পৃঃ 'আদব' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (২১/৪২১)ঃ উম্মতে মুহাম্মাদী নাকি জান্নাতীদের এক চতুর্থাংশ হবে? এ বিষয়ে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-শারীফা খাতুন

বুড়ীমারী বাজার
পাটগ্রাম, লালমণিরহাট।

উত্তরঃ বিষয়টি এক চতুর্থাংশের সাথে খাছ নয়। বরং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক চতুর্থাংশ, অর্ধেক এবং তার চেয়েও বেশী হওয়ার আশা ব্যক্ত করেছেন। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা আদমকে ডেকে বলবেন, হে আদম! আদম (আঃ) বলবেন, আমি হাযির, সমস্ত কল্যাণ আপনার হাতে। তখন আল্লাহ বলবেন, জাহান্নামীদেরকে বাছাই কর। আদম (আঃ) বলবেন, জাহান্নামীদের দলে কতজন? উত্তরে আল্লাহ বলবেন, প্রতি হাযারে ৯৯৯ জন। এ সময় শিশুরা বৃদ্ধ হয়ে যাবে এবং গর্ভবতী মহিলার গর্ভপাত হয়ে যাবে। আর তোমরা লোকদেরকে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় দেখতে পাবে। বস্তুতঃ তারা নেশাগ্রস্ত থাকবে না, বরং আল্লাহ্র আযাবই হবে কঠিন। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের মধ্যে সে একজন কে হবে? নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তোমরা সুসংবাদ শুনে রাখ যে, তোমাদের মধ্য থেকে একজন এবং ইয়া'জূজ-মা'জূজের মধ্য থেকে হবে ৯৯৯ জন'। অতঃপর নবী করীম (ছাঃ) বললেন, ঐ সত্তার কসম, যার হাতে আমার জীবন! আমি আশা করি যে তোমরা জান্নাতীদের এক চতুর্থাংশ হবে। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, আমরা একথা শুনে 'আল্লাহ আকবার' বললাম। অতঃপর তিনি বললেন, আমি আশা করি তোমরা জান্নাতীদের অর্ধেক হবে। আমরা আবারো 'আল্লাহু আকবার' বললাম। অতঃপর তিনি বললেন, মানুষের মধ্য হ'তে তোমাদের সংখ্যার তুলনা হবে একটি সাদা গরুর পশমের মধ্যে একটি কালো পশম অথবা একটি কালো গরুর পশমের মধ্যে একটি সাদা পশমের মত *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৫৪১ 'হাশর' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২২/৪২২)ঃ স্বামী-স্ত্রীর মিলনের সময় পর্দা না করলে নাকি ফেরেশতাগণ লজ্জায় চলে যায় এবং শয়তান এসে মিলনে অংশ নেয়। এ বক্তব্য কি সঠিক?

-হুমায়রা পারভীন
রহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। এটি একটি যঈফ হাদীছের বক্তব্য *(ত্বাবারাণী, সিলসিলা যঈফা হা/১৮৪০)*।

প্রশ্নঃ (২৩/৪২৩)ঃ কোন্ হাতে তসবীহ গণনা করতে হবে?

-আসাদুযযামান
বিলচাপড়ী, ধুনট, বগুড়া।

উত্তরঃ ডান হাতে তাসবীহ গণনা করতে হবে। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ডান হাতে তাসবীহ গণনা করতে দেখেছি' *(আবুদাঊদ হা/১৫০২)*। তবে ডান হাতে গণনা করতে অক্ষম হ'লে বাম হাতে গণনা করতে পারে।

প্রশ্নঃ (২৪/৪২৪)ঃ মানুষের মধ্যে যেমন রাসূল আছেন তেমনি ফেরেশতাগণের মধ্যেও কি রাসূল আছেন?

-আব্দুল হাকীম
কাকনহাট, রাজশাহী।

উত্তরঃ ফেরেশতাগণের মধ্যে রাসূল নির্ধারণ করা হয়নি। কারণ তাদের উপর কোন শারঈ বিধান অর্পণ করা হয়নি। এমনকি শরী'আত বিরোধী কোন কর্মকাণ্ড করার অনুভূতিও তাদের নেই। মানুষের কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করার জন্য তারা নির্বাচিত। উল্লেখ্য যে, আরবী ভাষায় বার্তা বাহককে রাসূল বলা হয়। জিবরীল (আঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অহি নিয়ে আগমন করতেন। সে হিসাবে জিবরীল (আঃ)-কেও বিভিন্ন স্থানে রাসূল বলা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'জিবরীল বলল, নিশ্চয়ই তোমাকে (মারইয়াম) পূত-পবিত্র সন্তান দান করার জন্য তোমার রবের পক্ষ থেকে আমি রাসূল হিসাবে এসেছি' *(মারইয়াম ১৯)*। অনুরূপভাবে আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেন, 'নিশ্চয়ই এই কুরআন একজন সম্মানিত রাসূলের আনীত' *(তাকভীর ১৯)*। আল্লামা শাওকানী (রহঃ) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে অহি নিয়ে আসার কারণে জিবরীল (আঃ)-কে রাসূল বলা হয়েছে' *(ফাৎহুল ক্বাদীর ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৯১)*।

প্রশ্নঃ (২৫/৪২৫)ঃ জরায়ু অপারেশন করার পর থেকে সবসময় পেশাবের মত পদার্থ নির্গত হয়। এমতাবস্থায় কিভাবে ছালাত আদায় করবে?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
বারকোণা, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ চিকিৎসা সত্ত্বেও সুস্থতা লাভ না করলে উক্ত অবস্থায় ছালাত আদায়ে কোন ক্ষতি হবে না *(মুওয়াত্ত্বা হা/৫৬)*। প্রত্যেক ছালাতের জন্য পৃথক ওযূ করে ছালাত আদায় করলেই চলবে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ, 'ইস্তিহাযা' অধ্যায় ১/৬৮ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২৬/৪২৬)ঃ আমার আব্বা ফজরের ওযূ করার সময় পৃথকভাবে হাত ধোয়ে তারপর ওযূর পানি আলাদাভাবে নিয়ে ওযূ করেন। আমি জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এ বিষয়ে হাদীছে রয়েছে, হাত না ধোয়ে ওযূ করা যাবে না। উক্ত বিষয়ে দলীলভিত্তিক জবাবদানে বাধিত করবেন।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
সিতাইকুণ্ড, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ ঘুম থেকে ওঠে হাত ধৌত না করে পানির পাত্রে হাত প্রবেশের নিষেধাজ্ঞা মূলতঃ পানির পবিত্রতা রক্ষার্থে করা হয়েছে। কারণ ঘুমন্ত অবস্থায় তার হাত শরীরের কোন অপবিত্র স্থানে লাগতে পারে এবং সে অপবিত্র বস্তু পাত্রের পানিতে মিশলে পানি অপবিত্র হয়ে যাবে এই আংশকায় নিষেধ করা হয়েছে। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত,

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যখন তোমাদের কেউ ঘুম থেকে জাগ্রত হয়, তখন সে যেন তার হাত ধৌত না করে পানির পাত্রে না ডুবায়। কেননা সে জানে না রাতে তার হাত কোথায় লেগেছিল' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৯১)*। এক্ষণে ঘুম থেকে উঠার পর টিউবয়েল, ছোট পাত্র (যে পাত্র থেকে পানি ঢেলে ওযূ করা যায়) অথবা চলমান পানিতে ওযূ করলে পৃথকভাবে আগে হাত ধৌত করার প্রয়োজন নেই।

প্রশ্নঃ (২৭/৪২৭)ঃ জনৈক ব্যক্তি মুমূর্ষু অবস্থায় কালেমা পাঠ করে মারা গেছেন। সে জান্নাতী একথা নিশ্চিতভাবে বলা যাবে কি?

-আব্দুল ওয়াদূদ
নিজপাড়া, বীরগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'জান্নাতের চাবি হচ্ছে 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ্' *(আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন মা'বূদ নেই)* বলে সাক্ষ্য প্রদান করা *(আহমাদ, মিশকাত হা/৪০ 'ঈমান' অধ্যায়)*। অন্য হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যার শেষ কালেমা 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ' হবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে' *(আবুদাউদ হা/৩১১৬; মিশকাত হা/১৬২১)*। 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ' এই কালেমা কি জান্নাতের চাবি নয়- এমন প্রশ্নের জবাবে ওয়াহ্হাব বিন মুনাব্বিহ (রহঃ) বলেন, নিশ্চয়ই (ইহা জান্নাতের চাবি)। কিন্তু প্রত্যেক চাবিরই দাঁত থাকে। যদি তুমি দাঁত ওয়ালা চাবি নিয়ে যাও তবে তোমার জন্য তা (জান্নাতের দরজা) খোলা হবে। অন্যথা তা তোমার জন্য খোলা হবে না' (আর কালেমার দাঁত হ'ল আমল) *(বুখারী, মিশকাত, হা/৪৩ 'ঈমান' অধ্যায়)*।

উল্লিখিত হাদীছ সমূহের আলোকে বলা যায় যে, আমল সঠিক হ'লে এবং শেষ কালেমা 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ' হ'লে ইনশাআল্লাহ ঐ ব্যক্তি জান্নাতী হবে। তবে নিশ্চিতভাবে কাউকে জান্নাতী বলা যাবে না। কেননা হাদীছে এসেছে, এক ব্যক্তি মারা গেলে জনৈক ছাহাবী বললেন, লোকটি জান্নাতী। রাসূল (ছাঃ) তখন বললেন, তুমি কি জান যে, সে অনর্থক কথাবার্তা বলা থেকে বিরত ছিল অথবা সে কৃপণতা করেনি? *(তিরমিযী, মিশকাত, হা/৪৮৪২)*।

প্রশ্নঃ (২৮/৪২৮)ঃ আমার বিবাহের প্রায় ৪০ বছর পর জানতে পারলাম যে, আমার স্ত্রী (চাচাতো বোন) ১ বছর বয়সে আমার মাতার দুধ পান করেছিল। বর্তমানে আমাদের ৫ সন্তান ও নাতী-নাতনী রয়েছে। এক্ষণে করণীয় কি?

-আব্দুছ ছবূর
দনিয়া, ডেমরা, ঢাকা।

উত্তরঃ দুই বছর বয়সের মধ্যে দুধ পান করলে দুধ বোন হিসাবে গণ্য হয় *(লোকমান ১৪; বাক্বারাহ ২৩৩)*। আর দুধ বোনকে বিবাহ করা হারাম। তবে কমপক্ষে ৫ ঢোক পরিমাণ দুধ পান করতে হবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩১৬৭)*। উক্ত ব্যক্তি না জানার কারণে আল্লাহর নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করলে ইনশাআল্লাহ তাকে আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন। তবে জানার পরে উভয়কে আলাদা করে দিতে হবে *(বুখারী, মিশকাত হা/৩১৬৯)*। অন্যথা স্বামী-স্ত্রী হিসাবে বসবাস করলে যেনার পাপ হবে।

প্রশ্নঃ (২৯/৪২৯)ঃ ইসলামী জীবন বীমা কি বৈধ?

-আব্দুল্লাহ
ফুলবাড়ি গেট, খুলনা।

উত্তরঃ ইসলামী জীবন বীমা যদি সম্পূর্ণ সূদমুক্তভাবে পরিচালিত হয় তাহ'লে জায়েয হবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮০৭)*। বাংলাদেশে যে সমস্ত ইসলামী বীমা ইতিমধ্যে কাজ শুরু করেছে সেগুলি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী কি-না তা যাচাই সাপেক্ষ। ইসলামী নিয়মনীতি অনুযায়ী পরিচালিত হ'লে এবং সূদমুক্ত হ'লে এগুলি জায়েয হবে।

প্রশ্নঃ (৩০/৪৩০)ঃ আমার স্ত্রীর প্রায় ২ থেকে ৩ শ' ভরি স্বর্ণালংকার আছে। তাকে যাকাত দিতে বললেও সে দেয় না। এতে কি আমার গোনাহ হবে? উল্লেখ্য যে, স্বর্ণগুলি আমার দেয়া নয়।

-ওয়াহীদুর রহমান
বারিধারা আবাসিক এলাকা
গুলশান, ঢাকা।

উত্তরঃ স্ত্রীকে যথাযথভাবে যাকাত প্রদানের কথা বলা এবং যাকাত না দেওয়ার ভয়াবহ পরিণতি উপস্থাপন করার পরও যাকাত না দিলে স্বামী দায়বদ্ধতা থেকে মুক্তি পাবেন। কেননা স্ত্রীর মালের যাকাত দেয়ার ব্যাপারে স্বামী বাধ্য নন। বরং স্ত্রী নিজেই যাকাত দিতে বাধ্য। উম্মু সালামা (রাঃ) বলেন, আমি স্বর্ণের গয়না পরতাম। একদা আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! ইহা কি সঞ্চিত সম্পদ? তিনি বললেন, 'যা নিছাব পরিমাণ হয় তার যাকাত দেয়া হ'লে তা সঞ্চিত সম্পদ নয়' *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/১৮১০)*।

প্রশ্নঃ (৩১/৪৩১)ঃ মুসলমান হয়ে মৃত্যুবরণ করার জন্য মৃত্যুকালে 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ' বলা শর্ত কি?

-শাফা'আত
নাজিরা বাজার, বংশাল, ঢাকা।

উত্তরঃ মুসলমান হয়ে মৃত্যুবরণ করার জন্য মৃত্যুকালে এই কালেমা বলা শর্ত নয়। তবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মৃত্যুর সময় এই কালেমা স্মরণ করানোর কথা বলেছেন এবং এ কথাও বলেছেন যে, যার জীবন এই কালেমার মাধ্যমে শেষ হবে সে জান্নাতে যাবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৬১৬)*।

প্রশ্নঃ (৩২/৪৩২)ঃ জনৈক আলেমকে বলতে শুনেছি যে, মসজিদের ইমাম তার মসজিদ সংলগ্ন চল্লিশ ঘর লোকের জন্য ক্বিয়ামতের দিন সুপারিশ করবে এবং তাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। একথা কি সত্য?

-নূরুন্নাহার
বাজার বাগান সরকারী কলেজ, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য সম্পূর্ণ বানাওয়াট ও ভিত্তিহীন। এধরণের অসংখ্য কথা সমাজে প্রচলিত আছে। এগুলি থেকে সাবধান থাকা অপরিহার্য।

প্রশ্নঃ (৩৩/৪৩৩)ঃ আমি একজন মুসাফির। ইমামের শেষ বৈঠকে জামা'আতে শরীক হয়েছি। ইমামের সালামের পর আমি কি পূর্ণ ছালাত আদায় করব, নাকি কছর করব?

-আবুল কালাম আযাদ
পাংশা, রাজবাড়ী।

উত্তরঃ উক্ত অবস্থায় পূর্ণ ছালাত আদায় করতে হবে। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, মুসাফির মুক্বীম ইমামের সাথে দু'রাক'আত পেলে তাকে তাদের মতই পূর্ণাঙ্গ ছালাত আদায় করতে হবে *(বায়হাক্বী, ইরওয়া হা/৫৭১)*।

প্রশ্নঃ (৩৪/৪৩৪)ঃ পালক পুত্রের সাথে মা অথবা উক্ত মায়ের মেয়েরা দেখা-সাক্ষাৎ করতে পারে কি?

-ইবরাহীম
মনিরামপুর, যশোর।

উত্তরঃ সূরা নিসার ২৩ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা যেসব নারীকে বিবাহ করা হারাম করেছেন পালক পুত্রের মা তার অন্তর্ভুক্ত নয়। সেকারণ উক্ত মা বা তার মেয়েরা পালক পুত্রের সাথে দেখা করতে পারে না।

প্রশ্নঃ (৩৫/৪৩৫)ঃ ৪০ দিন বয়সের এক শিশুর কবরের ছিদ্র দিয়ে দু'টি মুরগির বাচ্চা পড়ে যায়। ফলে কবরটি খুঁড়ে বাচ্চা দু'টি বের করা হয়। এতে গুনাহ হয়েছে কি?

-আযীমুল ইসলাম
বিশুবাড়ী, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ উক্ত কারণে কোন পাপ হবে না। কেননা প্রয়োজনে কবর খনন করা যায় *(বুখারী, ফাৎহুল বারী ৩/২৬১ পৃঃ)*।

সংশোধনী

গত এপ্রিল '০৬ সংখ্যার ৩০ পৃষ্ঠায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উম্মুল মুমিনীন হাফছাহ বিনতু ওমর (রাঃ)-এর ঘরে মধু পান করেছিলেন বলা হয়েছে। মূলতঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যয়নাব বিনতু জাহ্শ (রাঃ)-এর ঘরে মধু পান করেছিলেন। -সম্পাদক।

মদীনা এয়ারট্রাভেলস লিঃ এর সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ২০০৭ সালের হজ্জ প্যাকেজ-এর বুকিং চলছে

মদীনা এয়ারট্রাভেলস লিঃ বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ সফলভাবে হজ্জ পালনকারীদের নিরলস সেবা দিয়ে যাচ্ছে। মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেটধারী আলেমের সার্বিক তত্ত্বাবধানে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী হজ্জ পালনে ইচ্ছুকদের জন্য **মদীনা এয়ারট্রাভেলস লিঃ** একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। আমরা বাংলাদেশ থেকে শুরু করে মক্কা, মদীনায় সফর ও অবস্থানকালীন সময়ে আমাদের অভিজ্ঞ প্রতিনিধির সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানে স্বল্প খরচে ও আকর্ষণীয় প্যাকেজের মাধ্যমে হজ্জ পালন করিয়ে থাকি।

যারা ২০০৭ সালে হজ্জ পালন করার নিয়ত করেছেন তারা **মদীনা এয়ারট্রাভেলস লিঃ** এর সাথে যোগাযোগ করে বিশুদ্ধভাবে সালাফী মতে হজ্জ করার জন্য নিজেকে তৈরী করে নিন। এজন্য হজ্জের নিয়ম-কানূন ও বিস্তারিত ফিকহী মাসআলা সম্বলিত বিনামূল্যে বিতরণযোগ্য **'ছহীহ হজ্জ ওমরাহ্ ও যিয়ারত নির্দেশিকা'** বইখানি সংগ্রহ করে ভালভাবে অধ্যয়ন করুন। কেননা হজ্জ একটি ব্যয়বহুল ইবাদত, যা মানুষের জন্য জীবনে একবারই ফরয। হাদীছে এসেছে الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة **'কবুল হজ্জের পুরস্কার একমাত্র জান্নাত'**। তাই এই ইবাদত পালন করার জন্য ভেবে-চিন্তে সিদ্ধান্ত নেয়া প্রয়োজন। পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন।

মাওলানা কফীলুদ্দীন (গাযীপুর)
মোবাইলঃ ০১৭১১১৮০৬৪০।

আলহাজ্জ আব্দুছ ছবুর (গাযীপুর)
মোবাইলঃ ০১৭১২৫২৪৪৬১।

আলহাজ্জ গোলাম মওলা (গাযীপুর)
মোবাইলঃ ০১৭১১৬৬৯৭৬১।

আলহাজ্জ ওয়ালীউল্লাহ
বংশাল, ঢাকা।
মোবাইলঃ ০১৭১১৬৪৬৩৯৬।

মোফাক্ষার হোসেন
নওদাপাড়া মাদরাসা
পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
ফোনঃ (০৭২১) ৮৬১৩৬৫
মোবাইলঃ ০১৭১১-৫৭৮০৫৭।

আলহাজ্জ নূরুল ইসলাম প্রধান
গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা
মোবাইলঃ ০১১৯৭০৪১৪৫০।

মাওলানা মাসুদুর রহমান (জামালপুর)
মোবাইলঃ ০১৭১৯৬৯২৬২১।

আলহাজ্জ আব্দুল হালীম (খুলনা)
ফোনঃ ৮১১৩৯৫ (সকাল ৯টা-রাত ৯ টা)।
৮০০২৭২ (বাসা)।

মদীনা এয়ারট্রাভেলস লিঃ
গোল্ডেন প্লাজা শপিং কমপ্লেক্স (৩য় তলা)
প্লট নং-৩৪, রোড নং ৪৬, গুলশান-২
(গোল চত্বরের দক্ষিণ-পশ্চিম কর্ণারে), ঢাকা।
ফোনঃ ৮৮২১৯৫০; ৮৮১৯০৫২

সার্বিক যোগাযোগ
আলহাজ্জ আব্দুল্লাহ আল-মাসুদ
মোবাইলঃ ০১৭১৬-৩২৯৯২১; ০১৫২৪১২১৮৭
আলহাজ্জ আকমাল হোসাইন (নারায়ণগঞ্জ)
মোবাইল ঃ ০১৫২৪৫৯৫৮৩
আলহাজ্জ আকরামুজ্জামানঃ ফোনঃ (০২)
৮৯২০৯৩৫; মোবাইলঃ ০১৮৭১২৯৮০৭

YEAR TABLE (9Th Vol.) বর্ষসূচী-৯ (Oct. 2005 to Sept. 2006)

(৯ম বর্ষ ১ম সংখ্যা অক্টোবর ২০০৫ হ'তে ১২তম সংখ্যা সেপ্টেম্বর ২০০৬ পর্যন্ত)

*** সম্পাদকীয়ঃ**

১. ধর্মের নামে বোমা হামলার নেপথ্যে *(অক্টোবর ২০০৫)* ২. বিশ্বব্যাপী প্রাকৃতিক দুর্যোগঃ মানুষের কৃতকর্মেরই বিষময় ফল *(নভেম্বর ২০০৫)* ৩. সুইসাইড বোমা হামলাঃ অশুভ শক্তির ষড়যন্ত্রের বিস্তার আর কতদূর! *(ডিসেম্বর ২০০৫)* ৪. রোকা ও ট্রয়কা প্রতিনিধির বাংলাদেশ সফরঃ প্রাসঙ্গিক কিছু কথা *(জানুঃ- ফেব্রুঃ ২০০৬)* ৫. মিথ্যাচার ও যুলুম-নির্যাতনে অতিক্রান্ত একটি বছর *(মার্চ ২০০৬)* ৬. আহলেহাদীছ আন্দোলনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বন্ধ করুন! *(এপ্রিল ২০০৬)* ৭. দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন উর্ধ্বগতি ও গণমানুষের দুর্ভোগঃ এলাহী গযবের আলাতম *(মে ২০০৬)* ৮. গার্মেন্টস শিল্পে নগ্ন হামলাঃ দেশের অর্থনীতিকে পঙ্গু করার গভীর ষড়যন্ত্র *(জুন ২০০৬)* ৯. ফিলিস্তীনে ইসরাঈলী বর্বরতাঃ বিশ্ববিবেকের সীমাহীন নিরবতা *(জুলাই ২০০৬)* ১০. লেবাননে ইহুদী দানবঃ খৃষ্টবিশ্বের কপটতা ও মুসলিম বিশ্বের নীরবতা (আগষ্ট ২০০৬) ১১. মাহে রামাযানঃ সর্বাধিক নেকী অর্জনের অনন্য মাস *(সেপ্টেম্বর ২০০৬)*।

*** দরসে কুরআনঃ**

১. ইনসানে কামেল *-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব (অক্টোবর-নভেম্বর ২০০৫)* ২. আরবী ভাষায় কুরআন নাযিলঃ শিকড়ের সন্ধানে *-ঐ (জানু-ফেব্রু '০৬-এপ্রিল '০৬)* ৩. জাতিসংঘের সংবিধান হৌক 'ইসলাম' *-ঐ (মে ২০০৬)*।

*** দরসে হাদীছ** *-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব (সেপ্টেম্বর ২০০৬)*।

*** প্রবন্ধঃ**

অক্টোবর ২০০৫

১. বাংলাদেশে সাধারণ শিক্ষায় উপেক্ষিত মহানবী (ছাঃ) *-শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান* ২. মাহে রামাযানের আগমন ও বিশ্বময় প্রস্তুতি *-মুহাম্মাদ সাইদুর রহমান* ৩. বিশ্বশ্রেষ্ঠ আল-কুরআন *-রফীক আহমাদ* ৪. এ তুফান ভারি দিতে হবে পাড়ি *-আব্দুর রহমান* ৫. ঈদায়েনের কতিপয় মাসায়েল *-আত-তাহরীক ডেস্ক* ৬. যাকাত ও ছাদাক্বাহ *-আত-তাহরীক ডেস্ক* ।

নভেম্বর ২০০৫

৭. নারীবাদ ও নারীমুক্তিঃ জাহান্নামের পয়গাম *-আবু জাফর* ৮. দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের ধারাবাহিকতা *-মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান* ৯. এ কোন্ মানবাধিকার *-যহূর বিন ওহমান*।

ডিসেম্বর ২০০৫

১০. জাল হাদীছঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ *-ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন (৯/৩,৪-৫,৬,৭,৮,৯)* ১১. ইলমে দ্বীনের গুরুত্ব ও ফযীলত *-আখতারুল আমান বিন আব্দুস সালাম* ১২. বন্ধুত্বের প্রকৃতি *(৯/৩,৪-৫) -রফীক আহমাদ* ১৩. মুক্তবুদ্ধির শুভবুদ্ধি *-মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান* ১৪. পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ খেজুরঃ ইসলাম ও বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে *-ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর* ১৫. ইসলামী মূল্যবোধঃ প্রসঙ্গ বাংলাদেশ *-মুহাম্মাদ শরীফ ফেরদাউস*।

জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ২০০৬

১৬. ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের কতিপয় গুণাবলী *-আবু তাহের বিন আব্দুর রহমান* ১৭. আমীরের আনুগত্য *(৯/৪-৫, ৬) -মুযাম্মিল বিন আমজাদ*।

মার্চ ২০০৬

১৮. সন্ত্রাসঃ ইসলামী দৃষ্টিকোণ *-নূরুল ইসলাম* ১৯. আমীরে জামা'আতের গ্রেফতারঃ যুলম-নির্যাতন ও মিথ্যাচারে অতিক্রান্ত একটি বছর *-অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ* ২০. এপ্রিল ফুল *-আত-তাহরীক ডেস্ক* ২১. প্রভুর আসনে ওরা কারা? *-যহূর বিন ওহমান* ২২. ঈদে মীলাদুন্নবী *-আত-তাহরীক ডেস্ক*।

এপ্রিল ২০০৬

২৩. ইবাদত কবুলের শর্তাবলী *-আখতারুল আমান* ২৪. যালিমের পরিণতি *-আবু তাহের* ২৫. ডঃ গালিবের কারা নির্যাতনের অবসান আর কতদিনে! *-অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ*।

মে ২০০৬

২৬. শত্রুতাঃ মুসলিম জীবনের অন্তরায় *-রফীক আহমাদ* ২৭. লৌহ পিঞ্জরে বন্দী প্রতিভাঃ বঞ্চিত মানবতা কি শুধু আর্তনাদ করেই ক্ষান্ত হবে? *-মুযাফফর বিন মুহসিন* ২৮. সুন্নাতের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য *-মুযাম্মিল বিন আমজাদ* ২৯. দাড়ি রাখার শারঈ বিধান *-যহূর বিন ওহমান*।

জুন ২০০৬

৩০. আল্লাহ কি নিরাকার ও সর্বত্র বিরাজমান? *-আখতারুল আমান* ৩১. কারা নির্যাতনের ইউসুফ (আঃ) *-আবু তাহের* ৩২. পবিত্র কুরআনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কোন দিন সফল হবে না *-মুহাম্মাদ মেহেদী হাসান*।

জুলাই ২০০৬

৩৩. আত্মহত্যার ভয়াবহ পরিণতি *-আখতারুল আমান* ৩৪. পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য *-রফীক আহমাদ* ৩৫. তথ্য সন্ত্রাসঃ ইসলামী দৃষ্টিকোণ *-ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর*।

আগষ্ট ২০০৬

৩৬. যালিম শাসকঃ আল-কুরআনের আলোকে একটি বিশ্লেষণ -*আবু তাহের* ৩৭. গভীর ষড়যন্ত্রের কবলে আহলেহাদীছ আন্দোলন! -*মুযাফফর বিন মুহসিন* ৩৮. শবেবরাত -*আত-তাহরীক ডেস্ক* ৩৯. প্রসঙ্গঃ বাউল সাধনা (৯/১১,১২) -*গোলাম রহমান* ৪০. বাকস্বাধীনতা ও প্রতারণা -*যহুর বিন ওছমান* ৪১. যেভাবে সমাজে নষ্টামী ছড়ায় -*মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান*।

সেপ্টেম্বর ২০০৬

৪২. ছিয়ামের ফাযায়েল ও মাসায়েল -*আত-তাহরীক ডেস্ক* ৪৩. ছিয়াম সাধনাঃ আত্মশুদ্ধি কামনা -*মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ* ৪৪. লেবানন পুড়ছে, বুশ হাসছে -*মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান*

*** ছাহাবা চরিতঃ**

১. উম্মুল মুমিনীন হাফছাহ বিনতু ওমর (রাঃ) -*মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম* (এপ্রিল '০৬) ২. উম্মুল মুমিনীন যয়নাব বিনতু জাহ্শ (রাঃ) -*ঐ* (জুন-জুলাই '০৬)।

*** মনীষী চরিতঃ**

১. শামসুল হক আযীমাবাদী (রহঃ) -*নূরুল ইসলাম* (৯/১,২,৩; অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৫) ২. নওয়াব ছিদ্দীক্ব হাসান খান ভূপালী (রহঃ) -*নূরুল ইসলাম* (৯/৯,১০,১১,১২; জুন-সেপ্টেম্বর'০৬)।

*** অর্থনীতির পাতাঃ**

১. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ব্যবসানীতি -*মুহাম্মাদ মুখলেছুর রহমান* (নভেম্বর ২০০৫) ২. ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় 'আল-হিসবা'-র অপরিহার্যতা -*শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান* (ডিসেম্বর '০৫) ৩. ইমাম ইবনে তায়মিয়াঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর ইসলামী অর্থনীতিবিদ -*ঐ* (জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ২০০৬)।

*** সাময়িক প্রসঙ্গঃ**

১. সরকার কি সত্যিই পথ হারাইয়াছে? -*মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ* (জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ২০০৬)।

*** নবীনদের পাতাঃ**

১. হালখাতা -*মুহাম্মাদ শাহাদত হোসাইন* (অক্টোবর ২০০৬) ২. পার্থিব জীবনের শেষ ঠিকানা মরণ -*মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ* (৯/২,৩,৪-৫,৬; নভেম্বর-মার্চ ২০০৫) ৩. আল্লাহ্র রাস্তায় দানের গুরুত্ব ও ফযীলত -*মুহাম্মাদ হারূনুর রশীদ* (জুন '০৬) ৪. বিশ্বনবী (ছাঃ) কি নূরের তৈরী? -*মুহাম্মাদ গিয়াছুদ্দীন* (জুলাই '০৬)।

*** হাদীছের গল্পঃ**

১. নেতার প্রতি কর্মীদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির স্বরূপ -*হাফেয মুকাররম* (মে '০৬)।

*** গল্পের মাধ্যমে জ্ঞানঃ**

১. মানবতা -*মুহাম্মাদ আতাউর রহমান* (অক্টোবর '০৫) ২. মনুষ্যত্ব -*মুহাম্মাদ আবুল হোসেন* (নভেম্বর '০৫) ৩. সান ও তাবাকা -*মুহাম্মাদ মুযাম্মিল হক* (জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ২০০৬) ৪. (ক) একটি বিশ্বাসের জন্য (খ) সম্পদের মোহ -*মুহাম্মাদ আতাউর রহমান* (মে'০৬) ৫. (ক) ধারণা -*খাদীজা পারভীন* (খ) মহান আল্লাহ্র অস্তিত্ব -*মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ* (জুন '০৬)।

*** চিকিৎসা জগৎঃ**

১. (ক) হার্ট অ্যাটাকের পর হাঁটুন (খ) আঁশ জাতীয় খাবারের প্রয়োজনীয়তা (অক্টোবর'০৬) ২. এইড্স ও ধর্মীয় অনুশাসন -*মুহাম্মাদ বাবলুর রহমান* (ডিসেম্বর'০৫) ৩. ইসলাম ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মানব সৃষ্টি -*মুহাম্মাদ মা'ছূম বিল্লাহ বিন রেযা* (এপ্রিল '০৬) ৪. শিশুর সর্দি-কাশি ও শ্বাসকষ্টে হোমিওপ্যাথিক ঔষধের ব্যবহার -*মুহাম্মাদ গিয়াছুদ্দীন* (মে '০৬) ৫. (ক) শ্বাসকষ্ট পরিমাপে স্পাইরোমিটার -*অধ্যাপক ডাঃ মুহাম্মাদ আতীকুর রহমান* (খ) আলঝ্যাইমারসঃ স্মরণশক্তি লোপ রোগ -*ডাঃ আলিম আক্তার ভূইয়া* (জুলাই '০৬) ৬. (ক) ঘাতক ব্যাধি হেপাটাইটিস -সি (খ) সুস্থ, দীর্ঘ জীবন এবং রংধনু খাদ্য *সংকলিত* (আগষ্ট '০৬)।

*** মহিলাদের পাতাঃ**

১. দ্বীন শিক্ষায় আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থার ভূমিকা -*আনজুমানয়ারা সুলতানা* (নভেম্বর '০৫)।

বাৎসরিক সর্বমোট হিসাব

১. সম্পাদকীয় ১১টি, ২. দরসে কুরআন ৩টি, ৩. দরসে হাদীছ ১টি, ৪. ছাহাবা চরিত ২টি, ৫. মনীষী চরিত ২টি, ৬. অর্থনীতির পাতা ৩টি, ৭. সাময়িক প্রসঙ্গ ১টি, ৮. নবীনদের পাতা ৪টি, ৯. হাদীছের গল্প ১টি, ১০. গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান ৭টি, ১১. চিকিৎসা জগৎ ৯টি, ১২. কবিতা ৪৭টি, ১৩. মহিলাদের পাতা ১টি, ১৪. ক্ষেত-খামার ১৫টি, ১৫. প্রশ্নোত্তর ৪৩৫টি।

সোনামণি, স্বদেশ-বিদেশ, মুসলিম জাহান, বিজ্ঞান ও বিস্ময়, সংগঠন সংবাদ, পাঠকের মতামত, জনমত কলাম ইত্যাদি কলামগুলি উক্ত হিসাবের বাইরে।

প্রশ্নোত্তর

মাস ও সংখ্যা	প্রশ্নকারী	প্রশ্নঃ	উত্তর ও সংখ্যা
অক্টোবর ২০০৫ (১/১)	আফযাল, নওদাপাড়া, রাজশাহী।	আত্মহত্যাকারীর জন্য দান-খয়রাত ও দো'আ করা যায় কি?	(১/১)
,,	সুলতান মাহমূদ, মধ্যপাড়া, কালাই, জয়পুরহাট।	নানীর মৃত্যুর পূর্বে মাতা মৃত্যুবরণ করলে নানীর সম্পদ থেকে নাতি-নাতনী বঞ্চিত হবে কি?	(২/২)
,,	এম.এম.এ. হালীম, কে.এম.এস, কেডি ঘোষ রোড, খুলনা।	মুছল্লীর সামনে দিয়ে কেউ অতিক্রম করতে লাগলে হাত দিয়ে এবং পরে শক্তি প্রয়োগ করে বাধা দিতে হবে কি? এতে কি ছালাতের ক্ষতি হবে?	(৩/৩)
,,	মুহাম্মাদ আবু তাহের, থাওইপাড়া, আত্রাই, নওগাঁ।	যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশকের কোন কোন দিনে ছিয়াম পালন করা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত?	(৪/৪)
,,	রিযওয়ানুর রহমান, শালবাগান, রাজশাহী।	সহোদরা দুই বোনকে একত্রে বিবাহ করা কি জায়েয? কোন ইমাম এরূপ করলে তার পিছনে ছালাত বৈধ হবে কি?	(৫/৫)
,,	শাহীদা খাতুন, মাধনগর, নাটোর।	হিন্দুদের তৈরী মিষ্টি খাওয়া যাবে কি?	(৬/৬)
,,	আব্দুর রহমান, রাজপুর, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।	ছালাত-ছিয়াম আদায় করে না এমন গরীব লোকদের বাড়ীতে টিভি, ভিসিআর থাকলে তাদেরকে বায়তুল মালের অংশ দেওয়া যাবে কি?	(৭/৭)
,,	ডাঃ আব্বাস সরকার, বেড়ের বাড়ী, বগুড়া।	আসন্ন রামাযানে ৪০০/৫০০ ছায়েমকে ইফতার করানোর নিয়ত করা কি শরী'আত সম্মত?	(৮/৮)
,,	শফীকুর রহমান, মৈশালা, পাংশা, রাজবাড়ী।	ফিৎরার টাকা এক স্থানে জমা করা এবং ঈদের ছালাত পর বন্টন করা কি শরী'আত সম্মত?	(৯/৯)
,,	আব্দুস সালাম, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।	আদম (আঃ)-এর বিবাহ কে পড়িয়েছিলেন?	(১০/১০)
,,	মুযাফফর আহমাদ, আলাদীপুর, নওগাঁ।	অসুখের কারণে ব্যান্ড খাওয়া কি শরী'আত সম্মত?	(১১/১১)
,,	সাইফুল ইসলাম, নতুন কাশিয়াডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ, ভারত।	বাদ ফজর সূরা ইয়াসীন এবং বাদ এশা সূরা আম্বিয়া পড়ার ব্যাপারে কোন ছহীহ হাদীছ আছে কি?	(১২/১২)
,,	এম.এ. ইউসুফ সালাফী, দিনাজপুর।	ফরয ছালাতের জন্য ইক্বামত দেওয়া কি শর্ত?	(১৩/১৩)
,,	মুহাম্মাদ নাজমুল ইসলাম, গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	কোন স্ত্রী তার স্বামীকে তালাক্ব দেওয়ার দু'মাস ৩ দিন পর অন্যত্র বিয়ে করতে পারে কি?	(১৪/১৪)
,,	নাছীরুদ্দীন, পুরাতন সাতক্ষীরা।	মালাকুল মউত মুমিনের জান এমনভাবে কবয করেন যেমন শিশু মায়ের কোলে দুধ খেতে খেতে ঘুমিয়ে যায়। এ বক্তব্য কি সঠিক?	(১৫/১৫)
,,	মুজাহিদুল ইসলাম, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।	কোন কোন বইয়ে ছালাতের ফরয, আহকাম, আরকান ১৩টি, ওয়াজিব ১৪টি, সুন্নাত ১৮টি ও মুস্তাহাব ১৮টি উল্লিখিত হয়েছে। এগুলি কি ঠিক?	(১৬/১৬)
,,	হানযালা, দুর্গাপুর, কুমারখালী, কুষ্টিয়া।	ইক্বামত দেওয়ার সময় মুয়াযযিনকে কোন নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়াতে হবে কি? তাকে ঠিক ইমামের পিছনে ১ম কাতারে দাঁড়াতে হবে কি?	(১৭/১৭)
,,	নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, নবীনগর, খুলনা।	কোন মসজিদের কিছু অংশ রেজিষ্ট্রিকৃত এবং কিছু অংশ রেজিষ্ট্রিবিহীন হ'লে সে মসজিদে ছালাত হবে কি?	(১৮/১৮)
,,	মুহাম্মাদ যাইদুর রহমান, পশ্চিম দোমারপাল, কালাইবাড়ী, পোরশা, নওগাঁ।	যেনার কথা কেবল দু'একজন জানলে এবং যেনাকার ও যেনাকারিণী আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চাইলে তিনি ক্ষমা করে দিবেন, বেশী লোক জানলে ক্ষমা করবেন না। এ কথা কি ঠিক?	(১৯/১৯)
,,	আব্দুল্লাহ, মোহনপুর, রাজশাহী।	নবী করীম (ছাঃ) নিজ হাতে কোন গাছ লাগিয়েছেন কি?	(২০/২০)
,,	আব্দুল্লাহ আল-হাদী, পাঁচরুখী, আড়াই হাযার, নারায়ণগঞ্জ।	দুই বছর বয়স অতিক্রান্ত হওয়ার পর অন্যের দুধ পান করলে সে কি দুধ সন্তান হিসাবে গণ্য হবে?	(২১/২১)
,,	মুহাম্মাদ মুখলেছুর রহমান, কুড়াহার, ভায়ের পুকুর, শিবগঞ্জ, বগুড়া।	অন্যায়ভাবে কারো জমি বা টাকা আত্মসাৎ করে মারা গেলে এবং তার ওয়ারিছগণ তা ফেরত দিলে মৃতব্যক্তি মুক্তি পাবে কি?	(২২/২২)
,,	মুজীবুর রহমান, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।	মৃতব্যক্তিকে দূরদূরান্ত থেকে নিজ বাড়ীতে নিয়ে এসে কবর দেওয়া যাবে কি?	(২৩/২৩)

,,	ডাঃ আব্দুল আলীম, স্বরূপনগর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	মসজিদ নির্মাণ করে পরবর্তীতে তা ভেঙ্গে দিয়ে সেখানে গাছ লাগানো যাবে কি?	(২৪/২৪)
,,	নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, জামালপুর।	স্ত্রীর আপন ভাতিজিকে বিয়ে করার পর জানতে পারলে করণীয় কি?	(২৫/২৫)
,,	আলহাজ্জ ওবায়দুল্লাহ, ঢাকা।	আজওয়া খেজুর কি? এর মূল্য এত বেশী হওয়ার কারণ কি?	(২৬/২৬)
,,	নাঈমা আখতার, বাগমারা, রাজশাহী।	রাতে ঘুমানোর সময় বাতি নিভিয়ে ঘুমাতে বলার কারণ কি?	(২৭/২৭)
,,	মুহাম্মাদ আশরাফ, মহাদেবপুর, নওগাঁ।	আরব দেশ সমূহের মধ্যে সিরিয়া কি আল্লাহ্‌র নিকট সর্বাধিক পসন্দনীয়?	(২৮/২৮)
,,	আমীমুল ইহসান, কদম হাজীর মোড়, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।	ওমর (রাঃ) তাঁর বোন ও ভগ্নিপতিকে মারার জন্য গিয়ে তাদের কুরআন তেলাওয়াত শুনে ইসলাম গ্রহণ করেন। এ ঘটনা কি সত্য?	(২৯/২৯)
,,	আব্দুল্লাহ, এনসিওস একাডেমী, বগুড়া সেনানিবাস।	ছিয়াম অবস্থায় দিনের বেলা ঘুমালে, স্বপ্নে কিছু খেলে বা স্বপ্নদোষ হ'লে ছিয়াম মাকরূহ হবে কি?	(৩০/৩০)
,,	আব্দুছ ছামাদ, নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।	শাওয়াল মাসের ছয়টি ছিয়াম কি একাধারে রাখতে হবে? এ ছিয়ামের ফযীলত কি?	(৩১/৩১)
,,	সুমন, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।	ছেলে-মেয়ে বা যেকোন ব্যক্তিকে দেখানোর উদ্দেশ্যে মৃতকে এক/দুই দিন বিলম্বে দাফন করা কি জায়েয?	(৩২/৩২)
,,	মুহাম্মাদ আযীযুল হক্ব, গোপালগঞ্জ।	সূরা বাক্বারাহ ১০২ নং আয়াতের ব্যাখ্যা জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৩৩/৩৩)
,,	আব্দুল খাবীর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	ওহোদ যুদ্ধে ফেরেশতারা কি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সাহায্য করেছিলেন?	(৩৪/৩৪)
,,	আব্দুল্লাহ, বৃ-কুষ্টিয়া, বি-ব্লক, বগুড়া।	রামাযানের প্রথম ১০ দিন রহমত, দ্বিতীয় ১০ দিন মাগফেরাত এবং শেষ ১০ দিন নাজাতের বলে রামাযান মাসকে তিন ভাগে ভাগ করা কি ঠিক?	(৩৫/৩৫)
,,	মুযাফফর, সঠিবাড়ী, রংপুর।	কেউ কবর হ'তে লাশের মাথা কেটে নিলে তার বিচার কি হবে?	(৩৬/৩৬)
,,	মুহাম্মাদ শাহাদত, বগুড়া।	ঈদগাহে মিম্বর ছাড়া শুধু লাঠি হাতে নিয়ে খুৎবা দেওয়া কি ঠিক?	(৩৭/৩৭)
,,	রুম্মান ইয়াসমিন, বাগাতিপাড়া, নাটোর।	মহিলারা ইমাম হয়ে কোন্ কোন্ ছালাত জামা'আতবদ্ধ হয়ে আদায় করতে পারবে?	(৩৮/৩৮)
,,	মুনীরুযযামান, আনন্দনগর, নওগাঁ।	ধান দ্বারা ফিৎরা দিলে চলবে কি? না কি কেবল চাউল, গম, যব ইত্যাদি দ্বারা ফিৎরা দিতে হবে? টাকা দ্বারা ফিৎরা দেওয়া যাবে কি?	(৩৯/৩৯)
,,	আব্দুল খালেক, ধানপুর, মোহনপুর, রাজশাহী।	রামাযানে সাহারী, ইফতার এবং তারাবীহ-এর জামা'আতের জন্য বেল বাজানো কি জায়েয?	(৪০/৪০)
নভেম্বর ২০০৫ (৯/২)	রূহুল্লাহ, হাড়াভাঙ্গা, গাংনী, মেহেরপুর।	কোন ব্যবসায়ী দেউলিয়া হয়ে গেলে এবং মহাজনের নিকট হ'তে গৃহীত বকেয়া পরিশোধে অপারগ হ'লে, মহাজন তার নির্ধারিত যাকাতের মধ্যে উক্ত বকেয়া গণ্য করে বিষয়টি সমাধান করতে পারেন কি?	(১/৪১)
,,	আলহাজ্জ ছিয়ামুদ্দীন, রাজশাহী।	মসজিদে জানাযার ছালাত পড়া জায়েয আছে কি?	(২/৪২)
,,	সোলায়মান, আটমূল, শিবগঞ্জ, বগুড়া।	ঔষধ খাওয়ার সময় কি 'বিসমিল্লাহ' বলতে হবে?	(৩/৪৩)
,,	মুহাম্মাদ বদিয়ার রহমান, কুলাঘাট বাজার, লালমণিরহাট।	বরকতের আশায় মৃতব্যক্তির কাফনে 'বিসমিল্লাহ' অথবা 'লা ইলা-হা' লিখে দিলে কবরের আযাব হালকা হয় কি?	(৪/৪৪)
,,	সৈয়দ ফয়েয, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।	ধূমপান করলে নাকি ওযূ ভঙ্গ হয় না? এটা কি ঠিক?	(৫/৪৫)
,,	হাফেয শহীদুল্লাহ খান, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।	গমের দরে অর্ধ ছা' হিসাবে টাকা দ্বারা ফিৎরা দেওয়া যাবে কি?	(৬/৪৬)
,,	কাযী ওছমান, মির্জাপুর, টাঙ্গাইল।	অমুসলিমদের দান মসজিদের জন্য নেওয়া যাবে কি?	(৭/৪৭)
,,	এনামুল হক, জ্যোতবাজার, মান্দা, নওগাঁ।	মিথ্যা অভিযোগে কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা কি জায়েয? অভিযোগ প্রমাণিত না হ'লে আটকে রাখার পরিণাম কি হবে?	(৮/৪৮)
,,	শামীমা, পাঁচরুখী, নারায়ণগঞ্জ।	রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর স্ত্রীগণ কি নাকে, কানে অলঙ্কার ব্যবহার করতেন?	(৯/৪৯)
,,	ওবায়দুল্লাহ, মারান জোল, সাতক্ষীরা।	ছালাত অবস্থায় পিতা-মাতার ডাকে সাড়া দেওয়া যাবে কি? সাড়া দিলে ঐ ছালাত পুনরায় কিভাবে পড়তে হবে?	(১০/৫০)
,,	জ[illegible]ীম, দিনাজপুর।	কোন জারজ সন্তান তার কথিত পিতার সম্পত্তিতে অংশীদার হ'তে পারবে কি?	(১১/৫১)
,,	আহ্ছার, দক্ষিণ যাত্রাবাড়ী, ডেমরা, ঢাকা।	কেউ জানালা দিয়ে ঘরের ভিতরে উঁকি মারলে এবং চোর মনে করে তার চোখে শিক ঢুকিয়ে দেওয়ার চোখ নষ্ট হয়ে গেলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে কি?	(১২/৫২)
,,	মুহাম্মাদ ইকবাল, নওদাপাড়া, রাজশাহী।	বিতর ছালাতে দো'আয়ে কুনূতের পরিবর্তে অন্য কোন দো'আ পড়া যাবে কি?	(১৩/৫৩)

,,	মুনীরুদ্দীন, নলডাঙ্গা, নাটোর।	জুম'আর দিন মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় দরজার নিকটে এসে পশ্চিম দিকে মুখ করে সালাম দেওয়ার কোন দলীল আছে কি?	(১৪/৫৪)
,,	আব্দুস সালাম, নন্দলালপুর, কুষ্টিয়া।	ঈদগাহ থাকা সত্ত্বেও মসজিদে ঈদের ছালাত আদায় করা জায়েয হবে কি?	(১৫/৫৫)
,,	আবু রায়হান, সাজিয়াড়া, ডুমুরিয়া, খুলনা।	বজ্রপাতের সময়ে কোন্ দো'আ পড়তে হয়?	(১৬/৫৬)
,,	আব্দুল হামীদ, কানসাট, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	সংসারের জন্য ব্যয় করা কি ছাদাক্বার অন্তর্ভুক্ত?	(১৭/৫৭)
,,	আল-আমীন, বিনোদপুর, রাজশাহী।	রোগের কারণে ছালাত অবস্থায় ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব বের হ'লে ছালাত হবে কি?	(১৮/৫৮)
,,	এম এ ক্বাইয়ূম, ওয়াবদা বাজার, কুলাঘাট, লালমণিরহাট।	স্ত্রীকে মোহর দিতে চাওয়ার পরও তা গ্রহণ না করে স্বেচ্ছায় ক্ষমা করে দিলে উক্ত মোহরের জন্য স্বামী দায়ী থাকবে কি?	(১৯/৫৯)
,,	শহীদুল ইসলাম, তেঁথুলিয়া, রাজশাহী।	আঙ্গুর, খেজুর, গম, যব ও মধু দ্বারা মদ তৈরী হয় বলে হাদীছে উল্লিখিত হয়েছে। এগুলি ছাড়া অন্য বস্তু দ্বারা মদ তৈরী হ'লে তা কি মদের অন্তর্ভুক্ত হবে?	(২০/৬০)
,,	মোস্তাক্ব আহমাদ, মোগলটুলী, ঢাকা।	অমুসলিম ব্যক্তি হাঁচি দিয়ে 'আল-হামদুলিল্লাহ' বললে জবাবে কি বলতে হবে?	(২১/৬১)
,,	আমেনা বেগম, ফুলবাড়িয়া, কাথুলী, মেহেরপুর।	ইমামের ভুল হওয়ায় মহিলা মুছল্লী 'সুবহা-নাল্লাহ' বলে লোকমা দিলে ছালাত পুনরায় পড়তে হবে কি?	(২২/৬২)
,,	আব্দুর রহীম, বানীজুড়ি, মাদারগঞ্জ, জামালপুর।	ওযূ শেষে আকাশের দিকে তাকিয়ে দো'আ পাঠ করা সম্পর্কে কোন হাদীছ আছে কি?	(২৩/৬৩)
,,	ফেরদাউস, শাখারীপাড়া, নাটোর।	জুম'আর দিনে কোন মুসলিম ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে কবরের আযাব হ'তে রক্ষা পাবে কি?	(২৪/৬৪)
,,	সৈয়দ ফয়েয, ধামতী, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।	পবিত্র কুরআন মুখস্থ রাখার বিনিময়ে একজন হাফেয পরকালে কি পাবে?	(২৫/৬৫)
,,	ক্বামারুযযামান, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।	কেউ যদি এমন কসম খায় যে, হে আল্লাহ! সিনেমা দেখলে আমার ইহকাল ও পরকাল ধ্বংস করে দিয়ো। পরবর্তীতে সে সিনেমা দেখলে তাকে কি তওবা করতে হবে, নাকি কাফফারা দিতে হবে?	(২৬/৬৬)
,,	হাফীযুর রহমান, তুলশীপুর, বাঘা, রাজশাহী।	কেউ 'ছালাতুল আউয়াবীন' চিরদিন পড়ার শপথ করার পর কারণবশত কখনো ছুটে গেলে গুনাহ হবে কি?	(২৭/৬৭)
,,	মুশাররফ হোসাইন, নোয়াখালী।	এক দ্বাক'আত বিতর পড়ার সপক্ষে দলীল কি?	(২৮/৬৮)
,,	শেখ সাদী, ছোটশেলুয়া, তিতুদহ, চুয়াডাঙ্গা।	ছয় তাকবীরে ঈদের ছালাত আদায়কারী ইমামের পিছনে ১২ তাকবীর দিলে ছালাত হবে কি?	(২৯/৬৯)
,,	শিশির, সিংগা, দুর্গাপুর, রাজশাহী।	মসজিদের ক্যাশিয়ার মসজিদ ফাণ্ডের টাকা দিয়ে ব্যবসা করতে পারে কি?	(৩০/৭০)
,,	নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।	কুরবানীর নিয়তে ক্রয়কৃত গরু রোগাক্রান্ত হ'লে যবেহ করে গোশত বিক্রি করা জায়েয হবে কি?	(৩১/৭১)
,,	এফ,এম, লিটন, কাঠিগ্রাম, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।	ছালাত অবস্থায় বিদ্যুৎ আসলে এক পা সামনে অগ্রসর হয়ে সুইজ অন করলে ছালাত হবে কি?	(৩২/৭২)
,,	আব্দুল আলীম, বল্লা বাজার, গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	বিবাহের অনুষ্ঠানে যবেহকৃত গরু-ছাগলে আক্বীক্বার নিয়ত করা যাবে কি?	(৩৩/৭৩)
,,	আব্দুস সুবহান, পাংশা, রাজবাড়ী।	সৎ মামার সাথে বিবাহ বৈধ কি?	(৩৪/৭৪)
,,	মুহসিন আকন্দ, জোরবাড়িয়া, ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ।	মোবাইল সেটে 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' লেখা থাকলে তা নিয়ে বাথরুমে যাওয়া যাবে কি?	(৩৫/৭৫)
,,	ক্বামারুযযামান, মুহাম্মাদপুর, ইসলামপুর, জামালপুর।	মৃতকে দাফন করার পর কবরের পাশে দাঁড়িয়ে মৃতের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা সংক্রান্ত হাদীছটি কি ছহীহ?	(৩৬/৭৬)
,,	আয়েশ উদ্দীন, পোরশা, নওগাঁ।	রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কি তাঁর নিজের আক্বীক্বা নিজেই করেছিলেন?	(৩৭/৭৭)
,,	আব্দুল মজীদ, নাচুনিয়া, তেরখাদা, খুলনা।	হালের গরু চার বছর পর কুরবানী করার নিয়ত করা হ'লে এবং তার আগেই গরুটি মারা গেলে করণীয় কি?	(৩৮/৭৮)
,,	মুহিব্বুর রহমান হেলাল, গাংনী, মেহেরপুর।	মুছাফাহার সঠিক পদ্ধতি কি? দু'হাতে মুছাফাহা করার পক্ষে কি কোন ছহীহ হাদীছ আছে?	(৩৯/৭৯)
,,	আমীনুল ইসলাম, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।	মুকুট মাথায় দিয়ে বিবাহ করতে যাওয়া কি ঠিক? বরের জন্য কোন নির্ধারিত পোষাক আছে কি?	(৪০/৮০)

ডিসেম্বর ২০০৫ (৯/৩)	সৈয়দ ফয়েয, ধামতী, দেবীদ্বার, কুমিল্লা।	কুরবানীর গরুর উপর খড়ের বিশাল স্তূপ পড়ে যাওয়ায় পিছনের বাম পা ব্যতীত সমস্ত শরীরই ভিতরে থেকে যায়। এমতাবস্থায় উক্ত গরুর বাম পায়ে ছুরি চালিয়ে কুরবানী করা কি জায়েয হবে?	(১/৮১)
,,	মুসাম্মাৎ লিলি খাতুন, মল্লিকপুর, মোহনপুর, রাজশাহী।	ইবরাহীম (আঃ)-কে আগুনে নিক্ষেপ করা হ'লে নমরূদের কন্যা স্বচক্ষে দেখছিল যে, ইবরাহীম (আঃ) আগুনে পুড়ছেন না, তখন সে ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রতি ঈমান এনে আগুনে ঝাঁপ দিয়েছিল। এ ঘটনা কি সত্য?	(২/৮২)
,,	নাজমুন্নাহার, গাংনী, মেহেরপুর।	পিতা মেয়েকে মারধর করলে কি মেয়ের ১২ বছর দুঃখ হয়?	(৩/৮৩)
,,	বযলুর রশীদ, যশোর।	যাকাত দেয়ার সময় কি শুধু চন্দ্রের হিসাবে বছর গণনা করতে হবে?	(৪/৮৪)
,,	আবু ছালেহ, শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	মসজিদে দুনিয়াবী কথা বলা কি নাজায়েয?	(৫/৮৫)
,,	সৈয়দ ফায়েয, ধামতী, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।	'যে ব্যক্তি প্রতি রাতে সূরা ওয়াক্বিয়া পাঠ করে তাকে দারিদ্র স্পর্শ করবে না'। হাদীছটি কি ছহীহ?	(৬/৮৬)
,,	আব্দুল্লাহ মাস'ঊদ, বামন্দী, গাংনী, মেহেরপুর।	'বান্দারা আমার আনুগত্য করলে আমি তাদেরকে রাত্রে বৃষ্টি ও দিনে সূর্যকিরণ দান করতাম এবং মেঘের গর্জন শুনাতাম না'। এটি কুরআনের আয়াত, না হাদীছ?	(৭/৮৭)
,,	মানিক, ঝগড়ুপাড়া, বিরামপুর, দিনাজপুর।	ছাগল প্রজননের জন্য টাকার বিনিময়ে পাঁঠা প্রদান করা কি শরী'আত সম্মত?	(৮/৮৮)
,,	খাদীজা খাতুন, সাহারবাটি, মেহেরপুর।	ক্বাযা ছিয়াম শা'বান মাসের শেষের দিকে আদায় করা যাবে কি?	(৯/৮৯)
,,	নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, নাটোর।	অনিচ্ছাকৃতভাবে স্ত্রীকে মা বলে ডাকলে স্ত্রী হারাম হয়ে যাবে কি?	(১০/৯০)
,,	আনীসুর রহমান, শঠিবাড়ী, রংপুর।	ছালাত আদায় করে না এমন ব্যক্তির যবেহকৃত প্রাণীর গোশত খাওয়া যাবে কি?	(১১/৯১)
,,	আনীসুর রহমান, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।	সার্টিফিকেট ও জমির দলীলসহ বিভিন্ন কাগজপত্র পরিবর্তনের কাজে সহযোগিতা করলে পাপ হবে কি?	(১২/৯২)
,,	ওছমান গণী, প্রতাপগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।	জুম'আর ছালাতে সূরা আ'লা ও গাশিয়াহ বা সূরা জুম'আহ ও মুনাফিকূন এবং ঐ দিন ফজরের ছালাতে সাজদাহ ও দাহর ব্যতীত অন্য কোন সূরা পড়া যাবে কি?	(১৩/৯৩)
,,	আব্দুর রহমান, হরিপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	আযানের সময় 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' শুনে আঙ্গুলে চুমু দিয়ে চোখ রগড়ানোর কোন শারঈ ভিত্তি আছে কি?	(১৪/৯৪)
,,	তৈমুর রহমান, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।	জানাযার ছালাতে দরূদ পড়ার দলীল কি?	(১৫/৯৫)
,,	আব্দুছ ছামাদ, ভোলাবাড়ী, বায়া, রাজশাহী।	ঈদুল ফিতর বা কুরবানীর চামড়ার টাকা মসজিদ ভিত্তিক মক্তবে দিলে 'ফী সাবীলিল্লাহ্র' মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে কি?	(১৬/৯৬)
,,	ফারিহা, থুপসারা, কালাই, জয়পুরহাট।	কুরবানীর পশু ক্রয়ের পর হারিয়ে গেলে কিংবা শিং ভেঙ্গে গেলে করণীয় কি?	(১৭/৯৭)
,,	সৈয়দ ফয়েয, ধামতী, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।	জাহান্নামের আগুন কি ৭০ হাযার বার ধৌত করে দুনিয়াতে আনা হয়েছে?	(১৮/৯৮)
,,	ইমরান, পাঁচপাড়া, মোহনপুর, রাজশাহী।	কুরবানী করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কেউ যদি কুরবানী না করে, তাহ'লে তার ঈদের ছালাত হবে কি?	(১৯/৯৯)
,,	আতীকুর রহমান, চাকলা, গাবতলী, বগুড়া।	জান্নাতের স্তরগুলির ব্যবধান কতটুকু?	(২০/১০০)
,,	আব্দুল মান্নান, হরিপুর, পীরগঞ্জ, রংপুর।	ক্বিয়ামতের দিন সূর্য ও চন্দ্র কি অবস্থায় থাকবে?	(২১/১০১)
,,	ফারূক আহমাদ, স্বরূপকাঠী, পিরোজপুর।	ফরয ছালাতের পর তাসবীহ না পড়ে সুন্নাতের পর পাঠ করা যাবে কি?	(২২/১০২)
,,	যহুরুল ইসলাম, জান্নাতপুর, গাইবান্ধা।	মসজিদে প্রবেশ করে দু'রাক'আত ছালাত আদায়ের পর আযান হ'লে জামা'আতের পূর্বে আর কোন ছালাত আদায় করতে হবে কি?	(২৩/১০৩)
,,	আব্দুল লতীফ, নবাবগঞ্জ।	'সিজদায়ে শুকর' ও তেলাওয়াতে সিজদার নিয়ম কি? এতে ওযূ শর্ত কি?	(২৪/১০৪)
,,	মুজীবুর রহমান, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।	চাশতের ছালাত ছুটে গেলে ক্বাযা করতে হবে কি?	(২৫/১০৫)
,,	তাহমীদা নাছরীন তামান্না, বুড়িচং, কুমিল্লা।	স্বামীর সমস্যার কারণে দেবরের সাথে সফর করা বৈধ হবে কি? 'মাহরাম' শব্দটি কি পুরুষের সাথে শর্তযুক্ত?	(২৬/১০৬)
,,	ইমদাদুল হক্ব, পবা, রাজশাহী।	ছাদাক্বাতুল ফিতর কখন জমা করতে হয় এবং কখন বিতরণ করতে হয়?	(২৭/১০৭)
,,	মেহেদী হাসান, ভবানীপুর, সাতক্ষীরা।	পুরুষদের জন্য লাল কাপড় পরিধান করা কি জায়েয?	(২৮/১০৮)
,,	তালালুদ্দীন, নাজিরাবাজার, ঢাকা।	দাবা খেলা কি জায়েয?	(২৯/১০৯)
,,	একরাম, চট্টগ্রাম।	জমাকৃত মূল টাকার সাথে প্রতিমাসে কিস্তিতে নির্দিষ্ট সংখ্যক টাকা জমা করা হ'লে বছর শেষে সমুদয় টাকার যাকাত দিতে হবে কি?	(৩০/১১০)
,,	ফয়ছাল, হিলি বাজার, হাকীমপুর, দিনাজপুর।	নির্ধারিত সময়ে আউয়াল ওয়াক্তে আযান না দিয়েই ছালাত আদায় করা যাবে কি?	(৩১/১১১)

,,	যাকারিয়া, বৃ-কুষ্টিয়া, শাজাহানপুর, বগুড়া।	খুৎবার সময় ইমাম ছাহেব মোবাইলে অন্যের সাথে প্রয়োজনীয় কথা বলতে পারেন কি?	(৩২/১১২)
,,	মুজীবুর রহমান, নবাবজাইগীর, নবাবগঞ্জ।	অমুসলিম ব্যক্তির কাছে সাহায্য চাওয়া যায় কি?	(৩৩/১১৩)
,,	সৈয়দ ফয়েয, ধামতী, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।	যুবতী মেয়ে রেখে হজ্জে গেলে হজ্জ কবুল হবে কি?	(৩৪/১১৪)
,,	হুমায়রা, বাগাতীপাড়া, নাটোর।	আউয়াল ওয়াক্ত কি? পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের আউয়াল ওয়াক্ত সমূহ কি কি?	(৩৫/১১৫)
,,	হুরায়রা, বাঁশবাড়িয়া, নাটোর।	তারাবীহ ছালাত শুরু হওয়ার পর কেউ হাযির হ'লে কোন ছালাত পড়বে?	(৩৬/১১৬)
,,	আফরোজা আখতার, তুলাগাও, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।	দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করতে অক্ষম ব্যক্তি একটি চেয়ারে বসে আরেকটি চেয়ারের উপর সিজদা করে ছালাত আদায় করতে পারবে কি?	(৩৭/১১৭)
,,	মনীরুযযামান, আনন্দনগর, নওগাঁ।	ঈদুল ফিৎতর ও ঈদুল আযহার দিনে ঈদগাহ সজ্জিত করা যায় কি?	(৩৮/১১৮)
,,	আব্দুছ ছবূর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।	হাদীছের প্রধান ছয়টি কিতাবকে 'ছিহাহ সিত্তাহ' বলা যাবে কি?	(৩৯/১১৯)
,,	আশরাফুল ইসলাম, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পশ্চিম চত্বর।	চন্দ্র বা সূর্য গ্রহণের সময় খাওয়া-দাওয়া সহ প্রয়োজনীয় কাজ থেকে বিরত থাকার কোন শারঈ ভিত্তি আছে কি?	(৪০/১২০)
জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ২০০৬ (৯/৪-৫)	সৈয়দ ফয়েয, ধামতী, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।	হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করলে বান্দার পাপ মোচন হয়। কিন্তু যারা চুম্বন করতে পারে না তাদের পাপ কি মার্জনা হবে না?	(১/১২১)
,,	মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান, বৃ-কুষ্টিয়া, শাহজাহানপুর, বগুড়া।	জামা'আত চলাবস্থায় পিছনের কাতারে কেউ একাকী ছালাত আদায় করলে তার ছালাত হবে কি? পুরুষ ও মহিলাদের ছালাতের পার্থক্য কি?	(২/১২২)
,,	মুহাম্মাদ শফীউল করীম, চকপাড়া, বাসুদেবপুর, নাটোর।	যবহ করার সময় মুরগির মাথা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে সেই মুরগির গোশত খাওয়া জায়েয হবে কি?	(৩/১২৩)
,,	খলীলুর রহমান, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।	রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পরপরই কি তার লাশ দাফন সম্পন্ন হয়েছিল?	(৪/১২৪)
,,	মুহাম্মাদ মনযুর রহমান, পশ্চিম দৌলতপুর, বাগমারা, রাজশাহী।	বিভিন্ন সময়ে মা সাংসারিক কাজে মামার নিকট থেকে সর্বমোট ১৫০০/= টাকা নেন। ঐ টাকার বিনিময়ে মায়ের নামে জমি থেকে ১০ কাঠা জমি কিনে নেওয়ার কথা বলেন কিন্তু মামা জমি রেজিষ্ট্রি করে দেননি। আমরা সে জমিটি মামার নিকট হ'তে দখলে নিয়েছি। তার টাকাও ফেরত দেইনি। ইতিমধ্যে আমার আব্বা ইন্তেকাল করেছেন। এমতাবস্থায় আমার আব্বা কি মামার নিকটে ঋণগ্রস্ত আছেন? আমাদের করণীয় কি?	(৫/১২৫)
,,	শহীদুল্লাহ, মোহনপুর, রাজশাহী।	মহিলাদেরকে ফরয ছালাতে ইক্বামত দিতে হবে কি?	(৬/১২৬)
,,	আহমাদ আলী, ক্ষুদ্রকুষ্টিয়া, বগুড়া।	কোন ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-কে গালি দিলে তার হুকুম কি?	(৭/১২৭)
,,	এফ.এম. নাসরুল্লাহ, কাঠিগ্রাম, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।	আযান দেওয়াকালে কাশির কারণে অন্য কেউ অবশিষ্ট আযান সম্পন্ন করলে বৈধ হবে কি?	(৮/১২৮)
,,	আযীযুর রহমান, রংপুর।	কুরআন তেলাওয়াতকারীর অক্ষর প্রতি দশ নেকী হ'লে তেলাওয়াত শ্রবণকারীর কি পরিমাণ নেকী হবে?	(৯/১২৯)
,,	নূরুল ইসলাম, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।	ইক্বামত দেয়া অবস্থায় কথা বললে পুনরায় ইক্বামত দিতে হবে কি?	(১১/১৩১)
,,	হেলালুদ্দীন, মহিষকুণ্ডি, কুষ্টিয়া।	জানাযার ছালাতে লোক কম-বেশী হ'লে মৃত ব্যক্তির উপকার বা ক্ষতি হবে কি?	(১২/১৩২)
,,	সাইফুল ইসলাম, নারায়ণজোল, সাতক্ষীরা।	সূরা ফাতিহার কিয়দাংশ বা সম্পূর্ণ পাঠ শেষে কেউ জামা'আতে শরীক হ'লে তাকে ছানা পড়তে হবে কি?	(১৩/১৩৩)
,,	রানা, তানোর, রাজশাহী।	মহিলারা নিজ বাড়িতে বা মসজিদে পুরুষদের জামা'আত শেষে পুরুষ ইমামের মাধ্যমে পৃথক ঈদের জামা'আত করতে পারবে কি?	(১৪/১৩৪)
,,	এনামুল হক্ব, সিকটা, জয়পুরহাট।	মৃত ব্যক্তিকে কবরে কিভাবে রাখতে হবে?	(১৫/১৩৫)
,,	আহমাদ, ফাঁসিতলা, গাইবান্ধা।	ঋণগ্রস্ত কোন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে যাকাত হ'তে তার ঋণ পরিশোধ করা যায় কি?	(১৭/১৩৭)
,,	আব্দুল হাই, গয়ণাকুড়ী, বগুড়া।	কুরবানী কি ইবরাহীম (আঃ)-এর সুন্নাত? কুরবানীর পশুর প্রত্যেক লোমে নেকী রয়েছে কি?	(১৮/১৩৮)
,,	তাইফুর রহমান, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	শ্রমিককে তার গায়ের ঘাম শুকানোর পূর্বেই কি পারিশ্রমিক দিতে হবে?	(১৯/১৩৯)
,,	আব্দুল ওয়াদূদ, বুড়িচং, কুমিল্লা।	কারো জন্য নির্ধারিত চেয়ারে অনুমতি ব্যতীত অন্য কেউ বসতে পারে কি?	(২০/১৪০)
,,	আব্দুল হালীম, বেলাল বাজার, গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	কুরবানীর জন্য নির্ধারিত পশুর এক পায়ের খুর ভেঙ্গে গেলে উক্ত পশু দ্বারা কুরবানী জায়েয হবে কি?	(২১/১৪১)

,,	আবু আব্দুল্লাহ, সফিপুর, গাযীপুর।	প্রথম স্ত্রী অবাধ্য হ'লে তার অনুমতি ব্যতীত ২য় স্ত্রী গ্রহণ করা যায় কি?	(২২/১৪২)
,,	আবুবকর, ক্ষুদ্রকালিকা, নওগাঁ।	ঘুষখোর কোন লোকের স্বেচ্ছায় প্রদত্ত টাকা মসজিদ নির্মাণে ব্যয় করা যাবে কি?	(২৩/১৪৩)
,,	হানযালা, কুমারখালী, কুষ্টিয়া।	ছালাতের আযান দেয়ার কোন নির্দিষ্ট সময় আছে কি? মাগরিবের আযান সূর্য ডুবার সাথে সাথে দিতে হবে আর অন্য ওয়াক্তের আযান ওয়াক্তের সময়ের যেকোন অংশে দিলে চলবে এমন কোন বিধান আছে কি?	(২৫/১৪৫)
,,	মুহাম্মাদ আকরাম, কাযীপুর, মেহেরপুর।	মুরব্বীদের অন্যায় কাজে যুবকেরা প্রতিবাদ করলে কি বেআদবী হবে?	(২৬/১৪৬)
,,	মাহবুবুল হক, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।	আইন-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা পরিদর্শনের নিমিত্তে কোন মুসলিম শাসকের পক্ষে বিভিন্ন পূজামণ্ডপ ঘুরে দেখা এবং হিন্দু নেতাদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করা বৈধ হবে কি?	(২৭/১৪৭)
,,	আরীফুর রহমান, বেরাইদ, ঢাকা।	অমুসলিমদেরকে কুরবানীর গোশত দেওয়া যায় কি?	(২৮/১৪৮)
,,	আসাদুল ইসলাম, বল্লভপুর, পোড়াদহ, কুষ্টিয়া।	গরু বা মহিষ সাত ভাগে কুরবানী করা যাবে কি? একজনে কয়টি পশু কুরবানী করতে পারে?	(২৯/১৪৯)
,,	আবু রায়হান, বৃ-কুষ্টিয়া, বগুড়া।	ওয়াকফকৃত জমিতে মসজিদ নির্মাণ করে এক বছর জুম'আর ছালাত আদায় করার পর মসজিদটি ভেঙ্গে ফেললে এবং জুম'আর ছালাত না হওয়ার কারণে গুনাহ হবে কি? কেউ মসজিদ ভাঙলে ও ইমামকে হত্যা করলে তার পরিণতি কি হবে?	(৩০/১৫০)
,,	মুহাম্মাদ রাশেদুল ইসলাম, মেহেরপুর।	কোন মুসলমান কি হিন্দুদের পূজার দাওয়াতে যেতে পারবে?	(৩১/১৫১)
,,	মুহাম্মাদ আবু হানীফ, পিরোজপুর।	ঈদের ছালাতে এক রাক'আত ছুটে গেলে কিভাবে পূর্ণ করতে হবে?	(৩২/১৫২)
,,	মাহমূদা খাতুন, রানাগাতি, অভয়নগর, যশোর।	আক্বীক্বা দেওয়া হয়নি এমন শিশু মারা যাওয়ার পর তার আক্বীক্বা দিতে হবে কি?	(৩৩/১৫৩)
,,	আখতার, সরকারী আযীযুল হক কলেজ, বগুড়া।	সূদী ব্যাংকে চাকুরীরত পিতার বেতনের টাকায় প্রতিপালিত পুত্র কি গোনাহগার হবে?	(৩৪/১৫৪)
,,	মুহাম্মাদ দলীলুদ্দীন, নোনাগ্রাম, বিরল, দিনাজপুর।	যাকাত, ওশর, ফিৎরা বা কুরবানীর চামড়ার বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা মসজিদের জায়গা ক্রয়, মেরামত ও সংস্কার এবং ইমাম-মুওয়াযযিনের বেতন দেওয়া যাবে কি?	(৩৫/১৫৫)
,,	আশরাফ আলী, ইয়াম্বু, আছ-ছানাইয়া, সঊদী আরব।	কোন এলাকায় ঈদের ছালাত ১২ তাকবীরে না হয়ে ৬ তাকবীরে আদায় হ'লে করণীয় কি?	(৩৬/১৫৬)
,,	মুহাম্মাদ নাজমুল হাসান, বাঁশদহ, সাতক্ষীরা।	শুক্রবার ঠিক দ্বিপ্রহরে সুন্নাত বা নফল ছালাত আদায় করা কি নিষিদ্ধ?	(৩৭/১৫৭)
,,	আহমাদ আলী, মালিটোলা, ঢাকা।	পাতলা ও ছেঁড়া মোযার উপর মাসাহ করা যাবে কি? মোযার উপর মাসাহ-এর পদ্ধতি কি?	(৩৮/১৫৮)
,,	আবু মু'মান, হাসানাবাদ, জামালপুর।	মাযহাব মানা কি যরূরী?	(৩৯/১৫৯)
,,	মুফীদুল ইসলাম, রুদ্রেশ্বর, লালমণিরহাট।	কথা বলার পর শ্রোতামণ্ডলীকে সালাম দেওয়া কি শরী'আত সম্মত?	(৪০/১৬০)
মার্চ ২০০৬ (৯/৬)	সুলতানা খাতুন, মোহনপুর, রাজশাহী।	বাংলাদেশে কি ওশর প্রযোজ্য?	(১/১৬১)
,,	মুতীউর রহমান, কুশখালী, সাতক্ষীরা।	ছাদাক্বাতুল ফিতর ও কুরবানীর চামড়ার টাকা একত্রিত করে কতদিনের মধ্যে বন্টন করতে হবে? কুরআনে উল্লিখিত আটটি খাত বাংলাদেশে আছে কি? যদি থাকে তাহ'লে বন্টনের পদ্ধতি কি হবে?	(২/১৬২)
,,	আবুল হোসাইন, মণ্ডপাড়া, রাজশাহী।	কোন শিক্ষক ঠিকমত ক্লাস না নিলে মাস শেষে বেতন গ্রহণ বৈধ হবে কি?	(৩/১৬৩)
,,	আফরোজা, তুলাগাঁও, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।	সরকারী ব্যাংকে টাকা রাখলে প্রতি মাসে এক লক্ষ টাকায় এক হাযার টাকা পাওয়া যায়। উক্ত টাকা কি সূদ হবে?	(৪/১৬৪)
,,	আবু মূসা, ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট।	জানাযার ছহীহ দো'আ কোনটি?	(৫/১৬৫)
,,	মুহাম্মাদ শামসুদ্দীন, বরপেটা, আসাম, ভারত।	খোলা জায়গায় ছালাত আদায় করার ক্ষেত্রে সম্মুখ দিয়ে কোন কিছু অতিক্রম করার সম্ভাবনা না থাকলে সুৎরার প্রয়োজন আছে কি?	(৬/১৬৬)
,,	নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।	প্রস্রাব করার পর পাক হওয়ার জন্য কুলুপ নিয়ে ৪০ কদম হাঁটার কোন শারঈ বিধান আছে কি?	(৭/১৬৭)
,,	আব্দুল হান্নান, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।	ইমামের কত সময় পরে মুক্তাদী রুকূ হ'তে সিজদায় যাবে?	(৮/১৬৮)
,,	আবুল কালাম আযাদ, সাতক্ষীরা দিবা নৈশ ডিগ্রী কলেজ, সাতক্ষীরা।	অমুসলিম ব্যক্তি মারা গেলে কোন দো'আ পড়তে হবে কি? মুসলিম ব্যক্তি মারা গেলে লাশ বহনের সময়, কবরে নামানোর সময় ও দাফন শেষে মাটি দেয়ার সময় কোন্ দো'আ পড়তে হবে?	(৯/১৬৯)
,,	নাঈম আহমাদ, মোলামগাড়ীহাট, জয়পুরহাট।	মাগরিবের আযানের পর দু'রাক'আত সুন্নাত পড়া যাবে কি?	(১০/১৭০)

,,	সৈয়দ ফয়েয, ধামতী, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।	একবার মাথা মুণ্ডন করলে ১০০ শহীদের ছওয়াব পাওয়া যায় কি?	(১১/১৭১)
,,	হাবীব হাসান, লালদিঘী, মুর্শিদাবাদ পশ্চিমবঙ্গ, ভারত। ও আব্দুল ওয়াদূদ, দঃ দনিয়া, ডেমরা, ঢাকা।	প্রস্রাবের পর ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব কাপড়ে পড়ে। চিকিৎসা করেও ভাল হয় না। কর্মক্ষেত্রে কাপড় পাল্টানো সম্ভব হয় না বিধায় বাড়ি এসে কাপড় পাল্টিয়ে ছুটে যাওয়া ছালাত আদায় করা হয়। এভাবে নিয়মিত ছালাত ক্বাযা করা কি ঠিক হবে?	(১২/১৭২)
,,	নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।	সন্তান না নেওয়ার উদ্দেশ্যে স্থায়ীভাবে অপারেশন করা ব্যক্তি ইমাম, মুওয়াযযিন অথবা এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে পারবে কি?	(১৩/১৭৩)
,,	আব্দুছ ছামাদ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	খাওয়ার সময় সালাম দেওয়া যায় কি?	(১৪/১৭৪)
,,	মুহাম্মাদ তোরাব আলী, চণ্ডিপুর, যশোর।	দেউলিয়া অবস্থায় কুরবানী করা বৈধ হবে কি?	(১৫/১৭৫)
,,	সৈয়দ ফয়েয, ধামতী, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।	বাড়ীতে চুরি না হওয়ার উদ্দেশ্যে 'আয়াতুল কুরসী' পাঠ করা এবং এ কারণে চুরি হয় না এ বিশ্বাস করা কি ঠিক?	(১৬/১৭৬)
,,	হাফেয ওয়াহীদুযযামান, নরসিংদী।	সব ছালাতের শেষ বৈঠক কি একই রকম হবে?	(১৭/১৭৭)
,,	আলী আযম, টিকলীচর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	আট প্রকার যাকাত প্রাপকদের মধ্যে 'আমেলীন' বা আদায়কারী কর্মচারী এক প্রকার। এই আমেলীনের মধ্যে সরদার-মোড়লরা কি শামিল?	(১৮/১৭৮)
,,	আব্দুর রহমান, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	সিজদায়ে সহো-র পরে তাশাহ্হুদ পড়তে হবে কি?	(১৯/১৭৯)
,,	আব্দুল জাব্বার, লালমণিরহাট।	সরাসরি সুৎরা বরাবর দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করা যাবে কি?	(২০/১৮০)
,,	ফারজানা ইয়াসমীন, দাউদকান্দি, কুমিল্লা।	মাতৃগর্ভে শিশুর বয়স চার মাস হ'লে কি রিযিক, ভাগ্য ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করা হয়?	(২১/১৮১)
,,	আব্দুল জলীল, শুভরাজপুর, মেহেরপুর।	স্ত্রী নিজ খেয়াল-খুশী মত চললে এবং বাধা দিলেও না মানলে করণীয় কি?	(২২/১৮২)
,,	রফীকুল ইসলাম, কাশিয়াবাড়ী, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	অভাবী মানুষ আল্লাহ্র ইবাদত হ'তে বিরত থাকলে তাদের অভাব কি দূরীভূত হবে?	(২৩/১৮৩)
,,	তানভীর জামীল, রেলগেট, বগুড়া।	গোঁফ ছাঁটার শারঈ বিধান কি? গোঁফে স্পর্শকৃত পানি কি হারাম?	(২৪/১৮৪)
,,	শাহজাহান আলী, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।	মসজিদে চোরাচালানি অথবা অন্যান্য জিনিস রাখা এবং দুর্যোগ মুহূর্তে মসজিদের ছাদে ধান শুকানো যাবে কি?	(২৫/১৮৫)
,,	নাম-ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক।	কোন দম্পতির ২০ জন সন্তান হ'লে পুনরায় তাদের বিবাহ পড়াতে হবে কি?	(২৬/১৮৬)
,,	আব্দুল হালীম, পুঠিয়া, রাজশাহী।	'মালাকুল মউত' নিজে পৃথিবীতে এসে কি মানুষের জান কবয করেন?	(২৭/১৮৭)
,,	ফেরদাউস, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।	কারো নামে কোন প্রাণী মানত করা হ'লে সে এবং তার পরিবারের সবাই ঐ প্রাণীর গোশত খেতে পারবে কি?	(২৮/১৮৮)
,,	মাহফূয আলম ও নাযিমুল হক, নলডহরী, লালগোলা, মুর্শিদাবাদ, ভারত।	আদম (আঃ) কি ষাট হাত লম্বা ও সাত হাত চওড়া ছিলেন? জন্মক্ষণেই তিনি কি পূর্ণাঙ্গ ও পরিণত বয়স্ক ছিলেন?	(২৯/১৮৯)
,,	সৈয়দ ফয়েয, ধামতী, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।	ক্বিয়ামতের দিন সূর্য কি মাথার অর্ধ হাত উপরে থাকবে এবং ক্বিয়ামতের পূর্বে সূর্য কি পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে?	(৩০/১৯০)
,,	বাহারুল ইসলাম, সিংগাইর, কালিহাতি, টাঙ্গাইল।	একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদের ছালাত আদায়ের পর বললেন, 'আমরা ঈদের ছালাত পূর্ণ করেছি। সুতরাং যার ইচ্ছা সে খুৎবা শ্রবণের জন্য বসে যাবে। আর যার ইচ্ছা সে চলে যেতে পারে'। হাদীছটি কি ছহীহ?	(৩১/১৯১)
,,	মাহবূব, শুকুলপট্টি, নাটোর।	সহোদরা দু'বোনের প্রথম জনকে বিবাহ করার ৬/৭ বছর পর সে হারিয়ে যায়। তাকে খুঁজে পাওয়া না যাওয়ায় ছোট বোনকে বিবাহ করা হয়। এর কিছুদিন পর পূর্বের স্ত্রী ফিরে আসে। এমতাবস্থায় শরী'আতের বিধান কি?	(৩২/১৯২)
,,	মুহাম্মাদ মুহতারাম বিল্লাহ, আটুলিয়া, সাতক্ষীরা।	রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে মসজিদে গ্রিলের জানালা ছিল না ও মাইকে আযান দেওয়া হ'ত না। এখন এগুলো কি বিদ'আত হবে?	(৩৩/১৯৩)
,,	মুহাম্মাদ মুহতারাম বিল্লাহ, আটুলিয়া, সাতক্ষীরা।	মায়ের সম্পত্তির কত অংশ আমার পিতা এবং কত অংশ আমরা তিন ভাই ও দুই বোন পাব?	(৩৪/১৯৪)
,,	নু'মান, নাচোল, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	মৃতব্যক্তিকে কাফনের কাপড় পরানোর পদ্ধতি কি?	(৩৫/১৯৫)
,,	আবদুল্লাহ, নাচোল, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	মৃত গৃহপালিত পশু-পাখি মাটিতে পুঁতে রাখার নিয়ম কি?	(৩৬/১৯৬)
,,	এ্যাডঃ গাজী তামিজুদ্দীন আহমাদ, তুলইগাছা, সাতক্ষীরা।	কাতারের সামনে হারিকেন জ্বালিয়ে রেখে ছালাত আদায় করলে ছালাত শুদ্ধ হবে কি?	(৩৭/১৯৭)

,,	ছাত্রবৃন্দ, জালিবাগান হাফেযিয়া মাদরাসা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	ইমাম ক্বিরাআতে ভুল করলে বাহির থেকে কেউ লোকমা দিলে ছালাত শুদ্ধ হবে কি?	(৩৮/১৯৮)
,,	জনি, দুপচাচিয়া, বগুড়া।	নফল অথবা সুন্নাত ছালাতে সিজদার মধ্যে বাংলায় দো'আ করা যাবে কি?	(৩৯/১৯৯)
,,	বযলুর রশীদ, যশোর।	যাকাত ইংরেজী মাস হিসাবে দিতে হবে, নাকি আরবী মাস হিসাবে?	(৪০/২০০)
এপ্রিল ২০০৬ (৯/৭)	ডাঃ মুহাম্মাদ ছিদ্দীক হুসাইন, ক্যান্টনমেন্ট রোড, রাজশাহী।	'প্রত্যেক প্রাণীর মরণ নির্দিষ্ট স্থানে এবং নির্দিষ্ট সময়েই হবে' (ইউনুস ৪৯)। তাহ'লে আত-তাহরীক 'অকালমৃত্যু' দ্বারা কি ঝুঝানো হয়েছে?	(১/২০১)
,,	মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম, সিহালী চেতনপীর, বগুড়া।	'আল্লাহর কথার কোন পরিবর্তন হয় না' (ইউনুস ৬৪)। কিন্তু মি'রাজ রজনীতে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে প্রথমে ৫০ ওয়াক্ত ছালাত উপহার দিয়ে পরে তা থেকে কমাতে কমাতে ৫ ওয়াক্তে আনলেন। এতে কি তাঁর কথার পরিবর্তন হ'ল না?	(২/২০২)
,,	সৈয়দ ফায়েয, ধামতী, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।	রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে স্বপ্নে দেখার জন্য কোন নির্দিষ্ট আমল আছে কি? তাঁকে দেখলে কি জাহান্নাম হারাম হয়ে যাবে?	(৩/২০৩)
,,	আব্দুল মজীদ মোল্লা, কাজলা, রাজশাহী।	যোহরের পূর্বের ৪ রাক'আত সুন্নাত ছালাত পরে পড়া যাবে কি? অথবা না পড়লেও চলবে কি?	(৪/২০৪)
,,	আযীযুল হক, সিতাইকুণ্ড, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।	সূরা বাক্বারাহ ১৮৭ নং আয়াতের দ্বারা বুঝা যায় যে, ছুবহে ছাদিকের পরে সাহারী খাওয়া যাবে না। আর হাদীছে এসেছে যে, 'তোমাদের কেউ যখন ফজরের আযান শুনবে তখন যদি তার হাতে খাবারের পাত্র থাকে তাহ'লে খাবার শেষ না করে যেন প্লেট না রাখে'। উক্ত বিপরীতমুখী বক্তব্যের সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৫/২০৫)
,,	আবুল কালাম আযাদ, সত্যজিৎপুর, পাংশা, রাজবাড়ী।	কুরআন ও ছহীহ হাদীছ সম্বলিত ইসলামী গযলের মাধ্যমে মানুষকে হক্বের পথে উদ্বুদ্ধ করলে নেকী হবে কি?	(৬/২০৬)
,,	আহমাদুল্লাহ, উত্তর বাহারছড়া, কক্সবাজার।	নভেম্বর ২০০৫ সংখ্যা ২৯/৬৯নং প্রশ্নোত্তরে বলা হয়েছে যে, 'ঈদের ছালাতের ৬ তাকবীর আদায়কারী ইমামের পিছনে ১২ তাকবীর আদায় ঠিক হবে না। কারণ ইমামের অনুসরণ আবশ্যক'। ৬ তাকবীরের কোন ছহীহ দলীল না থাকা সত্ত্বেও ইমামের অনুসরণের পক্ষ অবলম্বন বিতর্কিত বলে মনে হয়েছে। দলীলসহ সংশয়ের নিরসন করে বাধিত করবেন।	(৭/২০৭)
,,	ছানাউল্লাহ হক, বিশুবাড়ী, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।	মাদরাসার পাশে মসজিদ থাকা সত্ত্বেও শিক্ষকগণ মসজিদে ছালাত আদায় করেন না, বরং মাদরাসার লাইব্রেরীতে ছালাত আদায় করেন। তাদের ছালাত হবে কি?	(৮/২০৮)
,,	আব্দুল মুমিন সরকার, দাউদপুর, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।	আমাদের গ্রামে জুম'আর দিন এক আযানই দেওয়া হয়। তবে আযানের আধা ঘন্টা পূর্বে মুছল্লীদের সতর্ক করার জন্য মাইকে একটি আওয়ায দেওয়া হয়, এটা কি ঠিক?	(৯/২০৯)
,,	শফীকুল ইসলাম, গোপালবাড়ী, জলঢাকা, নীলফামারী।	জনৈক বক্তা বলেন, ক্বিয়ামতের আলামতের একটি হচ্ছে মসজিদ নিয়ে পরস্পরে গর্ব করা। এটি দলীল সম্মত কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।	(১০/২১০)
,,	মাওলানা ইসমাঈল হোসাইন, বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ।	দেশের প্রায় ৯০ ভাগ লেখকই লিখেছেন যে, রাসূল (ছাঃ)-এর জন্ম তারিখ ১২ রবীউল আউয়াল। কিন্তু মাওলানা ছফিউর রহমান তাঁর 'আর-রাহীকুল মাখতূম' গ্রন্থে ৯ রবীউল আউয়াল লিখেছেন। কোনটি সঠিক জানিয়ে বাধিত করবেন?	(১১/২১১)
,,	আনারুল হক, খানপুর, মোহনপুর, রাজশাহী।	শত্রুর মধ্য থেকে অদৃশ্য হওয়ার কোন দো'আ আছে কি?	(১২/২১২)
,,	নাঈমা আখতার, হোসনাবাদ, সরিষাবাড়ী, জামালপুর।	কোন রমণী ধর্ষিতা হ'লে সে কি অপরাধী হবে? এরূপ ঘটনা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় ঘটেছিল কি?	(১৩/২১৩)
,,	আব্দুর রশীদ, বাগডাঙ্গা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তিন শ্বাসে পানি পান করতেন। তিনি কি প্রত্যেক শ্বাসের শেষে 'আল-হামদুলিল্লাহ' বলতেন?	(১৪/২১৪)
,,	নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, কালাই জুম্মাপাড়া, জয়পুরহাট।	আমার স্বামী দেশের অন্যত্র কাজ করেন এবং ৪ মাস অন্তর বাড়ীতে আসেন। ইচ্ছা করলে তিনি এর আগেও আসতে পারেন। তাঁর এই বিলম্বে আসাটা আমি পসন্দ করি না। এক্ষেত্রে শরী'আতের বিধান কি?	(১৫/২১৫)
,,	মুহাম্মাদ আইনুল হক, মিস্ত্রিপাড়া, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	জনৈক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে ৩ মাসে তিন তালাক প্রদান করে। পরে ঐ ব্যক্তির ছোট ভাইয়ের মাধ্যমে 'হিল্লা' করায় এবং পুনরায় ইদ্দত পালনের পর সে বিবাহ করে। অতঃপর কয়েক বছর পর সে আবার দুই মাসে দুই তালাক দেয়। এখন তারা একসাথেই ঘরসংসার করছে। এ বিষয়ে শরী'আতের বিধান জানিয়ে বাধিত করবেন।	(১৬/২১৬)
,,	আব্দুর রহমান, রাজপুর, সাতক্ষীরা।	দরিদ্র-অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি, যে কিছু গরু-ছাগল ও অল্প জমি-জমার মালিক এমন খেটে খাওয়া মানুষ কি ফক্বীর বা মিসকীন হিসাবে গণ্য হবে এবং তারা কি ফিৎরার হক্বদার হবে?	(১৭/২১৭)

,,	মিঠুন আহমাদ, কালিহাতী, টাঙ্গাইল।	জনৈক আলেম বলেন, আমরা যদি সামাজিকভাবে বেতন দিয়ে ইমাম রাখি, তাহ'লে তার পিছনে ছালাত শুদ্ধ হবে না। কারণ সে আমাদের কেনা গোলাম। আর গোলামের পিছনে ছালাত হয় না। একথার সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।	(১৮/২১৮)
,,	মুহাম্মাদ সিরাজুদ্দীন, মুহাম্মদপুর, তানোর, রাজশাহী।	কাশির কারণে জামা'আত ছেড়ে বাইরে কাশ ফেলে এসে পুনরায় জামা'আত ধরলে ছালাত শুদ্ধ হবে কি? ইমাম বা মুক্তাদীর অধিক কাশির কারণে ছালাত সংক্ষিপ্ত করা যাবে কি?	(১৯/২১৯)
,,	আনছার আলী, ইটাপোতা, মোগলহাট, লালমণিরহাট।	দরিদ্র এবং মাঠে কাজ করতে অক্ষম ব্যক্তি যদি অর্থের বিনিময়ে হাট-বাজারে গরু-ছাগল যবেহ করে জীবিকা নির্বাহ করে তবে বৈধ হবে কি?	(২০/২২০)
,,	আতাউর রহমান, সন্ন্যাসবাড়ী, বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।	'যার পীর নেই শয়তান তার পীর' উক্তিটির সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।	(২১/২২১)
,,	হুমায়ুন, শিরোইল কলোনী, রাজশাহী।	মুক্তাদীর সূরা ফাতিহা শেষ হওয়ার আগেই যদি ইমাম রুকূতে চলে যান, তবে মুক্তাদীর করণীয় কি?	(২২/২২২)
,,	মুহাম্মাদ বায়তুল্লাহ, চকমোক্তারপুর সরকার পাড়া, চারঘাট, রাজশাহী।	কবরের পার্শ্বে কুরআন পড়া কিংবা তিনবার করে সূরা ফাতেহা, সূরা ইখলাছ ও সূরা বাক্বারার শেষ আয়াত পাঠ করা এবং দরূদ শরীফ পড়া কি শরী'আত সম্মত?	(২৩/২২৩)
,,	আব্দুল মজীদ, সুজাপুর, কেশবপুর, যশোর।	হানাফীগণ বলেন, আহলেহাদীছ ইমামের পিছনে ছালাত হবে না, ছালাত মাকরূহ হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে সঠিক সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।	(২৪/২২৪)
,,	মুহাম্মাদ আফসার, মল্লিকপুর, মোহনপুর, রাজশাহী।	সূরা আলে ইমরানের শেষ দশ আয়াত শেষ রাতে কখন পাঠ করতে হয়? তাহাজ্জুদ ছালাত আদায়ের পূর্বে, না পরে?	(২৫/২২৫)
,,	মুয়াযযেম, নওগাঁ।	আমার প্রথমা স্ত্রীকে প্রায় ৬ বছর পূর্বে তালাক দেই এবং দ্বিতীয় বিবাহ করি। এক্ষণে দ্বিতীয় স্ত্রী থাকাবস্থায় তালাকপ্রাপ্তা প্রথমা স্ত্রীকে ফেরত নিতে পারব কি?	(২৬/২২৬)
,,	ফিরোজ আহমাদ, সাপাহার, নওগাঁ।	জানাযার ছালাতের নিয়ত আরবীতে না বাংলায় করতে হবে?	(২৭/২২৭)
,,	কাওছার, ভেলাবাড়ি, রাজশাহী।	ওযূর সঠিক পদ্ধতি জানিয়ে বাধিত করবেন।	(২৮/২২৮)
,,	শহীদুল ইসলাম, লালমণিরহাট।	ছালাত শেষে হাত তুলে মুনাজাত না করার কারণে মসজিদের সভাপতি আমাদের কয়েকজনকে মসজিদে যেতে নিষেধ করেন। এখন আবার যেতে বলেন। এমতাবস্থায় আমাদের করণীয় কি?	(২৯/২২৯)
,,	নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।	অবৈধভাবে কোন মেয়ে অন্তসত্ত্বা হয়ে সন্তান প্রসব করলে তার শাস্তি কি?	(৩০/২৩০)
,,	ওবায়দুল্লাহ, আজারদাড়ী, নওগাঁ।	ইমাম ছালাতে দাঁড়িয়ে সিজদার স্থানে না তাকিয়ে অন্য কোন দিকে তাকালে ছালাত হবে কি?	(৩১/২৩১)
,,	মেহেদী হাসান, ভবানীপুর, সাতক্ষীরা।	পুরুষদের নামের প্রথমে 'মুহাম্মাদ' এবং মহিলাদের নামের প্রথমে 'মুসাম্মাৎ' লাগানো হয়, এর শারঈ ভিত্তি আছে কি?	(৩২/২৩২)
,,	মুহাম্মাদ ইদরীস, আনন্দনগর, নওগাঁ সদর, নওগাঁ।	আমি একটি মসজিদে হাদিয়া দেওয়ার নিয়ত করেছি। এক্ষণে তা ঐ মসজিদে না দিয়ে অন্য মসজিদে দেওয়া যাবে কি?	(৩৩/২৩৩)
,,	নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক	আমি কুরআন পড়তে জানি। কিন্তু চর্চা না থাকায় ২/১টা অক্ষর ভুলে যাই। এখন কি আমাকে আবার নতুন করে শিখতে হবে?	(৩৪/২৩৪)
,,	আবুযার গেফারী, কাজলা, রাজশাহী।	ইক্বামত হ'লে সুন্নাত ছালাত ছেড়ে দিয়ে ফরয ছালাতে শরীক হ'তে হবে। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল- ফরয ছালাতের ক্বাযা আদায় করার সময় অন্য কোন ফরয ছালাতের ইক্বামত হ'লে করণীয় কি?	(৩৫/২৩৫)
,,	শাহীন, সোবহানবাগ, ঢাকা।	খারেজী, শী'আ ও কাদিয়ানীরা কি কালেমা পড়া মুসলমান? ছাহাবীগণ খারেজীদের বিরুদ্ধে যে অভিযান চালিয়েছিলেন তা কি বৈধ ছিল?	(৩৬/২৩৬)
,,	মুমিনুল ইসলাম, বাঁশবাড়িয়া, কলোনীপাড়া, গাংনী, মেহেরপুর।	অহংকারী ও লোক দেখানো ছালাত আদায়কারী এবং ইচ্ছাকৃতভাবে ছালাত পরিত্যাগকারী ব্যক্তিদ্বয়ের মাঝে পার্থক্য কতটুকু এবং কে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত?	(৩৭/২৩৭)
,,	মামূনুর রশীদ, নুরুল্লাবাদ, মান্দা, নওগাঁ।	তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর সাথে মোবাইলে বা সরাসরি কথা বলা যাবে কি? সন্তান থাকলে নাকি স্ত্রী সহবাস ছাড়া সবকিছু করা যায়?	(৩৮/২৩৮)
,,	আব্দুল কাদের, কলমুডাঙ্গা ইসলামীয়া মাদরাসা, সাপাহার, নওগাঁ।	সূরা ইয়াসীন একবার পড়লে ১০ খতমের নেকী পাওয়া যায় মর্মের হাদীছটি ছহীহ কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৩৯/২৩৯)
,,	মীযানুর রহমান, বাঘা, রাজশাহী।	দাড়ি ছাটা বা মুষ্টি পরিমাণ রাখা জায়েয কি?	(৪০/২৪০)

মে ২০০৬ (৯/৮)	সাইফুল্লাহ, উত্তর হিন্দুকান্দি, সারিয়াকান্দি, বগুড়া।	জনৈকা মহিলার সদ্যপ্রসূত সন্তানকে এক বন্ধ্যা মহিলা পালক হিসাবে নিয়ে যায়। এদিকে উক্ত প্রসূতি মা দুধের ব্যথা সহ্য করতে না পেরে ছাগলের বাচ্চাকে তার দুধ খাওয়ায়। এক্ষণে প্রশ্ন হ'ল, ছাগলের বাচ্চাকে দুধ খাওয়ানোর কারণে ঐ মহিলার পরিণতি কি হ'তে পারে? মানুষের দুধ পানকারী উক্ত ছাগলের গোশত খাওয়া জায়েয হবে কি? শিশুটি পরকালে তার নিজের মা ও পালক মার বিরুদ্ধে আল্লাহ্র কাছে কোন অভিযোগ করবে কি?	(১/২৪১)
,,	মুনীরুল ইসলাম, ফুলবাড়িয়া, কাথুলী, মেহেরপুর।	মানুষকে ধন-সম্পদ যতই দেওয়া হোক আশা-আকাঙ্ক্ষা শেষ হবে না। তার পেট মাটি ছাড়া অন্য কিছুতেই পরিপূর্ণ হবে না। উক্ত বক্তব্যের ব্যাখ্যা জানিয়ে বাধিত করবেন।	(২/২৪২)
,,	আফফানুল্লাহ, পশ্চিম দোয়ারপাল, পোরশা, নওগাঁ।	জনৈক আলেমের মুখে শুনেছি যে, মোজা পরা অবস্থায় প্যান্ট, পায়জামা বা লুঙ্গি টাখনুর নীচে ঝুলিয়ে দেয়া যায়। এ বিষয়ে জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৩/২৪৩)
,,	ওবায়দুল্লাহ, আগরদাড়ী, সাতক্ষীরা।	একাধিক ছালাত ক্বাযা হ'লে তা কিভাবে আদায় করতে হবে?	(৪/২৪৪)
,,	আবুল কাসেম, মির্জাপুর বাজার, গাযীপুর।	সূরা 'মুলক'-এর ফযীলত জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৫/২৪৫)
,,	হুসনে আরা, সপুরা, মিয়াপাড়া, রাজশাহী।	আমার স্বামী চিররোগী হওয়ার কারণে ছিয়াম পালন করতে পারেন না। তাই গত বছর রামাযানে তার ছিয়ামের ফিদইয়া স্বরূপ আমি একজন দরিদ্র দ্বীনদার ব্যক্তিকে ইফতারসহ দু'বেলা খাবার দিয়েছি। এতে কি তিনি ছিয়ামের পূর্ণ নেকী পাবেন?	(৬/২৪৬)
,,	উম্মে হাবীবা, কাজলা, রাজশাহী।	ছালাতের শেষ বৈঠকে সালাম ফিরানোর পূর্ব মুহূর্তে বায়ু নির্গত হ'লে ছালাত পূর্ণ হবে কি?	(৭/২৪৭)
,,	আব্দুল্লাহ ছিদ্দীক্বী, বাঁশদহা, সাতক্ষীরা।	লাশ দাফনের সময় 'মিনহা খালাক্বনা- কুম.... ' মর্মে যে দো'আটি চালু আছে তা কি ছহীহ দলীল দ্বারা প্রমাণিত? রাসূল (ছাঃ) ছাহাবীদের লাশ দাফনের সময় কোন্ দো'আ পাঠ করতেন? জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৮/২৪৮)
,,	শহীদ, আন্দারিয়া পাড়া, মান্দা, নওগাঁ।	ছালাতে ভুল হ'লে সহো সিজদা দিতে হয়, কিন্তু আযানে ভুল হ'লে সংশোধনের পন্থা কি?	(৯/২৪৯)
,,	ইবরাহীম মুমিন, নরসিংদী।	আমি টেক্সটাইল মিলের একজন মালিক। আমার পুঁজি কম থাকায় ১০০০/- (এক হাযার) পাউণ্ড সুতার মূল্য বাবদ ১,৩৮,০০০/- (এক লক্ষ আটত্রিশ হাযার) টাকা কারো নিকট থেকে পুঁজি ফেরৎ দেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত প্রতি পাউণ্ডে ১ টাকা করে লাভ দিব এই শর্তে যদি গ্রহণ করি তাহ'লে ব্যবসা হালাল হবে কি?	(১০/২৫০)
,,	মুহাম্মাদ মুহিউদ্দীন, রামচন্দ্রপুর, শ্রীপুর, লালগোলা, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।	সরকারী নিয়মানুযায়ী মাসিক বেতন হ'তে নির্ধারিত পরিমাণ টাকা প্রতি মাসে সরকারী ট্রেজারীতে জমা হয়। অবসর গ্রহণের সময় উক্ত টাকা সূদসহ ফেরত দেয়া হয়। এক্ষণে সূদাসলসহ উক্ত টাকা হালাল হবে, না হারাম হবে? আসল বাদে সূদের টাকা কোন্ কোন্ খাতে বন্টন করতে হবে?	(১১/২৫১)
,,	আমীনুল ইসলাম, লোকোসেড, পার্বতীপুর, দিনাজপুর।	দুই পরিবারের ছেলে ও মেয়ের মধ্যে বদলি বিবাহ বৈধ কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।	(১২/২৫২)
,,	মাহফূয, নলডহরী, লালগোলা, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।	ইফতারের জন্য অথবা কোন ইসলামী কাজের জন্য হারাম উপার্জন থেকে দান করলে গ্রহণ করা যাবে কি?	(১৩/২৫৩)
,,	ছাদেকুল ইসলাম, কালির বাজার, নারায়ণগঞ্জ।	জনৈক ব্যক্তি যাকাতের অর্থ দিয়ে এক গরীব লোকের পানির ব্যবস্থা করে দেন। এক্ষণে উক্ত গরীব লোকের সম্মতিতে যাকাতের হক্বদার নয় এমন ব্যক্তি ঐ পানি ব্যবহার করতে পারবে কি?	(১৪/২৫৪)
,,	আব্দুস সালাম তালুকদার, হোতাপাড়া, মণিপুর, গাযীপুর।	বিধবা রমণীকে সাহায্য-সহযোগিতা করলে কি আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদকারীর ন্যায় মর্যাদা পাওয়া যাবে?	(১৫/২৫৫)
,,	নাজমুল হাসান, বাঁশদহা বাজার, সাতক্ষীরা।	জনৈক ছাহাবী বলেন, নবী করীম (ছাঃ) ঈদের দিনে আমাদের ছালাত আদায় করান এবং চারটি তাকবীর দেন। অতঃপর তিনি বলেন, জানাযার তাকবীরের মত ঈদের ছালাতেও চার তাকবীর দিতে হবে (ত্বাহাবী ২/৩৭১)। হাদীছটি সম্পর্কে জানিয়ে বাধিত করবেন।	(১৬/২৫৬)
,,	আরিফা পারভীন, পুটিহার, ভাদুরিয়া, দিনাজপুর।	অপবিত্র অবস্থায় মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়া যাবে কি? গোসল দেওয়ার পর কি ফরয গোসলের মত গোসল করতে হবে?	(১৭/২৫৭)
,,	তা'যীমুল হক, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ডেমরা, ঢাকা।	আমি ওযর ছাড়াই একটি জুম'আ ছেড়ে দেই। ইমাম ছাহেবকে অবহিত করলে তিনি এক দীনার সমপরিমাণ ছাদাক্বাহ করতে বলেন। আমি তাই করেছি। এতে কি আমার ছালাতের কাফফারা আদায় হয়েছে?	(১৮/২৫৮)

,,	আল-আমীন, কাযীপুর, সিরাজগঞ্জ।	সূর্যোদয়, দ্বিপ্রহর ও সূর্যাস্তের সময় ছালাত আদায় করা নিষেধ কেন?	(১৯/২৫৯)
,,	খায়রুযযামান, চরফ্যাশন, ভোলা।	মৃত ব্যক্তিকে চুম্বন করা যায় কি?	(২০/২৬০)
,,	খালেদ, পাঁচপীর, মাষ্টার পাড়া, কুড়িগ্রাম।	শ্যালিকার সাথে পরকীয়া প্রেম ও অবৈধ মেলামেশার কারণে স্ত্রী হারাম হয়ে যাবে কি?	(২১/২৬১)
,,	মেসের মাষ্টার, কাজিনা, লালমণিরহাট।	জুম'আর দিন নতুন পোষাক পরতে হবে, না ভাল পোষাক পরতে হবে?	(২২/২৬২)
,,	আব্দুর রশীদ, ধনপাড়া, রাণীনগর, নওগাঁ।	'রিক্বাক্ব' অর্থ কি? শব্দটির ব্যাখ্যা জানিয়ে বাধিত করবেন।	(২৩/২৬৩)
,,	ডাঃ ছিদ্দীকুল আলম, নওদাপাড়া, রাজশাহী।	নাবালকের ইমামতিতে ফরয ছালাত আদায় করা যাবে কি?	(২৪/২৬৪)
,,	শফীউল্লাহ, নওহাটা, রাজশাহী।	রুকূতে পিঠ সোজা না রাখলে ছালাতের কোন ক্ষতি হবে কি?	(২৫/২৬৫)
,,	সৈয়দ ফায়েয, ধামতী, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।	রামাযান মাসে জাহান্নামের শাস্তি বন্ধ থাকে কি?	(২৬/২৬৬)
,,	আহমাদ, কদমতলা, সাতক্ষীরা।	বাস-ট্রেন ইত্যাদি যানবাহনে চলার সময় হাত-পা নেই এমন অনেক পঙ্গু বিপন্ন লোক দেখা যায়, যাদের অনেকের এমন রোগ-ব্যাধি আছে যার প্রতি দৃষ্টি পড়লে শরীর শিহরিয়ে উঠে। এমতাবস্থায় করণীয় কি?	(২৭/২৬৭)
,,	জামীল, শরীফপুর, রংপুর।	কোন কোন এলাকায় মানুষ মারা গেলে বড় ধরনের খাওয়ার আয়োজন করা হয় এবং কাফন-দাফন শেষ করে প্রস্তুত খাদ্য খেয়ে সবাই বাড়ী চলে যায়। এ ধরনের খাওয়ার ব্যবস্থা করা কি জায়েয?	(২৮/২৬৮)
,,	আব্দুস সালাম, পুটিহার, দিনাজপুর।	হাত ও পায়ের কাপড় গুটিয়ে ছালাত আদায় করা কি ঠিক?	(২৯/২৬৯)
,,	সৈয়দ ফায়েয, ধামতী, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।	রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কি খাৎনা করা অবস্থায় দুনিয়ায় এসেছিলেন?	(৩০/২৭০)
,,	আহমাদ, ধামতী, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।	প্রসিদ্ধ তিনজন ফেরেশতা আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করার জন্য মাটি আনতে গেলে মাটি খুব জোরে চিৎকার করে। ফলে তারা মাটি আনতে সক্ষম হয়নি। পরে 'মালাকুল মউত' চিৎকার উপেক্ষা করে মাটি নিয়ে আসে। অতঃপর আদমকে সৃষ্টি করা হয়। এ কথার সত্যতা জানতে চাই।	(৩১/২৭১)
,,	খাদীজা পারভীন, চোরকোল, ঝিনাইদহ।	নানীর চাচাতো বোনের মেয়েকে বিবাহ করা যাবে কি?	(৩২/২৭২)
,,	মাওলানা মুযাফফর রহমান, কদমতলা, সাতক্ষীরা।	বর্তমানে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রী মিলে বিভিন্ন দর্শনীয় জায়গা দেখার জন্য 'শিক্ষা সফরে' যায়। এভাবে সফরে যাওয়া যাবে কি?	(৩৩/২৭৩)
,,	এফ.এম. লিটন, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।	কবরস্থানের পার্শ্বের খেলার মাঠে খেলাধুলার কারণে কবরবাসীর কষ্ট হয় কি?	(৩৪/২৭৪)
,,	জামীলুর রহমান, ধামতী, কুমিল্লা।	তালের রস খাওয়া কি জায়েয?	(৩৫/২৭৫)
,,	আব্দুল হাফীয, চাঁদপাড়া, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।	অনেককে দেখা যায়, সম্মুখে প্রশংসা করলে খুব খুশী হয়। আবার অনেকে প্রশংসা পাওয়ার জন্য নিজের ভাল বিষয়গুলি প্রকাশ করে। এটা কি বৈধ?	(৩৬/২৭৬)
,,	হানযালা, চাঁদপুর, বামনডাংগা, রূপসা, খুলনা।	কুরআন তেলাওয়াতের শুরু ও শেষে কোন দো'আ পড়তে হয়? অনেক কুরআনের শেষে কুরআন খতমের লম্বা দো'আ লেখা আছে, এসব দো'আ পড়া যাবে কি?	(৩৭/২৭৭)
,,	আবদুর রহমান, শৌলমারী, নীলফামারী।	জমির আইল ঠেলার পরিণতি কি?	(৩৮/২৭৮)
,,	ফেরদাউস, কাঠিগ্রাম, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।	বর্তমানে ফেরীওয়ালারা দ্বারে দ্বারে ঘুরে মহিলাদের আঁচড়ানো চুল ক্রয় করছে। চুল বিক্রয় করা বৈধ কি?	(৩৯/২৭৯)
,,	হাফেয কাওছার আহমাদ, নওগাঁ।	অনিচ্ছায় ও অজান্তে কেউ যদি সামনে প্রশংসা করে তাহ'লে করণীয় কি?	(৪০/২৮০)
জুন ২০০৬ (৯/৯)	আবু মূসা, জয়পুরহাট।	'ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ' কর্তৃক প্রকাশিত 'দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম' নামক বইয়ে বলা হয়েছে, মৃত স্বামীকে স্ত্রী গোসল করাতে পারবে। কিন্তু মৃত স্ত্রীকে স্বামী গোসল করাতে পারবে না। কারণ স্ত্রীর মৃত্যু হ'লে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়। এ বক্তব্যের সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।	(১/২৮১)
,,	আব্দুল মান্নান, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।	জনৈক আলেম বলেন যে, মৃত ব্যক্তির অভিভাবক প্রথম জানাযায় অংশগ্রহণ করলে পরবর্তীতে আর ঐ মৃতের জানাযা পড়া যাবে না এবং মৃতকে দেখাও উচিত হবে না। এ বক্তব্য কি সঠিক?	(২/২৮২)
,,	আল-আমীন, কাযীপুর, সিরাজগঞ্জ।	সিজারের মাধ্যমে বাচ্চা প্রসব করানো যাবে কি?	(৩/২৮৩)
,,	হেদায়েত উল্লাহ সরদার, বড় ধুশিয়া, বি.পাড়া, কুমিল্লা।	আমার এক ভাই পীরের মুরীদ। সে বলে, পীর সবকিছু করে দিবে। মুরীদ না হ'লে মৃত্যুর সময় শয়তান এসে ঈমান লুটে নিবে। এ নিয়ে তার সাথে আমার প্রায় সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার পথে। এমতাবস্থায় আমার করণীয় কি?	(৪/২৮৪)

,,	নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, উত্তর কামাল নগর, সাতক্ষীরা।	শালীনতা বজায় রেখে কোন মুসলিম মেয়ে চাকুরী করলে তাকে বিবাহ করা যাবে কি?	(৫/২৮৫)
,,	পাইরা পারডীন, চোরকোল, ঝিনাইদহ।	পৃথিবীতে একই সময়ে অনেক লোক মারা যায়। তাহ'লে 'মালাকুল মওত' একা একই সময়ে কিভাবে সব মানুষ ও পশু-পাখির জান কবয করেন?	(৬/২৮৬)
,,	নাম-ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক।	অন্যের হাঁস-মুরগী, পশু-পাখী, ফসলের ক্ষতি বা চুরি করার পর বা সম্মানের হানি করলে অনুতপ্ত হয়ে পরকালে মুক্তির উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নামে বাজারমূল্য ধরে অর্থ দান করা যাবে কি? এরূপ করলে অপরাধী ব্যক্তি মুক্তি পাবে কি? কারণ ক্ষমা চাওয়ার জন্য প্রকৃত মালিক শনাক্ত করা যেমন খুবই কঠিন তেমনি চরম অপমানজনক।	(৭/২৮৭)
,,	আযীযুল হক, সিতাইকুণ্ড, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।	ঘুম হ'তে জাগ্রত হয়েই কেবল দু'হাত কব্জি পর্যন্ত ধৌত করা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশ। কিন্তু আমরা তো প্রতি ওযূর পূর্বেই দু'হাত কব্জি পর্যন্ত ধৌত করি। এটা কি সুন্নাত, না বিদ'আত?	(৮/২৮৮)
,,	মাহফূযুর রহমান, বাঁশদহা, সাতক্ষীরা।	কোন কোন মসজিদে মাঝে-মধ্যে তাহাজ্জুদের আযান দেওয়া হয়। ফলে মানুষ তাহাজ্জুদ এবং ফজরের আযান নিয়ে সংশয়ের মধ্যে পড়ে যায়। এমতাবস্থায় আযানের আগে বা পরে এই বলে ঘোষণা দেওয়া যাবে কি যে, 'এটা তাহাজ্জুদের আযান'?	(৯/২৮৯)
,,	ইকরাম, চট্টগ্রাম।	ড্রাইওয়াশ কিংবা পেট্রোল ওয়াশ করা পোশাক পরিধান করে ছালাত আদায় করলে ছালাত শুদ্ধ হবে কি?	(১০/২৯০)
,,	ওছমান, ধানমণ্ডি, ঢাকা।	আমার মা আমেরিকান প্রবাসী ভাইয়ের নিকট বেড়াতে গিয়ে সড়ক দুর্ঘটনায় পতিত হন। ভাইয়ের 'জীবন বীমা' থাকার ফলে মা হিসাবে কোম্পানী তাকে কিছু টাকা প্রদান করে। উক্ত বীমার টাকা ব্যবহার করা জায়েয হবে কি?	(১১/২৯১)
,,	সৈয়দ ফয়েয, ধামতী, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।	জেনে বা না জেনে চুরিকৃত জিনিস ক্রয় করা যায় কি?	(১২/২৯২)
,,	মুসাম্মাৎ নূরুন্নাহার, সাতক্ষীরা।	কাউকে একবার গালি দিলে চল্লিশ দিনের ইবাদত কবুল হবে না?	(১৩/২৯৩)
,,	নাছরুল্লাহ, কামাল, শহীদ, কাঠিগ্রাম, কোটালীপাড়া, গাপালগঞ্জ।	জনৈক আলেম জানাযার ছালাতে দরূদ পাঠ না করেই জানাযার দো'আ পড়েন অতঃপর দরূদ পাঠ করেন। উক্ত জানাযার ছালাত সঠিক হয়েছে কি?	(১৪/২৯৪)
,,	নাজমুল হাসান, বাঁশদহ বাজার, সাতক্ষীরা।	জুম'আর দিনের ন্যায় সপ্তাহের অন্যান্য দিনেও কি আযানের পর কেনা-বেচা সহ অন্যান্য কাজ-কর্ম নিষিদ্ধ? এই নির্দেশ মহিলাদের ক্ষেত্রেও কি প্রযোজ্য?	(১৫/২৯৫)
,,	মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ, খানজাহান আলী রোড, খুলনা।	সন্তান-সন্ততির মধ্যে একজন হিজড়া সন্তান থাকলে তার সম্পদ বন্টন পদ্ধতি কিরূপ হবে?	(১৬/২৯৬)
,,	মুহাম্মাদ আতাউর রহমান, সন্ন্যাসবাড়ী, বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।	ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত 'দৈনন্দিন জীবনে কুরআন' অনুষ্ঠানে তারাবীহর রাক'আত সংখ্যা সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে বলা হয়েছে, ওমর (রাঃ) বিশ রাক'আত তারাবীহ পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এর দলীলও রয়েছে। সেকারণ মক্কা ও মদীনাতেও তারাবীহ ২০ রাক'আত পড়া হয়ে থাকে। এ বক্তব্যের সত্যতা জানতে চাই।	(১৭/২৯৭)
,,	এফ.এম নাছরুল্লাহ, কাঠিগ্রাম, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।	বিদ্যুৎ চলে যাওয়ায় জনৈক মুওয়াযযিন মুখে আযান দিতে শুরু করেন। হঠাৎ বিদ্যুৎ আসাতে তিনি মৌখিক আযান বাদ দিয়ে মাইকে আযান দেন। এভাবে আযান দেয়া কি শরী'আত সম্মত?	(১৮/২৯৮)
,,	ফিরোজ কবীর, আলাদীপুর, সাপাহার, নওগাঁ।	জনৈক ব্যক্তিকে মাথা কেটে হত্যা করা হয় এবং মাথাটি কিছু দূরে পুতে রাখা হয়। ফলে মাথা ব্যতীতই তাকে দাফন করা হয়। পরদিন মাথাটি পাওয়া গেলে পুনরায় জানাযা পড়ে অন্য কবরে মাথাটি দাফন করা হয়। এটা কি শরী'আত সম্মত হয়েছে?	(১৯/২৯৯)
,,	সৈয়দ ফয়েয, ধামতী, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।	যারা আরবী ভাষায় কথা বলে তারা প্রত্যেক হরফে কুরআন তেলাওয়াতের মত নেকী পাবে কি?	(২০/৩০০)
,,	আমানুল্লাহ, মাদারগঞ্জ, জামালপুর।	নিলামে বস্তু ক্রয়-বিক্রয় করা কি শরী'আত সম্মত?	(২১/৩০১)
,,	*আব্দুল্লাহ, সদর সাতক্ষীরা, সাতক্ষীরা।*	আমরা জানি সালাম দিয়ে মুছাফাহা করার দো'আ হচ্ছে (১) نحمد الله (২) ونستغفره অথবা يغفر الله لنا ولكم উক্ত দো'আ দু'টি কি ছহীহ?	(২২/৩০২)
,,	সেকান্দার আলী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।	ভিক্ষুক আসলে কিছু না দিয়ে বিদায় দেওয়া অথবা থেকেও নেই বলে ফিরিয়ে দেয়া কি জায়েয?	(২৩/৩০৩)

,,	ইদরীস আলী, রাণী বাজার, রাজশাহী।	আহলেহাদীছগণ নাকি 'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতে'র অন্তর্ভুক্ত নন। এ বক্তব্যের সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।	(২৪/৩০৪)
,,	হারূনুর রশীদ, তল্লাতলা, বাগবাড়ী, বগুড়া।	'আহলেহাদীছ না থাকলে দুনিয়া হ'তে ইসলাম নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত' এই উক্তিটি কার? জানিয়ে বাধিত করবেন।	(২৫/৩০৫)
,,	ইমরান, হোসেনাবাদ, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।	এক যুবতী মেয়ে তার পিতাকে না জানিয়ে তার চাচাতো ভাইকে অলী বানিয়ে বিবাহ করেছে। এ বিবাহ কি সঠিক হয়েছে?	(২৬/৩০৬)
,,	হাবীবুল বাশার, নয়া পল্টান, ঢাকা।	জনৈক মহিলার বাচ্চার কান্না শুনে ইমাম ছাহেব ফজরের ছালাতের কিরাআত সংক্ষিপ্ত করে রুকূতে চলে যান। ছালাত শেষে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন যে, মহিলার বাচ্চার কান্নার কারণে আমি এটা করেছি। এরূপ করা কি ঠিক হয়েছে?	(২৭/৩০৭)
,,	মুহাম্মাদ আককাস, বায়া বাজার, রাজশাহী।	জনৈক ব্যক্তি মাদরাসায় কিছু জমি দান করেন। মাদরাসার কমিটি উক্ত জমি লীজ/ঠিকা/বিক্রয় বা বিনিময় করতে চাইলে দানকারী নিতে পারবে কি?	(২৮/৩০৮)
,,	আশরাফ আলী, সেতাবগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও।	বন্দীদের সাথে কেমন আচরণ করতে হবে?	(২৯/৩০৯)
,,	হেমায়েত উদ্দীন, বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম বঙ্গ, ভারত।	এক সাথে দুই বছরের জন্য জমি ঠিকা/লিজ দেওয়া যাবে কি?	(৩০/৩১০)
,,	আব্দুর রহমান, জয়ন্তীবাড়ী, বগুড়া।	কবর যিয়ারত করার সময় সূরা ফাতিহা ও দরূদ পড়ার পর দো'আ পড়তে হবে কি?	(৩১/৩১১)
,,	আহমাদ আলী, হাটগাংগোপাড়া, বাগমারা, রাজশাহী।	কোন সম্পদহীন ব্যক্তি ঋণ রেখে মারা গেলে যাকাত ফাণ্ড থেকে তার ঐ ঋণ পরিশোধ করা যাবে কি?	(৩২/৩১২)
,,	আব্দুল মুমিন, মহিষখোচা, লালমণিরহাট।	নারী-পুরুষের খাৎনা করার হুকুম কি?	(৩৩/৩১৩)
,,	আব্দুল কুদ্দূস, গোবারচাকা, খুলনা।	যেসব মসজিদে কবর রয়েছে সেগুলিতে কি ছালাত জায়েয?	(৩৪/৩১৪)
,,	আমীনুল ইসলাম, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।	এক ব্যক্তি তার জীবনের ১৫-২০ বছরের ক্বাযা ছালাত আদায় করছে এবং বলছে, পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের যদি ক্বাযা চলে তাহ'লে সমস্ত ছালাতেরই ক্বাযা চলবে। এবক্তব্য কতটুকু সঠিক?	(৩৫/৩১৫)
,,	মীযানুর রহমান, আস-মানজার, আল-ক্বাছীম, সঊদী আরব।	শিরক কিভাবে হয়? শিরকের অন্তর্ভুক্ত কাজগুলি কি কি? মাযারে গরু, ছাগল, হাঁস মুরগী ও টাকা-পয়সা দান করলে শিরক হবে কি?	(৩৬/৩১৬)
,,	নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।	আমি গরীব হালতে থাকি বলে আমার মা আমাকে ঘৃণা করেন, মেহমানদের সামনে গেলে অপমানবোধ করেন এবং আত্মীয়দের বাসায় যেতে নিষেধ করেন। আহলেহাদীছ হওয়ায় আমাকে বাড়ী থেকে বের করে দিয়েছেন। আমি এখন মায়ের কাছে যাই না। এতে আমার কোন গুনাহ হচ্ছে কি?	(৩৭/৩১৭)
,,	মুসলিমুদ্দীন, দুপচাচিয়া, বগুড়া।	মানবজাতি সৃষ্টির আগে যে জিন জাতির রাজত্ব ছিল তার প্রমাণ কি?	(৩৮/৩১৮)
,,	মুকবুল, দিগদানা, ঝিকরগাছা, যশোর।	গুলের ব্যবসা করা বৈধ কি?	(৩৯/৩১৯)
,,	নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, ভারত।	পিতা-মাতার নিকট মিথ্যা কথা বলে টাকা নিয়ে দান করা জায়েয আছে কি?	(৪০/৩২০)
জুলাই ২০০৬ (৯/১০)	মুসাম্মাৎ নূরুন্নাহার, সাতক্ষীরা সরকারী কলেজ, সাতক্ষীরা।	জিন জাতির আবাসস্থল কোথায়? তারা কি মানুষের ন্যায় বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত? তাদের বয়সসীমা কত? তারা কি মানুষের ন্যায় জান্নাত ও জাহান্নামে যাবে?	(১/৩২১)
,,	যাকির, ধামতী, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।	ব্যবসায় অধিক লাভের উদ্দেশ্যে দোকানে টেলিভিশন চালু রেখে ব্যবসা করা বৈধ কি?	(২/৩২২)
,,	এস.এম. মুনীরুযযামান, কামাল নগর, সাতক্ষীরা।	জনৈক বক্তা এই মর্মে ফৎওয়া দিয়েছেন যে, চাকুরীজীবী মহিলা মাত্রই যেনাকারিণী। এই ফৎওয়া কি সঠিক হয়েছে?	(৩/৩২৩)
,,	সৈয়দ ফায়েয, ধামতী, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।	যদি শিক্ষকের বেত্রাঘাতে ছাত্রের মৃত্যু হয়, তাহ'লে শিক্ষকের বিচার কি হবে? ছাত্রদের ছোট-বড় দোষের বিচার সমানভাবে করা সম্ভব না হ'লে করণীয় কি?	(৪/৩২৪)
,,	তাহমিনা খাতুন, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।	ধর্ষণের হাত হ'তে রেহাই পাওয়ার আশায় কোন মহিলা যদি আত্মহত্যা করে তাহ'লে তার পরিণতি কী হবে।	(৫/৩২৫)
,,	নবরুল ইসলাম, আসানপুর, গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	যে সমস্ত বিবাহের অনুষ্ঠানে শরী'আত বিরোধী কার্যকলাপ হয় সে সমস্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়া কি জায়েয?	(৬/৩২৬)

,,	আমানুল্লাহ, ইসলামপুর, জামালপুর।	আল্লাহ পাক প্রতিটি মানুষকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু যে ব্যক্তি অবিবাহিত অবস্থায় মারা যায় তার জোড়া কিভাবে সে পাবে?	(৭/৩২৭)
,,	আমানুল্লাহ, ইসলামপুর, জামালপুর।	কোন ব্যক্তি একাধিক বিবাহ করলে কার সাথে তার হাশর-নাশর হবে? এক্ষেত্রে প্রথম স্ত্রী যদি তালাক প্রাপ্তা হয়, তাহ'লে কী হবে?	(৮/৩২৮)
,,	আমীন, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।	বিবাহের সময় সাতজন যুবতী মেয়ে কনের মাথায় হাত রেখে কনেকে গোসল করায়, মুখে খির দেয়, কনের মা ১টি ছিয়াম রাখে, ফুলের মালা ও ঘুনসি ব্যবহার করে থাকে। এরূপ করা কি শরী'আত সম্মত?	(৯/৩২৯)
,,	আফযাল, পিয়ারপুর, মোহনপুর, রাজশাহী।	অবিবাহিত পুরুষ ও মহিলা টেলিফোনে বাক্যালাপ করতে পারে কি?	(১০/৩৩০)
,,	হাফীয আহমাদ, বাগমারা, রাজশাহী।	পেশাব করার সময় কাপড়ে বা শরীরের কোথাও পেশাব ছিটকে পড়লে এবং আশেপাশে কোথাও পানি না পেলে করণীয় কি?	(১১/৩৩১)
,,	আব্দুল মজীদ ড্রাইভার, তুলাগাঁও, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।	পাগড়ী পরিধানের জন্য টুপি পরিধান করা কি শর্ত? পাগড়ীর দৈর্ঘ সম্পর্কে কোন নির্দেশনা আছে কি?	(১২/৩৩২)
,,	আব্দুল আলীম, পাজরভাঙ্গা, নওগাঁ।	যাদের নেকী এবং গুনাহ সমান হবে তারা জান্নাতে যাবে না জাহান্নামে যাবে?	(১৩/৩৩৩)
,,	মুনীরুযযামান, হাতুরাপাড়া, মহজমপুর, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ।	পুরাতন মসজিদে অথবা মসজিদ ভেঙ্গে ঐ স্থানে ইমাম ছাহেবের জন্য স্বপরিবারে থাকার ব্যবস্থা করা যাবে কি?	(১৪/৩৩৪)
,,	রওশন আরা, প্রযত্নেঃ আলহাজ্জ ছিয়ামুদ্দীন, উত্তর নওদাপাড়া, রাজশাহী।	আমি ছালাত আদায়ের জন্য মসজিদে গিয়ে দেখি আমি ছাড়া আর অন্যকোন মহিলা নেই। এমতাবস্থায় আমি একাই পুরুষদের পিছনে ছালাত আদায় করেছি। আমার ছালাত আদায় হয়েছে কি?	(১৫/৩৩৫)
,,	আবু সাঈদ, হাটমাধনগর, বাগমারা, রাজশাহী।	জনৈক ব্যক্তি ছয়জন ছেলে-মেয়ে ও স্ত্রী থাকাবস্থায় দ্বিতীয় বিবাহ করে। অতঃপর কাউকে না জানিয়ে ভিটা-বাড়ী সহ সমস্ত সম্পদ দ্বিতীয় স্ত্রীর নামে লিখে দেয়। এর পরিণাম কি?	(১৬/৩৩৬)
,,	মুহাম্মাদ হাসীবুল ইসলাম, শ্যামপুর নতুন পাড়া, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।	জনৈক অমুসলিম ব্যক্তির নিকট হ'তে ১০০ টাকা কর্য নিয়েছিলাম। যে জায়গায় এবং যে সময় তাকে টাকা দেওয়ার অঙ্গীকার করেছিলাম সে সময় এবং সে জায়গায় সারা দিন অপেক্ষা করেও তাকে পাইনি। তার ঠিকানাও আমার জানা নেই। এক্ষণে করণীয় কি?	(১৭/৩৩৭)
,,	আমীনুল ইসলাম, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।	জনৈক শিক্ষক মুসলিম চিত্রকলা সম্পর্কে পড়াতে গিয়ে এক ঐতিহাসিক ঘটনা তুলে ধরে বলেন, মক্কা বিজয়ের পরে কা'বা ঘরে রক্ষিত মূর্তিগুলো ভেঙ্গে ফেলার সময় নবী করীম (ছাঃ) কা'বার দেওয়ালে অংকিত মারইয়াম (আঃ)-এর ছবিটি না ভেঙ্গে রেখে দেন। আর এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, জীবের ছবি অংকন করা বৈধ। এর সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।	(১৮/৩৩৮)
,,	মুহাম্মাদ মাহফূযুর রহমান, তেগাড়া, নওগাঁ।	আমি স্কুলের ছাত্র। দৈনিক ৫ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করি। কিন্তু রাত জেগে পড়ার কারণে ফজরের ছালাত প্রায়ই ক্বাযা হয়ে যায়। স্কুলে গিয়েও সুষ্ঠু পরিবেশ না থাকায় যোহরের ছালাত ক্বাযা হয়। এমতাবস্থায় আমার করণীয় কি?	(১৯/৩৩৯)
,,	মুহাম্মাদ আক্বাস, বায়া বাজার, রাজশাহী।	ঈদগাহের জমি মাদরাসার নামে হস্তান্তর বা তার সম্পদ মাদরাসার কাজে ব্যবহার করা যাবে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।	(২০/৩৪০)
,,	রফীকুল ইসলাম, সুজাপুর, ফুলবাড়ী, দিনাজপুর।	আব্দুল ক্বাদের জীলানী (রহঃ) আল্লাহ্র অলী ছিলেন নাকি আলেম ছিলেন? বহু বক্তার মুখে শুনেছি যে, তিনি ১৮ পারা কুরআন মজীদ মায়ের গর্ভে থাকাকালীন সময় মুখস্থ করেছিলেন। এর সত্যতা জানতে চাই।	(২১/৩৪১)
,,	আব্দুর রশীদ, চণ্ডিপুর, মণিরামপুর, যশোর।	কিছুদিন পূর্বে আমার কয়েকজন আত্মীয় পানিতে ডুবে মারা গেলে সবাইকে এক সাথে একই কবরে দাফন করা হয়েছে। এক্ষণে মৃতের ছেলে তার পিতার লাশ উত্তোলন করে পৃথকভাবে দাফন করতে চান। এটি করা যাবে কি?	(২২/৩৪২)
,,	আ'তীকুল ইসলাম, হাজীরপাড়া, হারাগাছ, রংপুর।	কোন ব্যক্তি হারাম উপায়ে উপার্জন করলে তার দেওয়া অর্থ-সম্পদ ভোগ করা যাবে কি?	(২৩/৩৪৩)
,,	আব্দুর রহমান, শাহজাহানপুর, বগুড়া।	জামা'আতে ছালাত আদায়ের সময় ইমাম যা বলেন মুক্তাদীকেও কি তা বলতে হবে?	(২৪/৩৪৪)
,,	মুহাম্মাদ জোহাক, ডিমলা, লালমণিরহাট।	একটি ছাগলকে 'বিসমিল্লাহ' বলে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছে। উক্ত ছাগলের গোশত খাওয়ার হুকুম কি?	(২৫/৩৪৫)

,,	খাদীজা, সাহারবাটি, গাংনী, মেহেরপুর।	বাসর রাতে স্বামী-স্ত্রী এক সাথে ছালাত আদায় করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু কনে বিভিন্ন ধরনের কসমেটিকস ব্যবহার করে। এমতাবস্থায় ছালাত জায়েয হবে কি?	(২৬/৩৪৬)
,,	আব্দুল খালেক, মোলামগাড়ী হাট, কালাই, জয়পুরহাট।	পাঁচ বছরের শিশু কন্যাকে ৮ বছর বয়সের বালকের সাথে উভয় পক্ষের অভিভাবকের সম্মতিতে বিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু কন্যা প্রাপ্তবয়স্কা হওয়ার পর স্বামীর নিকট যেতে অসম্মতি জানায়। এমতাবস্থায় করণীয় কি?	(২৭/৩৪৭)
,,	নাম ও ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক।	আমার আব্বা ছোট থেকেই পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত মসজিদে গিয়ে আদায় করতেন। কিছুদিন থেকে তিনি বিভিন্ন অসুখে ভুগছেন। এমতাবস্থায় তিনি বিরক্ত হয়ে বলছেন যে, আমি আর ছালাত আদায় করব না, আল্লাহ আমাকে এত অসুখ দিয়েছেন কেন? এক্ষণে করণীয় কি?	(২৮/৩৪৮)
,,	আযীযুর রহমান, শাহজাহানপুর, বগুড়া।	হিসাব বিষয়ে অধ্যয়ন করা জায়েয আছে কি?	(২৯/৩৪৯)
,,	আলহাজ্জ আবুল হাসান, তাহের বস্ত্রালয়, কেশরহাট, মোহনপুর, রাজশাহী।	শ্বেত রোগ, কুষ্ঠ রোগ ও পাগলামী হ'তে পরিত্রাণ চাওয়ার জন্য নিম্নোক্ত দো'আটি কি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত? اللهم إني أعوذبك من البرص والجزام والجنون ومن سئى الأسقام-	(৩০/৩৫০)
,,	আব্দুল হাফীয, চাঁদপাড়া, গাইবান্ধা।	৭০ হাযার মানুষ বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে এ সংক্রান্ত হাদীছটি জানতে চাই।	(৩১/৩৫১)
,,	আব্দুল্লাহ, ধুলাউড়ি, দেবীনগর, নবাবগঞ্জ।	তায়াম্মুম করার সময় মুখ আগে মাসাহ করতে হবে, না হাত আগে মাসাহ করতে হবে?	(৩২/৩৫২)
,,	মুহাম্মাদ আবু ইউসুফ, নাটোর।	নির্দিষ্ট সময়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়ে বিবাহ করা কি জায়েয?	(৩৩/৩৫৩)
,,	আব্দুল হক, নাটোর।	জনৈক মুছল্লীকে সমাজে একঘরে করে রাখা হয়। ঐ ব্যক্তি মসজিদে গিয়ে ছালাত আদায় করতে পারবে কি? এরূপ ব্যক্তিকে মসজিদে যেতে বাধা দিলে গুনাহ হবে কি? তার ইমামতিতে ছালাত পড়া জায়েয কি?	(৩৪/৩৫৪)
,,	আব্দুল মজীদ, কাজলা, রাজশাহী।	রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে কোন রঙের কাপড় দিয়ে কাফন পরানো হয়েছিল?	(৩৫/৩৫৫)
,,	সাজেদা, সাহারবাটি, গাংনী, মেহেরপুর।	বাসর রাতে ফেরেশতারা সারা রাত পাহারা দেয়, একথা কি সত্য?	(৩৬/৩৫৬)
,,	আবুবকর, সদররোড, কালাই, জয়পুরহাট।	অনেক দোকানের সামনে 'আস্সালামু আলাইকুম' লিখা থাকে। এভাবে লেখা কি জায়েয? এর জবাব দিতে হবে কি?	(৩৭/৩৫৭)
,,	সোহেল রানা, তাহেরপুর, বাগমারা, রাজশাহী।	অনেকে 'আসতাওদি'উল্লাহ দ্বীনাকা ওয়া আমানাতাকা ওয়া খাওয়াতীমা আমালিকা' দো'আটি বিদায়কালে পড়ে থাকেন। এটি কি ছহীহ?	(৩৮/৩৫৮)
,,	আঙ্গুরা, রামনগর, নাটোর।	মেয়েরা ওযূ করার সময় মাথা মাসাহ এর ক্ষেত্রে কি কাপড় ফেলে মাসাহ করবে? মেয়েদের মাথার কাপড় পড়ে গেলে অথবা ওযূ অবস্থায় বেগানা পুরুষকে দেখলে ওযূ ভেঙ্গে যাবে কি?	(৩৯/৩৫৯)
,,	মুহাম্মাদ মুখলেছুর রহমান, সাতক্ষীরা।	জারজ সন্তানের ইমামতি জায়েয নয় কি?	(৪০/৩৬০)
আগষ্ট ২০০৬ (৯/১১)	সৈয়দ ফায়েয, ধামতী, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।	রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অধিক সন্তান প্রসবকারিণী মহিলাকে বিবাহ করতে বলেছেন। কিন্তু অধিক সন্তান গ্রহণের কারণে অনেককে দেখা যায় যে, সন্তানের ভরণপোষণ দিতে পারে না এবং প্রকৃত হক্বও আদায় করতে পারে না। অনেক কষ্টে তাদেরকে জীবন যাপন করতে হয়, এর কারণ কি?	(১/৩৬১)
,,	আব্দুল গফূর, হরিণা, বাঘা, রাজশাহী।	'মাযহাব' শব্দটি কোন ভাষার, এর অর্থ কি? মাযহাব না মানলে কি কাফের হয়ে যাবে? মাযহাবের সংখ্যা কত?	(২/৩৬২)
,,	আব্দুর রহমান, মোল্লাহাট, বাগেরহাট।	জুম'আর দিন বা অন্য দিনে গোসল করার হুকুম কি?	(৩/৩৬৩)
,,	আনীস, তুলাগাঁও, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।	মহিলাদেরকে পুরুষদের পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে মর্মে জনশ্রুতি আছে। তাহ'লে যে নারীর কয়েকজন পুরুষের সাথে বিবাহ হয়, তাকে কোন্ পুরুষের হাড় দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে?	(৪/৩৬৪)
,,	দুলাল মিয়াঁ, পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা।	বিবাহে যৌতুক নেওয়া হারাম। তবে কনের পিতা খুশি মনে কিছু দিলে তা যৌতুক বলে গণ্য হবে কি? কৌশল করে কনের পিতার নিকট থেকে কিছু নেওয়া কি বৈধ হবে?	(৫/৩৬৫)
,,	আরীফা, ভিক্টোরিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, কুমিল্লা।	কুরআন মজীদে অঙ্কিত আয়াতের চিহ্ন বা ওয়াক্ফগুলি কি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে প্রমাণিত, না ছাহাবীগণের ইজতিহাদ?	(৬/৩৬৬)

,,	মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান, মোল্লাহাট, বাগেরহাট।	যোহরের সুন্নাত আদায় করা অবস্থায় জামা'আত শুরু হ'লে সুন্নাত ছেড়ে জামা'আতে শরীক হ'তে হয়। কিন্তু ফরয শেষে কি সম্পূর্ণ সুন্নাত আদায় করতে হবে, নাকি সুন্নাতের যে কয় রাক'আত বাকী ছিল শুধু তাই আদায় করলে চলবে?	(৭/৩৬৭)
,,	মামূন, শ্যামপুর, মেহেরপুর।	মৃত ব্যক্তির নামে কুরআন খতম দেওয়া হ'লে তাতে মৃতব্যক্তির কোন উপকার হয় কি? এরূপ কুরআন খতম বৈধ কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৮/৩৬৮)
,,	মুসাম্মাৎ রোজিনা খাতুন, হেতেম খাঁ, রাজশাহী।	কোন্ সময় ও কি উদ্দেশ্যে ইস্তেখারার ছালাত পড়তে হয়? ইস্তেখারার ছালাত পড়ার নিয়ম জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৯/৩৬৯)
,,	আশীকুর রহমান, চণ্ডিপুর, যশোর।	মৃত পিতা-মাতার জন্য ছালাতের মধ্যে দো'আ করা যাবে কি? 'রাব্বির হামহুমা কামা রব্বাইয়ানী ছাগীরা' দো'আটি শেষ বৈঠকে পড়া যাবে কি?	(১০/৩৭০)
,,	আব্দুল আযীয, কৈবর্ত্য গ্রাম, সাপাহার, নওগাঁ।	'মালাকুল মউত' এসে মূসা (আঃ)-কে সালাম না দেয়ার কারণে তিনি তাঁকে থাপ্পড় মেরে চোখ কানা করে দিয়েছিলেন। এ কথা কি ঠিক?	(১১/৩৭১)
,,	শাহ আলম, বেতীল বাজার, এনায়েতপুর, সিরাজগঞ্জ।	এশার ছালাত কাযা হ'লে কি 'বিতর' ছালাতও কাযা পড়তে হবে? জুম'আর ছালাতের আগে ও পরে সুন্নাত কত রাক'আত?	(১২/৩৭২)
,,	মাহতাবুদ্দীন, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।	চাকরি করার সময় যদি শর্তারোপ করা হয় যে, দাড়ি রেখে চাকরি করা যাবে না, তাহ'লে উক্ত চাকরি করা যাবে কি?	(১৩/৩৭৩)
,,	আব্দুল্লাহ ছিদ্দিক্বী, বাশদহা, সাতক্ষীরা।	তাফসীর মাআরেফুল কোরআনের ১০৫৩ পৃষ্ঠায় নর-নারীর জন্য ছয় ধরনের খেলা বৈধ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন তীর-ধনুক নিয়ে খেলা, অশ্বকে প্রশিক্ষণ দেয়া, স্ত্রীর সাথে হাস্যরস করা, সাঁতার কাটা, সুতা কাটা ও দৌড় প্রতিযোগিতা। এ ছয়টি খেলা ছাড়া অন্য কোন খেলা শরী'আতে বৈধ আছে কি?	(১৪/৩৭৪)
,,	নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।	মসজিদে তারাবীহর ছালাত চালু থাকা সত্ত্বেও জনৈক আলেম তার বাড়ীতে নিজ ছেলেমেয়ের ইমামতির মাধ্যমে পৃথকভাবে মহিলাদের তারাবীহর ছালাতের জামা'আত চালু রেখেছেন। উক্ত তারাবীহর ছালাত বাবদ তিনি সম্মানী হিসাবে রীতিমত ভাতাও গ্রহণ করেন। কেউ না দিলে বা কম দিলে সে তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করে। এ বিষয়ে শারঈ ফায়ছালা জানিয়ে বাধিত করবেন।	(১৫/৩৭৫)
,,	আফফানুল্লাহ, মাগুরিয়া, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।	সবজির ওশর বা যাকাত দিতে হবে কি? উল্লেখ্য যে, ২০, ৪০, ৬০, ৮০, ১০০ মন এই নিয়মে ধান বা অন্য শস্যের ওশর বের করতে হয়। কিন্তু ৮৫ বা ৯৫ মণ হ'লে শুধু কি ৮০ মনের ওশর বের করলেই চলবে, নাকি অতিরিক্ত ৫ মণেরও ওশর আদায় করতে হবে?	(১৬/৩৭৬)
,,	মিসেস রাশীদা বেগম, ড্রিম হাউজ, দক্ষিণগাঁও, ঢাকা।	ছালাত অবস্থায় অথবা ছালাত শেষে স্মরণ হ'ল যে, শরীর বা কাপড়ে অপবিত্র লেগে আছে কিংবা কোন অপবিত্র বস্তু পরিলক্ষিত হ'ল, এমতাবস্থায় করণীয় কি?	(১৭/৩৭৭)
,,	আব্দুস সাত্তার, মুহিষকুণ্ডি বাজার, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।	মৃত ব্যক্তির জন্য তার পরিবারের লোকজন ছাদাক্বা করলে মৃত ব্যক্তি নেকী পাবে কি?	(১৮/৩৭৮)
,,	ইদরীস আলী, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।	কোন ব্যক্তি অসুস্থ থাকলে তার পরিবারের লোকজন তার কাযা ছালাত আদায় করতে পারবে কি?	(১৯/৩৭৯)
,,	জি,এম, জসীমুদ্দীন সরকার, নরিয়াবাদ, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।	বর্তমানে কিছু মেয়ে এমন এক ধরনের বোরক্বা পরিধান করে যাতে শরীরের অঙ্গগুলি অনুমান করা যায়। এ ধরনের বোরক্বা পরিধান করা কি জায়েয?	(২০/৩৮০)
,,	আলমগীর, দুপচাঁচিয়া, বগুড়া।	প্রচণ্ড বৃষ্টির সময় জনৈক মুয়াযযিন মাগরিবের আযানে 'হাইয়া 'আলাছ ছালাহ ও হাইয়া 'আলাল ফালাহ' না বলে 'ছাল্লূ ফী রিহালিকুম' বলেছেন। তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এরূপ নির্দেশ হাদীছে আছে। এ বিষয়ে জানিয়ে বাধিত করবেন।	(২১/৩৮১)
,,	আশরাফুল হক্ব, লালগোলা বাজার, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।	কোন মুসলিম মুমূর্ষু রোগীর জন্য অমুসলিমের রক্ত গ্রহণ করা যাবে কি? দলীল ভিত্তিক জবাব দানে বাধিত করবেন।	(২২/৩৮২)
,,	রফীক আহমাদ, ঢাকা।	জুম'আর খুৎবায় জনৈক ইমাম বললেন, ফেরেশতারা যখন আদম (আঃ)-কে সিজদা করেন, তখন পরপর দু'টি সিজদা করেছিলেন। তাই আমরা ছালাতে দু'টি করে সিজদা করি। এই বক্তব্য সঠিক কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।	(২৩/৩৮৩)
,,	মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম, মাদারগঞ্জ, জামালপুর।	আমাদের এলাকায় কিছু লোককে কুঁচে খেতে দেখা যায়। এটি খাওয়া যাবে কি?	(২৪/৩৮৪)
,,	আলহাজ্জ সাব্বির আহমাদ, দিনাজপুর।	হাজরে আসওয়াদে মুখ রেখে ক্রন্দন করা সংক্রান্ত হাদীছটি কি ছহীহ?	(২৫/৩৮৫)
,,	এনামুল হক্ব, মধ্য বাড্ডা, ঢাকা।	মৃত বাঘ ক্রয় করা যাবে কি?	(২৬/৩৮৬)
,,	খাদীজা, শাহারবাটি, মেহেরপুর।	কাযী অফিসে গিয়ে বিবাহ বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর পুনরায় একত্রিত হ'তে চাইলে আমার পিতা রাযী হননি। তখন আমার চাচাকে নিয়ে পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হই। এ বিবাহ কি জায়েয হয়েছে।	(২৭/৩৮৭)

,,	আবুল হোসাইন, নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।	নবী মোর পরশমনি, নবী মোর সোনার খনী, নবী নাম জপে যেজন, সেই তো দো'জাহানের ধনী, নবী মোর নূরে খোদা, তার তরে সকল পয়দা, আদমের কুলবেতে তারই নূরের রৌশনী...। এই কবিতা পড়া যাবে কি?	(২৮/৩৮৮)
,,	রুমেল ও ইলিয়াস, জগতপুর, বুড়িচং, কুমিল্লা।	ইসলামের বিধান মতে যৌতুক নেওয়া হারাম। কিন্তু একজন নিতান্তই বেকার ও দরিদ্র, যার বিয়ের বয়স পেরিয়ে যাচ্ছে, অথচ তার পক্ষে স্ত্রীর মোহর ও সাজসজ্জার অর্থ যোগানো অসম্ভব। এরূপ ব্যক্তির যৌতুক না নিয়ে করণীয় কি?	(২৯/৩৮৯)
,,	মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ, ঝিনাইদহ।	যারা ছিয়াম পালন করে না তাদেরকে ফিৎরা আদায় করতে হবে কি?	(৩০/৩৯০)
,,	আব্দুল মালেক, নওদাপাড়া, রাজশাহী।	খতম তারাবীহ কি জায়েয? খতম তারাবীহতে কষ্ট হয় বিধায় অনেক মুছল্লী এশার জামা'আতে আসেন না। এক্ষেত্রে করণীয় কি?	(৩১/৩৯১)
,,	আবুল কালাম আযাদ, সত্যজিতপুর, পাংশা, রাজবাড়ী।	কুনূতে রাতিবা কখন পড়তে হবে? রুকুর আগে না পরে? এতে হাত উঠাতে হবে কি?	(৩২/৩৯২)
,,	আমানুল্লাহ, কোর্টবাড়ী, কুমিল্লা।	মি'রাজ রজনীতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বোরাকে উঠার সময় আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) আল্লাহর ইচ্ছায় পাথর হয়ে জান এবং তার উপর পা রেখে তিনি বোরাকে উঠেন। সে সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার জন্য দো'আ করে বলেন, আল্লাহ যেন তাকে সকল পীরের সরদার করেন। একথা কি সত্য?	(৩৩/৩৯৩)
,,	আনীসুর রহমান, ঢাকা।	ঈসা (আঃ) পৃথিবীতে কখন এবং কোথায় আসবেন? তাঁর কবর কোথায় হবে?	(৩৪/৩৯৪)
,,	ইসহাক্ব, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।	অনিচ্ছাকৃতভাবে ওযূ-গোসলের পানি বা অন্য কোন খাদ্যদ্রব্য গলার ভিতরে চলে গেলে ছিয়াম ভঙ্গ হবে কি?	(৩৫/৩৯৫)
,,	মাষ্টার আনীসুর রহমান, মান্দা, নওগাঁ।	সমাজে ব্যভিচার বৃদ্ধি পেলে দরিদ্রতা আসে, একথা সত্য কি?	(৩৬/৩৯৬)
,,	খায়রুল ইসলাম, নলত্রী পানিহার, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।	কুরবানীর জন্য পূর্বে ক্রয় করে রাখা পশু সংসারের অভাবের কারণে বিক্রি করা যাবে কি? এবং পরবর্তীতে উক্ত মূল্যে বা অতিরিক্ত মূল্যে পশু ক্রয় করে কুরবানী করলে বৈধ হবে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৩৭/৩৯৭)
,,	আমীন, সোনাবাড়িয়া, সাতক্ষীরা।	খাৎনা দেয়ার সময় মুখে ক্ষীর দেয়া এবং গোসল দেয়ার সময় চারপাশে পান রাখা কি জায়েয?	(৩৮/৩৯৮)
,,	আব্দুল্লাহ, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।	ভুল করে ছালাতের প্রথম রাক'আতে শুধু সূরা ফাতিহা পড়ে রুকুতে চলে গেলে এবং তিন বা চার রাক'আত বিশিষ্ট ছালাতের শেষের এক বা দু'রাক'আতেই সূরা ফাতিহা ছাড়া অন্য সূরা পড়লে ছালাত শুদ্ধ হবে কি?	(৩৯/৩৯৯)
,,	এবাদুল্লাহ, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।	নমরূদ ইবরাহীম (আঃ)-কে আগুনে নিক্ষেপ করলে আগুন ফুলবাগানে পরিণত হয়ে যায়। এ হাদীছ সঠিক কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন?	(৪০/৪০০)
সেপ্টেম্বর ২০০৬ (৯/১২)	নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, রাণীনগর, ঘোড়ামারা, রাজশাহী।	২০০০ সালে হজ্জ করে আসার পর থেকে অদ্যাবধি ছালাত আদায়ের সময় মনে মনে কল্পনা হয় যে, মসজিদে হারাম বা মসজিদে নববীর কোন স্থানে ছালাত আদায় করছি। এরূপ কল্পনা করে ছালাত আদায় করা সঠিক হচ্ছে কি? যদি সঠিক না হয় তাহ'লে আমার এতদিনের ছালাত কি বাতিল হয়ে যাবে।	(১/৪০১)
,,	এস,এইচ,এম, মকবুল, দিগদানা, ঝিকরগাছা, যশোর।	রামাযান মাসে প্রত্যেক রাতে জামা'আতের সাথে তারাবীহ্র ছালাত আদায় করা যাবে কি?	(২/৪০২)
,,	আবু তাহের, মোহনপুর, রাজশাহী।	নবী করীম (ছাঃ) মাঝে মাঝে খালী পায়ে চলতে বলতেন মর্মে হাদীছটি কি ছহীহ?	(৩/৪০৩)
,,	আব্দুল্লাহ, ঝিকরগাছা, যশোর।	রামাযানের ১ম দশদিন রহমতের, ২য় দশদিন মাগফেরাতের ও শেষ দশদিন জাহান্নাম হ'তে মুক্তির এ বক্তব্য সঠিক কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৪/৪০৪)
,,	জাহিদুল ইসলাম, কুড়িগ্রাম।	ফিৎরা কি ছিয়ামের সাথে সম্পৃক্ত? যদি তাই হয় তাহ'লে যারা ছিয়াম পালন করে না, তাদের ফিৎরা দেয়া যাবে কি?	(৫/৪০৫)
,,	আব্দুল আউয়াল, শনির আখরা, ঢাকা।	রামাযান মাসে ছিয়াম অবস্থায় টিকা বা ইনজেকশন নেয়া যাবে কি?	(৬/৪০৬)
,,	ইবরাহীম মোল্লা, জালোড়ী, বড়াইগ্রাম, নাটোর।	আমার স্ত্রীর বয়স প্রায় ৬০ বছর। পাঁচ বছর যাবৎ সে বিভিন্ন অসুখে ভুগছে। তেমন কিছু করার ক্ষমতা রাখে না। হুঁশ-জ্ঞান কিছুটা আছে। এমতাবস্থায় তার জন্য বিধান কি?	(৭/৪০৭)
,,	এস,এম, আমীনুল ইসলাম, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।	কেউ কেউ বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রচলিতভাবে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষা প্রদান করেননি এবং তাঁর জীবদ্দশায় মাইকে আযানও দেওয়া হয়নি। ফলে এগুলিও বিদ'আতের পর্যায়ভুক্ত হবে। এ বিষয়ে দলীল ভিত্তিক জবাবদানে বাধিত করবেন।	(৮/৪০৮)
,,	শহীদুল ইসলাম, পাঁজরভাঙ্গা, মান্দা, নওগাঁ।	জনৈক ব্যক্তির বিবাহ স্ত্রী গর্ভবতী হওয়ার প্রথম স্ত্রী হিংসায় বশবর্তী হয়ে তাকে দোতলার সিঁড়ি থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়। এর ফলে সে একটি মৃত সন্তান প্রসব করে। এক্ষেত্রে প্রথম স্ত্রীর বিচার কী হবে?	(৯/৪০৯)

,,	মুখলেছুর রহমান, পোষ্ট বক্স নং ৪০৭, আল-কাতিফ- ৩১৯১১, সঊদী আরব।	বিতর ছালাতে সূরা ফাতিহার পর ১ম রাক'আতে 'সূরা ক্বদর' এবং ২য় ও ৩য় রাক'আতে যথাক্রমে 'সূরা নাছর' ও 'সূরা ইখলাছ' পড়লে নাকি দাঁতে কোন সমস্যা হয় না। এর সত্যতা জানতে চাই। উক্ত নিয়মে ছালাত আদায় করলে ছালাত হবে কি?	(১০/৪১০)
,,	জি,এম, জসীমুদ্দীন সরকার, নবিয়াবাদ, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।	তারাবীহ্র জামা'আত চলা অবস্থায় এশার ফরয ছালাত আদায় করার জন্য উক্ত তারাবীহ্র জামা'আতে শামিল হওয়া যাবে কি?	(১১/৪১১)
,,	আব্দুল গফূর, হরিণা, বাঘা, রাজশাহী।	মসজিদ ভেঙ্গে পুনরায় নতুন করে নির্মাণ করা হয়েছে। এক্ষণে পুরাতন মসজিদের ভাঙ্গা ইটগুলি দিয়ে রাস্তা তৈরী করে চলাফেরা করা যাবে কি?	(১২/৪১২)
,,	মুস্তাক্ব নাদিম, রণজিৎপুর, পোঃ কাবিলপুর, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।	ওয়ারিছ থাকা সত্ত্বেও শারীরিক অসুস্থতার কারণে অন্য কাউকে দিয়ে বদলি হজ্জ আদায় করা যায় কি?	(১৩/৪১৩)
,,	নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।	দীর্ঘদিন যাবৎ তা'বীয-কবযের মাধ্যমে বহু যুবক-যুবতীর মাঝে প্রেমের সম্পর্ক স্থাপন করে আসছি। যাদের অনেকের বিবাহও সম্পন্ন হয়েছে। এই অপরাধের কারণে কি জাহান্নামে যেতে হবে?	(১৪/৪১৪)
,,	সৈয়দ ফয়েয, ধামতী, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।	কোন ব্যক্তি যদি নেকীর কাজও করে এবং যেনা-ব্যভিচারসহ বিভিন্ন গোনাহের কাজও করে, তাহ'লে ঐ ব্যক্তির অবস্থা কিরূপ হবে? পরকালে তার নেকীর পাল্লা ভারী হ'লে অপর পাল্লায় যে গুনাহগুলি থাকবে সেকারণে তাকে শাস্তি পেতে হবে কি?	(১৫/৪১৫)
,,	আব্দুস সাত্তার, অলহরী, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।	সূর্যোদয়ের সময় হ'তে ২৩ মিনিট পর্যন্ত যেকোন ছালাত আদায় নিষিদ্ধ। এমদাদিয়া বুক হাউস কর্তৃক প্রকাশিত ছালাতের সময়সূচীতে লিখিত উক্ত বক্তব্য সঠিক কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।	(১৬/৪১৬)
,,	মুহাম্মাদ ফারায়েয, থুপসাড়া, কালাই, জয়পুরহাট।	সূরা মুমিনূন -এর ১৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে 'আমিই তোমাদের উপর সাতটি পথ সৃষ্টি করেছি'। উক্ত সাতটি পথ বলতে কোন কোন পথকে বুঝানো হয়েছে?	(১৭/৪১৭)
,,	আছীরুদ্দীন, কাযীপুর, সিরাজগঞ্জ।	চলন্ত অবস্থায় বা মনের অজান্তে অন্য কোনভাবে বীর্যপাত ঘটলে গোসল ফরয হবে কি?	(১৮/৪১৮)
,,	মাহতাবুদ্দীন, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।	ওযূর পর রুমাল বা তোয়ালে দ্বারা শরীরের পানি মোছা সম্পর্কে জানিয়ে বাধিত করবেন।	(১৯/৪১৯)
,,	আযাদ, সারিয়াকান্দী, বগুড়া।	মধ্যস্থতা ও সুপারিশ করে জনৈক ব্যক্তিকে বিদেশে পাঠিয়েছি। এর বিনিময়ে আমি তার কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করতে পারব কি?	(২০/৪২০)
,,	শারীফা খাতুন, বুড়ীমারী বাজার, পাটগ্রাম, লালমণিরহাট।	উম্মতে মুহাম্মাদী নাকি জান্নাতীদের এক চতুর্থাংশ হবে? এ বিষয়ে জানিয়ে বাধিত করবেন।	(২১/৪২১)
,,	হুমায়রা পারভীন, রহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।	স্বামী-স্ত্রীর মিলনের সময় পর্দা না করলে নাকি ফেরেশতাগণ লজ্জায় চলে যান এবং শয়তান এসে মিলনে অংশ নেয়। এ বক্তব্য কি সঠিক?	(২২/৪২২)
,,	আসাদুযযামান, বিলচাপড়ী, ধুনট, বগুড়া।	কোন্ হাতে তসবীহ গণনা করতে হবে?	(২৩/৪২৩)
,,	আব্দুল হাকীম, কাকনহাট, রাজশাহী।	মানুষের মধ্যে যেমন রাসূল আছেন তেমনি ফেরেশতাগণের মধ্যেও কি রাসূল আছেন?	(২৪/৪২৪)
,,	নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, বারকোণা, গাইবান্ধা।	জরায়ু অপারেশন করার পর থেকে সবসময় পেশাবের মত পদার্থ নির্গত হয়। এমতাবস্থায় কিভাবে ছালাত আদায় করবে?	(২৫/৪২৫)
,,	নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, সিতাইকুণ্ড, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।	আমার আব্বা ফজরের ওযূ করার সময় পৃথকভাবে হাত ধোয়ে তারপর ওযূর পানি আলাদাভাবে নিয়ে ওযূ করেন। আমি জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এ বিষয়ে হাদীছে রয়েছে, হাত না ধোয়ে ওযূ করা যাবে না। উক্ত বিষয়ে দলীলভিত্তিক জবাবদানে বাধিত করবেন।	(২৬/৪২৬)
,,	আব্দুল ওয়াদূদ, বীরগঞ্জ, দিনাজপুর।	জনৈক ব্যক্তি মুমূর্ষু অবস্থায় কালেমা পাঠ করে মারা গেছেন। সে জান্নাতী একথা নিশ্চিতভাবে বলা যাবে কি?	(২৭/৪২৭)
,,	আব্দুছ ছবূর, দনিয়া, ডেমরা, ঢাকা।	আমার বিবাহের প্রায় ৪০ বছর পর জানতে পারলাম যে, আমার স্ত্রী (চাচাতো বোন) ১ বছর বয়সে আমার মাতার দুধ পান করেছিল। বর্তমানে আমাদের ৫ সন্তান ও নাতী-নাতনী রয়েছে। এক্ষণে করণীয় কি?	(২৮/৪২৮)
,,	আব্দুল্লাহ, ফুলবাড়ি গেট, খুলনা।	ইসলামী জীবন বীমা কি বৈধ?	(২৯/৪২৯)
,,	ওয়াহীদুর রহমান, বারিধারা আবাসিক এলাকা, গুলশান, ঢাকা।	আমার স্ত্রীর প্রায় ২ থেকে ৩ শ' ভরি স্বর্ণালংকার আছে। তাকে যাকাত দিতে বললেও সে দেয় না। এতে কি আমার গোনাহ হবে? উল্লেখ্য যে, স্বর্ণগুলি আমার দেয়া নয়।	(৩০/৪৩০)
,,	শাফা'আত, নাজিরা বাজার, বংশাল, ঢাকা।	মুসলমান হয়ে মৃত্যুবরণ করার জন্য মৃত্যুকালে 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ' বলা শর্ত কি?	(৩১/৪৩১)
,,	নূরুন্নাহার, বাজার বাগান সরকারী কলেজ, সাতক্ষীরা।	জনৈক আলেমকে বলতে শুনেছি যে, মসজিদের ইমাম তার মসজিদ সংলগ্ন চল্লিশ ঘর লোকের জন্য ক্বিয়ামতের দিন সুপারিশ করবে এবং তাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। একথা কি সত্য?	(৩২/৪৩২)
,,	আবু কালাম আযাদ, পাংশা, রাজবাড়ী।	আমি একজন মুসাফির। ইমামের শেষ বৈঠকে জামা'আতে শরীক হয়েছি। ইমামের সালামের পর আমি কি পূর্ণ ছালাত আদায় করব, নাকি ক্বছর করব?	(৩৩/৪৩৩)
,,	ইবরাহীম, মনিরামপুর, যশোর।	পালক পুত্রের সাথে মা অথবা উক্ত মায়ের মেয়েরা দেখা-সাক্ষাৎ করতে পারে কি?	(৩৪/৪৩৪)
,,	আযীমুল ইসলাম, বিশুবাড়ী, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।	৪০ দিন বয়সের এক শিশুর কবরের ছিদ্র দিয়ে দু'টি মুরগির বাচ্চা পড়ে যায়। ফলে কবরটি খুঁড়ে বাচ্চা দু'টি বের করা হয়। এতে গুনাহ হয়েছে কি?	(৩৫/৪৩৫)